A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
এই বইখানি	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
আমার শাস্ত্র স্থান স্থান স্থান প্রাথ	
উপহার	
ি দিলাম পড়িলে সুখী চইব। ইভি—	
<u>a</u>	
সন্তারিখ আ	



গতা হইতে এ চিত্রের প্রত্যেক বর্ণ পাইয়াছি— প্রতিভাবান সাহিত্যিক—'নিয়তি' নাটক প্রণেতা— অগ্রজ-প্রতিম স্বেচময় বান্ধব

# শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী

মহাশয়ের

কৰ-কম্লে ইহা উৎস্থ করিলাম। ইতি-

শ্রী অসিতারঞ্জন।

**--∞}o⊰∞**--

#### পরেশের কথা।

(3)

"রোম্যান্স"—কথাটার তাৎপর্যা ও মাধুর্যা পঠদ্দ:

হইতেই আমার মগজ অধিকার করে। কলিকাতার 'বয়াটে'

ছাত্রদলের আমি ছিলাম একজন অক্সতম নেতা। কাহার ও
শাসনের ভয় করিতাম না। আশৈশব কলিকাতায় মামার
বাড়ীতে বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের অত্যধিক আদর ও আব্দারের
মধ্যদিয়া লালিত হইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছি। ছেলে বেলায়
স্থলে ভর্ত্তি হওয়ার পর হইতে আমি ধ্ব কমই দেশে
গিয়াছি। বাবা ও মা দেশে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে
এধানে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতেন।

হিতাকাজ্জী প্রতিবাসী প্রবীণেরা দাদামহাশয়ের নিকট রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন—'আমি একেবারে গোলায়

গিয়াছি।' দিন দিন তাঁহাদের ঐরপ অতিরিক্ত হিতৈষণায় আমারও জিদ্ বাড়িয়া গোলায় যাওয়ার অবণিষ্ট পথটী সময়ে সময়ে প্রশস্ত ও স্থাম করিয়া দিত। দাদামহাশয় নিজের কয় শরীর লইয়া তথন প্রায় বিছানাতেই থাকিতেন। আর আমিও নিতান্ত ছোট ছিলাম না, পরীকায় প্রত্যেক বছরই পাশ করিয়া আসিতেছিলাম, সামান্ত রকমের ত্ই একটা ধমক্ দেওয়া বা নিষ্ট ভংগনা ছাড়া তিনি আর কিছু বলিতেন না!

একবার—প্রায় বিশ বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি—
বৈশ্য মাসে এল্-এ পরীকা সমাপনের অব্যবহিত পরেই

মা ও বাবার বিশেষ আলেশে আমায় মনোহরপুর ঘাইতে

হইল। নিতান্ত বিশ্রী অজ্পাডাগা আমাদের এই মনোহরপুর।
মেটে স্যাৎসেঁতে রাস্তা, চঙুদ্দিকে জন্ধল, ম্যালেরিয়ার ডিপো;
রাত্রে আলো হাতে না শইয়া চলা যায় না! এমন
কদর্যা স্থানে রোম্যান্সের একটু গন্ধও থাকা সম্ভব নয়।
থাকিবে কিরপে ? বর্তুমান উচ্চশিক্ষা ও সভ্যতার নিতান্ত

অভাব সেথানে। পুরুষদের বিভাবৃদ্ধি মাম্লা মোকর্দমা ও

দলাদলির কুট কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ; আর স্রীলোকেরা—
সকাল হইতে রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত গোবর ঘাঁটা, বাসন

মাজা, জল তোলা, হাঁড়িঠেল। এবং ধানভানা প্রভৃতিতে

বাস্ত; পরিধেয় বস্ত্র গোবর, কাদা ও হলুদের সংমিশ্রণে একপ্রকার নৃত্ন উৎকট বর্ণ ও বিকট বোট্কা গন্ধ উৎপাদ্দ করিয়া বাতাদে নজিয়া ধূলি উড়াইতেছে! এমন পাড়াগাঁয়ে আমার মত রেণক্ত্দের নভেল এবং দেলি বায়রণের কবিতা পড়া কলিকাতার শিক্ষিত যুবকের মন টিকিবে কেন? প্রাণ স্কলি পালাই পালাই ভাক ছাড়িতে লাগিল।

কিন্তু অদৃষ্ট ভাল হইলে ধূলকেণাও নোনাদানায় পরিণ্ত হয়, এ হেন পড়োগাঁঘেও একদিন আমার মন বসিলা গেল !

দেশিন প্রাভংকালে থিড় কার পুকুরে হাতম্থ ধুইতে গিয়াছি। থুব ভোরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পিচ্ছিল ঘাটে হঠাং পা পিছলাইয়া অর্দ্ধানে অন্ধ্রন্থলে অন্ধর্জনির অবস্থায় পড়িয়া গেলাম। অমনি ঘাটের ওপারে রমণীর কলকঠে থিল্ থিল্ হাজারনি উঠিল! বেদনার, ক্রোধে ও লাজায় সেই কলবর আমার কর্পে স্থাবর্ধণ না করিয়া যেন গলিত সীসক ধারার উষ্ণভায় প্রাণটাকে আরও তপ্ত করিল। এই সময়ে এমন হাসিতে পারে এতবড় স্পদ্ধা—প্রগল্ভতা কাহার আছে—দেখিবার জন্ম ধারে ধারে উঠিতে উঠিতে ক্রচীবিক্ত-বদনে তংপ্রতি চাহিলাম, কিন্তু যাহা দেখিলাম—বেদনা, লজ্জা ও ক্রোধ তামুহর্ত্তে কোথায় পলাইল, বিন্দিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই অনিলা স্থানী যোড়শী বালিকা কে?

আমার রোম্যান্ মিণিল,—পক্ষেইত পদ্ম ফোটে!

রসিক তাঁতির বয়দ তিনকুড়ির কানায় কানায় হইলেও প্রাণের রদ তাহার তথনও শুকায় নাই। সেই বয়দেও অনেক অর্থ ব্যয়ে এই ষোড়শী গৌরাঙ্গীকে গৃহে আনিয়া "যথারণাঃ তথা গৃহং" অপবাদ তৃতীয়বার মোচন করিয়াছিল। রদিক আমানের প্রজা, থিড়কীর পুকুরের ওপারেই তাহার বাড়ী।

. সেদিন হইতেই রসিকের বাড়ী আডো ফাঁদিলাম। তাহার নিকট তাঁত শিক্ষার অছিলায় একনির্গ ছাত্তের ক্যায় প্রতাহ ভাহার তাঁত্শালায় হাজির হইয়া বিশ-পচিশ ছিলিম গুড়ুক ধ্বংস করিতাম, আর সেই গুড়ুক রসিকের ষোড়শীরপসী হাসিতে হাসিতে তাহার স্থলর হাতের মিষ্ট রসান দিয়া সাজিয়া দিত।

রিদকের ঘর মোটের উপর দেড়থানি; আধথানি রালার, একথানি বাদের ও ব্যবসার; উল্ব চাল, মাটীর দেওয়াল। বড় ঘরের দাওয়া বেড়ায় ঢাকা, এই স্থানে তাঁত্ বসান হইয়াছে। আমি ঐ স্থানে রিদকের পাশে বিদয়া তাহার তাঁত্বুন: দেখিতাম, আর কলিকাতার বহু বিচিত্রতার নানা গল্প বলিতাম; রিদকের খুব ভাল লাগিত। দিনে দিনে আমি তাহার অতি প্রিয় হইয়া উঠিলাম, বাড়ীর কলাটা কাঁঠালটা পাকিলে আগে আমারই ভোগে লাগিত, হাজিরায় কোনদিন বিলম্ব হুইলে কৈফিয়ত দিতে হুইত।

রসিকের একমুথে ভাহার এই তৃতীয়া-তরণীর গুণের ব্যাখ্যা আর ধরিত না। প্রেয়নীর সেবা, যত্ন ও বৃদ্ধিম ন্তার এক একটা উদাহরণ বিশ বার বলিয়াও রসিকের সাধ মিটিত না। ব্যবসায়ের হিসাব ঠিক রাখিতে, চিঠিপত্রটা পড়াইতে বা কোথাও লিখিতে তখন আর অন্তের তোষামোদ প্রয়োজন হইত না; এমন কি, পত্রগুলির শিরোনামা হিরণ ইংরাজীতে লিখিত!

হিরণের লজ্জা ছিল না। গ্রাম্য মিশনারী স্কুলের গুরু-মা মেম্লাহেবের কুপায় কুদংস্কারের অন্ধকার তাহার কাটিয়া গিয়াছিল। আমার সমুখে অনায়াদে দে বাহির হইত, আমার দহিত কথা কহিত, হাসিত, আমার গল্প শুনিতে ভালবাসিত; দিব্য পরিক্ষার পরিচ্ছন চতুরা মেয়ে সে।

তরুণী রূপে ও গুণে রসিকের গৃহ ও প্রাণ আলো করিয়াছে। সে আলোকে আমিও বঞ্চিত হইলাম না। এক একটা গোপন কটাক্ষে আমাকে লইয়া সে যেন কোনু স্বপ্নরাজ্যে উধাও হইত!

এত যে বয়াটে আমি, কিন্তু প্রেমের পাঠশালায় তথনও
আমার হাতে <u>থড়ি হয় নাই।</u> ক্রিকেট, টেনিস, কুটবল,
সভাসমিতি, বনভোজন প্রভৃতি লইয়া এতদিন কাটাইয়াছি; এই
ন্তন স্বপ্নে বৃক তৃক তৃক কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে
বৃক্ষিতাম—মহা অভায় করিতেছি, হিরণের দিকে চাহিবার

আমার অধিকার কি? মনের ভাব রসিক ব্ঝিতে পারিলে—
ছি ছি,—সে আমায় ভালবাসে, আদর করে, যত্ন করিয়া থাওয়ায়,
বিশ্বাস করিয়া ঘরে বসাইয়া কাজ শিথায়! তথাপি কি তুর্বল
মন! হিরণের পদশক শুনিলেই প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত,
ভাহার হাসিটি দেখিবার লোভ সামলাইতে পারিতাম না,
মন বিবেকের বিদ্রোহী হইত! প্রতাহ প্রভাত হইলেই হিরণের
ম্থগানি মনে পড়িত, কতক্ষণে রসিকের দাওয়ায় হাজির হইব—
ভাবিয়া ব্যস্ত হইতাম। কিন্তু ঐ দর্শন প্রান্তই ছিল আমার
শেষ সামা, ইহার অভিরিক্ত কিছু ধারণা করিবার সাহস তথন
প্রান্ত আমার হয় নাই।

রদিকের যথ্রে বয়নবিতা কতকটা আমার আয়ত্ত ইইয়াছিল।
ইতিপূর্ব্বে একজোড়া গামছা বুনিয়া বাবাকে দিয়াছি, মায়ের
জন্ম আর একজোড়া আরম্ভ করিয়াছি—শেষ ইইতে অল্লই
বাকী আছে। তাড়াতাড়ি বাকী কাজটুকু সারিবার জন্ম
একদিন দিপ্রহরে রদিকের বাড়া আদিলাম। রদিক হাটে
মাইতেছিল, কিছু চাউল এবং স্থা আনিবে। আমার 'তামাক
পেসাদ্' পাইয়া সে রওনা ইইল, আমিও ঠকাস্ ঠকাস্ স্থ্
করিলাম।

কিছুক্রণ মনোযোগের সহিত পরিশ্রম করিয়া বয়ন প্রায় শেষ করিয়াভি, গা দিয়া গাম ঝরিতেছে, এমন সময়ে হিরণ

#### পরেশের কথা।

আসিয়া পশ্চাৎ হইতে আমায় মৃত্ ধাকা দিয়া বলিল—"থাক্, আর বৃনিয়া কাজ নাই।"

আমি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম— "কেন ?" হিরণ বলিল—"আপনি তামাক থান্, অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, আমি ততক্ষণ বাকী কাজটুকু সারিয়া দিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—"তুমি কি বুনিতে পার ?"

হিরণ হাসিয়া উত্তর করিল—"পারি না তাঁতির ঘরের মেয়ে, এ কাজ কি কাহারও কাছে শিথিতে হয় '

আমি বলিলাম—"ভোমার পরিশ্রম হইবে না গ"

হিরণ বলিল—"তা হৌক, আমর। মেয়ে মাজ্য, আমাদের সব স্য।"

আমি বলিলাম—"ভোমাদের তাঁতির ঘরের মেয়েদের ত তাঁত্বুনিতে নাই।"

ইযং হাজে হিরণ উত্তর করিল—"আমি ওসব মানি না।"
হিরণের নিতান্ত আগ্রহে অগতা। তাঁত্ ছাড়িয়া উঠিলাম,
সে বিদিয়া গেল: আমি নিকটেই একটা শীভল পাটীর উপরে
বিনা উপাধানে শুইয়া পড়িয়া তাহার বয়ন-নৈপুণা দেখিতে
লাগিলাম।

আকাশের ঘন মেঘে কথন সূর্যা ঢাকিয়া গিয়াছিল আমার দেদিকে লক্ষ্য ছিল না, হঠাং খুব জোরে এক পশলা বৃষ্টি নামিল,

বাদল হাওয়ায় আরাম পাইয়া আমি কোন্ সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ কাহার কোমল স্পর্শে ও উষ্ণ নিঃখাদে সজাগ হইয়া চকু মেলিনাম, দেখিলাম—হিরণ,—আমার অতি নিকটে, আমার মৃথের কাছে তাহার মৃথ! সত্য—না—স্বপ্ন! স্তম্ভিত হইয়া তাহাকে শুধু দেখিতে লাগিলাম।

আর বাকী রহিল না—হিরণের উষ্ণ-অধর আমার অধর স্পার্শ করিল !

আমি শিহরিয়া মুথ ফিরাইলাম, বড় রাগ হইল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বদিতেই সম্মুথের দরজায় দেথিলাম—রদিকের জ্ঞান্ত চক্ষ্ গুইটী একদৃষ্টে আমাদের দেখিতেছে!

আমিও রসিকের দিকে চাহিয়া আছি, দৃষ্টি নামাইতে সাহস পাইতেছি না, সকলেই নীরব, রসিকের চক্ষ্কোণে বিজলী থেলিল, আমার চক্ষ্ হইতে জলধারা নামিল! পৃষ্ঠে কেই বেত্রাঘাত করিলেও বুঝি আমার তত কষ্ট বা হংথ হইত না, ইহাপেকা তনুহূর্ত্তে মৃত্যু হইলেই যেন আমার ভাল হইত।

কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকিয়া রসিকের চক্ষ্ ও ক্রমে আর্দ্র ইইয়া উঠিল এবং কোন কথা না বলিয়া এক পাঁজর-ভাঙ্গা করুণ দীর্ঘনিঃখাসে আমার বক্ষন্থল কাঁপাইয়া সে গৃহ হইতে কোথায় বাহির হইয়া গেল। চিত্র-পুত্তলিকামত নির্বাক দাঁড়াইয়া তাহার সেই ভাব দেখিলাম; তাহার প্রস্থানের পর আমিও আর হিরণের দিকে ফিরিয়া না চাহিয়াধীরে ধীরে নতমন্তকে সে বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলাম।

সেইদিন সন্ধ্যার গাড়ীতেই মনোহরপুর ত্যাগ করিলাম। বাবা ও মাকে বলিলাম—কোন সহপাঠী বন্ধুর নিমন্ত্রণে কলিকাতায় যাইতেছি।

এল-এ পরীক্ষার ফল আমার বাড়ী থাকা সমগ্রেই প্রকাশ হইয়াছিল, আমি প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছি। পিতা স্থির করিয়াছিলেন—এইবার আমায় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াইবেন, আমারও সেইদিকে থুব ঝোঁক। কলিকাতায় আসিয়া তাহার আয়োজনে মনোযোগী হইলাম এবং অল্পদিন

মধ্যেই কলেজে ভর্ত্তি হইয়া তৎসংবাদ পিতা মাতাকে লিথিলাম, আর দেশে গেলাম না। কর্ত্তব্যের গণ্ডীমধ্যে আপনাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রসিক ও হিরপকে ভূলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কলিকাতার প্রতিবাসিগণ আমার স্বভাবের অক্সাৎ পরিবর্ত্তন এবং আমাকে এইরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দেথিয়া বিশ্মিত ও সম্ভন্ত ইইলেন।

পাঁচ ছয় মাদ পরে—কলেজের ছুটিতে কলিকাতায় মাতুলালয়ে আছি—একদিন দ্বিপ্তাহরে হঠাৎ হিরণ আদিয়া উপস্থিত! সঙ্গে কেহ নাই, এক বস্ত্রে আদিয়াছে। শুনিলাম—রিদিকের বুকে বজাঘাত করিয়া সর্কানাশী পলাইয়া কলিকাতায় আদিয়াতে।

হিরণ আমার আশ্রয় চায়, শুধু আশ্রয় নয়—আমায় চায়, আমারই ভরদায় দে কলিকাতায় আদিয়াছে;—এ কি কণা! এই আক্ষিক গটনায় আমি কি করিব ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না, অবাক্ হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম;—বড বড় চক্ষ্ ড্ইটী তাহার টলটলে জলে ভরা—আমারই ককণার প্রত্যাশী হইয়া কাঁদিতেছে—বেন বলিতেছে—আমি ভিন্ন জগতে তাহার আর কিছুই আকাজ্জিত নাই; বায়-কম্পিত গোলাপ পাঁপড়ির মত রাশা ঠোঁট ত্'পানি উংক্ঠায় কাঁপিতেছে—যেন তাহার বক্ত ভরা কথাগুলি আমায় বলিতে চায়: প্রতি নিঃখাদ

প্রশাদে উন্নত বক্ষ উঠিতেছে—নামিতেছে, বেন বলিতেছে—
ওগো, তুমি এদ, তোমার কঠিন স্পর্শে আমার এই
কোমল বক্ষের তুর্দমনীয় স্পন্দন প্রশমন কর—আমি বড়
নিরাশ্রয়।

কিও তোহাও কি সন্তব ? হউক না সে নিরাশ্রমা, থাক্ না তোহার বাসন্তী গোলাপের মত ফুটন্ত যৌবন; রূপের প্রলোভনে পড়িয়া একটা কুলটার কাতরতায় কি সমাজ, সংসার, নিজের ইহ-পর-কাল এবং মন্তব্য জলাঞ্জলি দিতে পারি ? রূপ যৌবন কিছুইত স্থায়ী নয়—ছদিনের মধ্যে ফুলের মতই ঝরিয়া পড়িবে!

মনে হইল—হিরণ মান্ত্রী নয়, <u>দৌন্দর্যার ছলনায় রাজ্</u>দী :
হুদ্য ভাহার পরিত্র নয়—নরকের বিষ্ঠাক্ত ; বিশাস-ঘাতিনী
একজনকে মজাইয়াছে, <u>আবার আমার সর্কনাশের কাল</u>
পাতিয়াছে!

এই সময়ে রসিকের সেই চক্ষু তুইটা আমার মনশ্চক্র সমূরে ভাসিয়া উঠিয়া আমার সংকল্প আর ও দৃঢ় করিল।

পরিধেয় আধ ময়লা কাল'পাড়ের সাড়ীথানি ভিন্ন সংস্থাহার আর কিছুই দেথি নাই, একথানি অলঙ্কারও নয়, হাতে মাত্র কয়গাছি কাচের চ্ড়ি। টাকাকড়ির প্রয়োজন আছে কি না, কিছু খাইবে কিনা, কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম না

েই দ্বিপ্রহরে বাড়ীর ফটক হইতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিষ্ঠুর বাক্যে বিদায় দিয়া আমি উপরে উঠিয়া আসিলাম।

রিদিক যদি দেদিনের দেই ব্যবহার নীরবে সহ্থ না করিত, ভাহা হইলে আজ আমি হিরণের উপর এত কঠিন হইতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

## হিরণের কথা।

(0)

প্রথম—ভালবাদা—এ সকল কেবল কথার কথা, মনের বিকার—পাগলের প্রলাপ; প্রেমের নামে সংসার জুড়িং কেবল প্রবঞ্চনার কেনাবেচা চলিতেছে, মূলে—আআর্থ, স্বার্থ!

পাড়াগাঁয়ের মিসনারী ক্লের গুরু-মা মেম্সাহেবের কারে বিলাতী চংএর শিক্ষায় বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া এখন কি—

মাতাপিতার কৃতকার্য্যকে স্নেহ বলিব !—কেন ? নিজেতের স্থুপ স্বচ্চন্দতার তুলনায় আমার জীবনের কোন মূল্য আছে— একথা তাঁহারা ভাবেন নাই। আমার বিনিময়ে তাঁহারা রচিক তাঁতির টাকার ভোড়াকে হাসিমুথে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছেন!

বৃদ্ধ তাঁতির ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে পবিত্র-প্রেম বলিতে হয়— তোমরা বল, আমি বলিব না। আপনার স্বার্থে উন্মন্ত হইয়া সে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমি কেন তাহার মুখ চাহিত্ব । তাহার দাসীত্ব স্বীকার করিয়া নিজের জীবনের স্থুথ শাস্তি নই

করিব ? সে আমার কে ? আমার ত বিবাহ হয় নাই, হইয়াছিল—বিক্রয়।

সকলেই আপনার লইয়া বাস্ত, পরের জন্ম কেহই পড়িয়া গাকিতে চাহে না, আমিই বা থাকিব কেন?

হঠাং পরেশবাবুকে দেখিয়া আমার নবীন প্রাণের কন্ধ বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, রূপের ফাঁদে তাঁহাকে ধরিলাম, কিন্তু বাখিতে পারিলাম কৈ !

হায়রে কপাল! পিতা মাতার স্নেহ-আদরকে স্বামীর ঘরে
পড়িয়া শক্রতাই মনে হইয়াছিল। পিতা আদর করিয়া ভাতের
কাঠির বদলে আমার হাতে কলম দিয়াছিলেন—স্বামীর ঘরে
উনানে ফুঁপাড়িয়া চক্ষের জলে ভাসিয়াছি! বাপের বাড়ী শীতের
দিনে বেশী বেলা না হইলে মা বিছানা ছাড়িতে দিতেন না—
কিন্তু স্বস্তুর বাড়ীতে পৌষের উয়য় পচা গোবরে ঘর নিকাইয়া
ঘট হাত অবশ হইয়া গিয়াছে! বয়য় ভিজিয়া বাসন মাজয়য়
সাতদিনে মাথার চুল শুকায় নাই! আমার স্থেবর কথা আর

মনে পড়ে—পরেশবাবু বেদিন আমাদের বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলেন! রাত্রি অনেক হইল—স্বামী ঘরে ফিরিলেন না। সে বাড়ী ঘড়ীর চলন ছিল না, শৃগালের ডাকে রাত্রি নির্ণয় করিতাম। শৃগালদের প্রথম প্রহরের সাড়া শেষ হইল, তথনও বৃদ্ধের দেখা নাই, বৃঝিলাম—রাগ করিয়া গিয়াছে। কেন, রাগ কিসের ? যদি একটা অপরাধ করিয়াই থাকি, যাহা ইচ্ছা আমার মুপের উপর বলিলেই হইত, বেশত—একটা চূড়ান্ত মীমাংদা হইয়া যাইত। কিন্তু সেরপ মনের জোর বৃদ্ধের ছিল না।

তাহার জন্ম ভাত বাড়িয়া রাথিলাম, আমি কিছুই থাইলমে না। প্রদীপ না নিবাইয়া, দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘুম আসিল না, মন বড় অন্থির—কি হয়। আকাশ পাতাল ভাবিতেছি, সহসা দরজায় করাঘাতের শক্ষে চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম—"দরজা খুলিয়া দাও।"

বৃঝিলাম—বৃদ্ধ আসিয়াছে, স্বর বড় গন্তীর—বিরক্তিপূর্ণ! তাড়াতাড়ি উঠিয় কপাটের থিল থুলিয়া আবার শ্যার আশ্রম লইয়া আঁচলে মুখ ঢাকিলাম। সে গৃহে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল; কিন্তু কোন কথা নাই, চোরের মত চুগ্ করিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে তাহার তুই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ মাত্র কানে আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে আহার করিল, তারপর পানতামাকে ভালরূপ মস্গুল্ হইয়া ব্যক্ষরে আমায় সম্ভাবণ করিয়া বলিল—"বৃদ্ধে ত আর ফ্রাচ নাই—বৃঝিলাম, কিন্তু আমার ভাতে অক্ষচি কবে হইতে হইল ?"

কানে আমার যেন বিষের ছিটা পড়িতেছিল, ছুই তিন

#### (ध्रम ना-अत्रक्षना।

বার বলায় কোন উত্তর করিলাম না, পরে বিরক্তস্বরে বলিলাম— অত ঠাটা কেন? তোমার ভাত আর আমি খাইব না।"

বৃদ্ধ বলিল—"মজা মন্দ নয়! দোষও করিবে, আবার চক্ষও রালাইবে ?"

আমি ঝাঁঝিয়া উঠিলাম—"দেখ, বেশী কথা বলিও না, ভোমার শেষ কথা একেবারে বলিয়া ফেল।"

• বৃদ্ধও সপ্তমে চড়িয়া বলিয়া উঠিল—"বটে! বাহির হও আমার ঘর ইইতে, এই দণ্ডে দূর হও।"

"বেশ, এখনি বাইতেছি" বলিয়া তংক্ষণাং শ্যা হইতে উঠিয়া আঁচলের চাবির তোড়া তাহার সন্মুখে ফেলিয়া দিয়া সজোরে দরজা খুলিলাম। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—"কোথাছ যাইবে ?"

আমি বলিলাম—"জাহান্নামে। কোণায় যাইব—তোমার জানিবার ত প্রয়োজন নাই, আর কোথাও স্থান নাহ্য— যমের বাড়ী আছে।"

বলিয়া রেমন আমি দরজার বাহিরে পা দিয়াছি, অমনি সে উঠিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল "রাগ করিলে হিরণ!"

রুদ্ধের দৌড় আমি কানিতাম, তাহার ভাব দেখিয়া হারি পাইল, বলিলাম—"কেন, আবার কেন ?" সে বলিল— "কারণ আছে, ঘরে চল, বলিতেছি।"
আমি বলিলাম—"তোমার ঘর আর আমি করিব না।"
সে বলিল—"ঘর কর না কর, একবার শোনই না ?"
সে হাত ধরিয়া আমায় ঘরে ফিরাইয়া লইয়া গেল, তারপর
ধীরে বিচানায় বসিয়া বলিতে লাগিল—

"ভাবিয়া দেখিয়াছ কি—পরেশবাবু যে তথনই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন ?"

আমি তাহার মুথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আবার বলিতে লাগিল—"তিনি আমার বাড়া আদিতেন, অনেকেই জানে; এই অবস্থায় তুমিও আজ গৃহত্যাগ করিলে তুর্নাম রটিবে না ?"

আমি বলিণাম—"বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবে না।"

সে বলিল—"শুধু তাহাই নয়, আরও আছে; জান ত— কর্ত্তামহাশয় বেজায় রাগী, তোমাদের জন্ম আমায় ভিটাছাড়ং করিবেন।"

আমি ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"তাহার উপর—হাজার টাকা পণে তুমি আমায় কিনিয়াছ, বৃদ্ধকালে দে টাকার স্থল আসল আদায় না করিয়া ছাড়িবে কি পুবেশ, যাহাতে পরেশবাবুর ছুর্নাম না হয়, আর তোমারও ভিটা বজায় থাকে, সেইরপ ব্যবস্থা করিয়াই ভবে আমি যাইব" বলিয়া একটা মাত্র লইয়া ঘরের এক পার্শে শুইয়া পড়িলাম।

পাঁচ ছয় মাস কি রকমে কাটিয়াছে — অন্তকে তাহা বলিয়া
বৃঝাইবার উপায় নাই। একা একা ভাবিতাম, কাঁদিতাম, আর
বে সমস্ত কাথা নিতান্ত না করিলে নয় তাহাই করিতাম। মনে
পড়িত-—পরেশবাবুর গল্প। আহা— কলিকাতা কিরপ—
কেমন স্থান! পরেশবাবু বলিয়াছেন — সেথানে নিজের রালা না
করিলেও থাবার মিলে, গোবরে ঘর নিকাইতে হয় না;
সেরানকার সমস্ত বিচিত্রতা ও রহস্পের কথা সত্য কি না একবার
প্রতাক্ষ দেখিতে সাধ হয়ত! মনে মনে কত কল্পনার কুম্ম
সৃষ্টি করিয়। গাপনাতে আপনি বিভার হইয়া থাকিতাম!
গ্রশেষে একদিন স্থির করিলাম—কলিকাতায় যাইব—পরেশবাবু
সেথানে আচেন।

কিন্তু আমার কল্পনা কুস্থম ছিল্লভিল্ল হইল, এতদিনের আশার মাথায় বাজ পড়িল,—নিষ্ঠুর পরেশ আমায় আশ্রয় দিল না, শয়তানা সম্বোধনে উপেক্ষা করিয়া দরজা হইতে দ্র দ্র করিয়া তাড়াইয়া দিল!

উ:! সেদিনের কথা মনে হইলে আজও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে! বেলা তথন তৃতীয় প্রহর, ক্ষ্মা পিপাসায় বৃক ফাটিয়া যায়, মাথার উপর রৌজ ঝাঁ ঝাঁ করে, পায়ের তলায় কলিকাতার অপরিচিত ও তথ্য পাথরের রাজা, হাতে একটীও পয়সা নাই; যত আশা করিয়া পরেশবাব্র সহিত সাক্ষাৎ

#### হিরণের কথা।

করিয়াছিলাম, তাঁহার প্রত্যাপানে ততোধিক মন্দাহত হইয়া, কোথায় যাইব—কি করিব—কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেদিকে ছই চক্ষু যায় হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ চলিবার পর দেখিলাম—সম্পুথে নলা, কত লোকজন, নৌকা, স্থায়ার অসংখ্যা! শুনিয়াছিলাম—কলিকাতায় গঙ্গা আছে, ব্রিলাম ইহা তাহাই বটে। ভক্তি অপেকা উত্তাপের তীব্রতা অধিক অন্তব হওয়ায় স্থান করিতে বড় ইচ্ছা হইল। কিছা পরিপেয় একখানি বস্ত্র মাত্র,—ভিজাইলে উপায় প ভিজাকাপড়ে থাকিব—তব্ একবার স্থান না কথিলে স্তম্ব হইবনা ভাবিয়া জলে নাগিলাম।

কত লোক সান করিতেছে: ঘাটের একদিকে পুরুষ, অন্সদিকে স্থালোক; বালকগুলি অল্প জলে ডুব-সাঁতার থেলিতেছে, ছুটাছুটী—মারামারি করিতেছে। ঘাটের একদিকে একটা দালানের সহিত প্রাচীর ঘেরা কতকটা তীরভূমি হইতে ধ্ম নিগত হইতেছে—মাহায-পোড়া হুগদ্ধি নাক পাতা ভার।

বছ স্থালোকের মধাদিয়া আমিও আবক্ষ জলে নামিলাম।
একদল যুবক অনেকদ্র সাঁতার কাটিয়া প্রায় মাঝ গঙ্গায়
গিয়াছিল, এই মাত্র ফিরিয়াছে। আমাদেরও বাড়ীর নিম্নে
নদী, ছেলে বেলায় সাঁতার শিধিয়াছিলাম। ইচ্ছা হইল—সাঁতার
দিয়া ওপারে যাইয়া দেখিব—সেধানে কি আছে। কিন্তু

পাড়ি দেখিয়া বৃক একবার কাঁপিয়া উঠিল,—দেশের সে নদীর চেয়ে এ নদী অনেক বড়। তা হৌক, কি আর হইবে—না হঃ মরিব, বাঁচিয়াই বা কোন্ স্থে আছি! মরিলে—কল্লোলিনীর শীতল কোলে জালা জুড়াইব।

তাহাই করিলাম—মাথার কাপড় কোমরে বৃকে ভাল রকন জড়াইয়া—চুল কমিয়া বাঁধিয়া প্রবল তরপ তুচ্ছ করিয়া সাঁতার দিলাম। অক্সান্ত স্নানার্থীরা আমার এই বিক্রম দেখিয়া আশ্চর্যা হুইল; আমি অনেক দূর গিয়াছি, অনেকের দৃষ্টি আমার উপর পড়িয়াছে; কেই আমায় মন্দ বলিতেছে, কেই বা আমার মরণা-শঙ্কার ভাত হুইয়া উচৈচঃশ্বরে আমায় সাবধান করিতেছে, কেইবা স্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ষ করিতেছে। আমি কাহারও কথায় না ফিরিরঃ বরং আরও জেনের সহিত সম্মুধে অগ্রসর ইইলাম।

অনেকদুর আদিয়ছি। প্রবল স্রোভ, স্রোভের বিপরীতে একচুলও অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই, স্রোভের সঙ্গে ভাসিয় চলিয়াছি; কিন্ধু আর পারি না, গা যেন ভালিয়া যাইতেছে। এমন সময়ে প্রবল চেউ তুলিয়া একথানি স্থীমার চলিয়া গেল, তীরের দিক হইতে শক্ষ আদিল—"গেল—গেল—গেল।"

তথন ফিরিবারও আমার সাধ্য নাই,—গা এলাইয়া পড়িয়াছে, ততুপরি আরও বিপদ—বাঁধা চুল রাশি থুলিয়া ঘাইয়া স্লোতে ভাসিয়া আমার নাক মুখ ঢাকিয়া ফেলিতেছে, বারম্বার ভাহা দরাইব কিম্বা আবার বাঁধিয়া লইব—এমন সামর্থ্যও ত্থন বাহতে
নাই, মধ্যে মধ্যে এক এক ঢোক জল মুথে ও নাকে প্রবেশ
করায় ব্রহ্মরন্ধু পর্যন্ত জলিতেছিল, আর চলিতে পারি না,
স্রোতের গতিতে গা ঢালিয়া—কথনও ভুবিয়া, কথনও ভাসিয়া
বহিয়া যাইতেছি, মধ্যে মধ্যে জলের ঝাপটায়—দুম বন্ধ হইয়া
আদে। দৃষ্টি অন্ধকার—দাকণ ত্রাস—আর রক্ষা নাই—বৃঝি
এখনি ভূবিব!

সহদা চুলে টান পড়িল, মাথা জাগাইয়া চাহিয়া দেখি— একটী পুরুষের মুখ! চুল ছাড়িয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন, বলিলেন—"ভয় নাই, এদ, এই বয়াটা ধরি"।

আমায় লইয়া তিনি নিকটস্থ একটী ব্যার শিকল ধরিলেন।
আমার ও তথন দেহে বল আদিল, আমিও শিকল ধরিলাম।
তারপর তিনি আপনি ব্যায় উঠিয়া আমাকেও হাত ধরিয়া
টানিয়া তুলিলেন, আমি তাঁহার গায়ের উপর হেলিয়া পড়িলাম,
তিনি একহাতে আমায়, আর একহাতে ব্যার চূড়ার লোহার
আংটা ধরিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন—"কে তুমি—এমন
তুংসাহস কেন করিলে?"

আমার তথনও ঘন ঘন শাস বহিতেছে, কথা কহিতে পারিতেছি না, কেবল তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। বয়স তাঁহার পঁচিশের উপর, অতি হৃদর বলিষ্ঠ শরীর, গৌরবর্ণ; কাল

ও চিকণ গোঁকে মুখথানি দেখিতে স্থনী, তুই কাণে চক্চকে তু'টী হীরার ফুল, বাহতে সোণার তাগা।

আমি কতকটা স্বস্থ হইলে তিনি আবার বলিলেন—"এমন কাজ কেন করিলে—কে তুমি ? তোমার কি মরণের ভয় নাই ১"

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—"মরণের প্থেই ত' চলিয়া ছিলাম।"

তিনি বিশ্বিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"সে কি ! মরিবে কেন ? তোমার এই অল্পবয়স, এমন পরীর মত রূপ, কি ছুঃখে তুমি মরিতে চাও ?"

এত কটেও আমার হাসি পাইল! বলিলাম—"রপ্থোবন থাকিলেই কি তুঃথ দূর হয় দূ"

তিনি বলিলেন—"হয় বৈকি, যাহার এমন রূপয়ৌবন আছে, জগতে তাহার অভাব কিদের ?"

"অভাবের অস্ত নাই, পৃথিবীতে আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

"বল কি · তোমার আর কে আছে ›"

"কেহ নাই।"

"বাড়ী কোথায় ?"

"অনেক দুর।"

"কলিকাভায় নয় ?"

"ना ।"

"এখানে কবে আদিয়াছ ?"

"আজই—এই প্রথম!"

"কেন আসিলে ?"

"দেখিতে,—এই পোড়া রূপ্যৌবনের কেহ আদর করে কিনা!"

"कि (मिश्रिल ?"

"দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল, একদিনেরও আশ্রয় পাইলাম না।"

"আমার ঘরে চল না—আমি তোমায় চিরজাবন আশ্রয় দিব, যাইবে ?"

**इसा**!"

"কেন ?"

"বিশ্বাস হয় না।"

ভাল, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ, অবিশাস হয়,— গন্ধা ত আছেই।"

"তোমার ঘরে ধিনি আছেন, তাঁহার আপত্তি হইবে না '

"দে চিন্তা করিও না, আমারও কেহ নাই। তোমার নাম ।"

"হিরণ কুমারী!"

"আমার নাম—কিশোরী লাল।"

অনেক দূরে একথানি পান্ধী দেখিয়া মাঝিকে তিনি ভাকিলেন, মাঝি নৌকা লইয়া আসিল, আমরা উঠিলাম। যে ঘাট হইতে জলে নামিয়াছিলাম, সে ঘাটে না গিয়া জন্ম এক ঘাটে নৌকা বাঁধিল, সন্মুথে নদীর উপর প্রকাণ্ড এক পুল দেখিলাম—পুলের উপর দিয়া কত গাড়া, ঘোড়া, লোক চলিতেছে! তারে উঠিয়া ভিজা কাপড়ে সেখান হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বড় রান্ডার উপরের একপানি মন্ত বড় বাড়ীর সন্মুথে আমরা নামিলাম।

নিরাশ্রে অন্ধকার দেখিয়। গঞ্চায় নামিয়াছিলাম, পতিত-বাবনী আনায় কোলে স্থান দিলেন না, নৃত্ন পথের নৃত্ন আলোক দেখাইয়া আনায় ভূলাইয়া দিলেন! ভাবিলাম,— ভলে, দেখা যাউক—এ পথের শেষ কোথায়।

#### (8)

কিশোরীলাল ভাগাবান পুরুষ, বোষাই নিবাসী স্বর্গপত বরেশব শ্রেমীর পোয়পুত্র। জঘল্য রূপণতায় জীবন যাপন করিয়া কাপড়ের ব্যবসার উন্নত ঐশর্যো রত্নেশ্বর শ্রেমী বোষাই সহরের একজন ধনকুবের নামে পরিচিত ছিলেন। শুধু বোষাই নয়—কলিকাতা, রেসুন এবং আরও অনেক সহরে উহাদের কারবার ও বাড়ী আছে। কিশোরীলাল এক রাজ-ঐশ্বর্যোর উত্তরাধিকারী।

প্রথম রাত্রে ভাঙের নেশাটা একটু জমিয়া উঠিতেই তাহার প্রাণের কপাট খুলিয়া যাইয়া মনের কথা দমন্তই বাহির হইয়া পড়িল। তাঁহার মাতাও জীবিত নাই, কেহ নাই, আছে কয়েকজন বিশাসা কশ্মচারী এবং একদল ইয়ার। পিতার মৃত্যুর পর হইতে বিষয়কার্য্য সমস্তই তাঁহার নিজের মাথায় পড়িয়াছে।

প্রকাণ্ড বাড়ী, চারতলার উপরে নিজের শয়নগৃহে আমায় ছুইদিন বাথিয়া পরদিন বৈকালে তিনি আমায় মোটরে উঠাইয়া সহর-পল্লীর গঙ্গাতীরস্থ তাহার এক নির্জ্জন ও স্থন্দর বাগানে লইয়া গেলেন।

আমাকে লইয়া তিনি বড় ব্যস্ত হৃহয়া পড়িয়াছিলেন, সদাই চিস্তা—কিসে আমি স্থাইইব। তিনি অশিক্ষিত বা হৃদয়হান ছিলেন না—কিন্তু বড় সোধীন ও সৌন্দর্য্য-প্রিয় ছিলেন। নিত্য নৃতন সাজে আমায় সাজাইয়া পাশে বসিয়া দেখিতেন, আমায় লইয়া যেন পুতৃল-ধেলা থেলিতেন। নিজে খুব গান ভাল বাসিতেন, কিন্তু গাহিতে পারিতেন না, অল্প সল্ল তবলা বাজাইতে জানিতেন; আমার স্থাত শিক্ষার জন্ম স্থবিক্ত ওন্তাদ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমারও বাল্যকাল হইতে স্থাতে অম্বাগ ছিল, স্থযোগের অপব্যয় করিলাম না। আপনার প্রতিভা করিয়াছিলেন হিল্য উন্নতিলাভ করিয়া কিশোরালালকে অতিশ্র দন্তুই করিলাম। দাসদাসা পরিবৃতা হইয়া আড়ম্বরের সহিত গুইবংসর কাটিল। এই সময়ে কিশোরীলালকে কার্যোপলক্ষে বোলাই মোকামে থাইতে হইল। আমিও অবিচ্ছেদ-সাঞ্চনা হইয়া হাওড়া টেশনের রিজ্যুর্ভ গাড়াতে তাহার পার্যে বাসলাম।

ভারতের বহু বিখ্যাত স্থানে তিনি আমায় লইয়া বেড়াইতে গিরাছেন; অনেক দেখিয়াছি, অনেক শিপিয়াছি, ভোগের বিশান থত রকম কল্পনার পাইয়াছিলাম—অষ্ট্রানে ক্রটী করি নাই। কিন্তু—স্থ কই? একটা দিনও ত তাহা পাই নাই! ধনবানের ঐথর্যের মোহে পড়িয়া দাদীপনা করিতে কি ভাল লাগে? আমারও লাগে নাই।

প্রেমের পরিবর্ত্তে প্রবঞ্চনায় তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া স্বার্থের বোলআনা আলায় করিয়াও তৃপ্ত হই নাই। তাঁহার পিতার সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ আনি শোষণ করিয়া লইয়াছিলাম। কলিকাতার বাড়ী ও বাগান তিনি আমার নামে লিথিয়া দিয়াছিলেন।

প্রায় পাঁচবংসর কিশোরীলালের সহিত একত্রে কাটাইয়াছি। এই পাঁচবংসর কাল তিনি আমায় গলার হার করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, কখন কখন চক্ষের জলে ভাসাইয়া একটা হাসির বিনিম্য করিয়াছি, বিনা স্বার্থে কথাটা কহি নাই।

হঠাং ভয়ত্বর বসন্তের আক্রমণে কিশোরীলালের মৃত্যু ঘটে।
তানিয়াছিলাম—মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্যন্ত তিনি আমায় একবাং
দেখিবার জন্ম ছট্ফট্ করিয়াছিলেন, আকুল-নয়নে ঘরের এ দক
ওদিক চাহিয়া আমায় কত পুঁজিয়াছিলেন,—সংক্রামক ব্যাধির
ভয়ে আমি তথন দূরে সরিয়া ছিলাম, সাক্ষাং করিতে পারিলাম
না। মৃত্যুর পর তাহার স্থাব জ্ঞাতিগণ অদ্র আত্মীয়ের রূপ
ধরিয়া আমার প্রতিহন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন, গতিক ভাল নয়
ব্বিয়া আমিও তথন—যতদ্র সম্ভব নগদ অর্থ আত্মদাং করিয়া
—কলিকাতার বাডীতে আশ্রেয় লইলাম।

## পুলিনের কথা।

( ()

স্কুলির্ঘ চারিবংশর কাল প্রবাস বাসের পর গত বসস্কের শেষে থৈদিন পি এও ও কোম্পানীর জাহাজে চড়িয়। প্রাইমাউথ্ বন্দর হইতে স্থদেশ্যাত্রা করিলাম, সেদিন আনন্দে আমার বৃক্টা থুব ভরিয়া উঠে নাই। প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রাণ যে সকল কারণে স্থদেশ্যাত্রায় উংফ্ল হয়, আমার সেরপ আকংণ বিশেষ কিছু ছিল না। জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে বিলাতের লিলি, মেরী, ক্যানি প্রভৃতি—আমাদের থেদী, পাচী, বুঁচি শ্রেণীর—রূপনী বালিকাগণের করুণ-বিলাপে ও বিদায়-অশ্রু-বর্ষণে আমার মনটা সতাই দমিলা গৈলাছিল। মনে হইতেছিল— অমর কবি মিন্টনের স্বর্গচ্যত শ্যতানের আয় - আনন্দময় স্বপ্ররাজ্য ছাড়িয়া আমিও কোন্ হুংথের অন্ধকার রসাতলে যাত্রা করিতেছি।

জাহাজ যতই স্থাসর ইইতেছিল, আমার দিনগুলি ততই বিষাদময়—ততই বিরক্তিকর হইয়া উঠিতে লাগিল। সম্ভ জাহাজটায় একটা মনের মত স্কী খুঁজিয়া পাইলাম না ! স্কালে

## পুলিনের কথা।

ও সন্ধ্যায় অক্সান্ত আরোহীরা ডেকের উপরে যাইত, আমার তাহা ভাল লাগিত না, একমাত্র ভোজনের টেবিল ব্যতীত নিজের কামরা ছাড়িয়া প্রায়শঃ আমি অন্ত কোথাও বাহির হইতাম না। অসীম দিল্লর অনন্ত দৌন্দর্যা দেখিতে তুই একবার ডেকের উপর গিয়াছিলাম, ভাল লাগে নাই, যে কয়খানা নভেল সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা লইয়া কেবিন্ ঘরের দক্ষা বন্ধ করিয়া থাকিতাম, আর শুধু ভাবিতাম—

কি জন্য—কোন্ স্থের আশায়—কলিকাতায় যাইতেছি ? সেথানে আমার কি আছে? তিনক্লে আমার জন্ত একফোঁটা চকুর জল কেলিবার কেহ নাই।

বাল্যকালে পিসীমার মৃথে গুনিয়াছিলাম—গণ্ডযোগে আমাব জন্ম, আমি ভূমিষ্ঠ হইবার পর একমাদ মধ্যেই মাতাপিতার ভবযন্ত্রণা তিরোহিত হইয়াছিল। বাপ-মা-মরা ভাইপোদের প্রতি পিদীমাদের স্নেহ-ধারা সহজেই গলিয়া পড়ে শুনা যায় আমার ভাগ্যে তাহার বিপরীত হইল। আমার পিদীমার অস্তরের কোন্ কোনে যে আমার জন্ম একটু স্নেহেরকণা লুকান ছিল—আমি তাহা একদিনও দেখিতে পাই নাই, অবস্থা খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টাও করি নাই। নিতান্ত অনিজ্ঞা যতে তিনি খেন আমায় পালন করিতেন। তাঁহার মুধে কথনও মিষ্ট কথা শুনিয়াছি—মনে পড়ে না; এমন কি, আহার করাইতে

বদাইয়াও—"বাপ ধাইয়াছিদ, মা ধাইয়াছিদ্—এইবার আমায় শুদ্ধ গিলিয়া ধা" - এইরূপ ক্রকুটি বচনে আমায় ধমকাইতেন। আমিও রাগ করিয়া মুখের গ্রাদ পিদীর সর্বাঞ্চে পুথু করিয়া ছড়াইয়া দিয়া পলাইয়া পরের বাগানে গিয়া ফলা'র করিতাম। কথনও বা দ্মব্যুলী বালিকাদের সঙ্গে লুকাইয়া বৌ-বৌ খেলার নিমন্ত্রণ থাইতাম। সহপাঠীরা 'চ্যাং-দোলা' করিয়া যেদিন পাঠশালায় লইয়া যাইত, ওক্মহাশ্যের বহু বেতাঘাতেও আমার একটোটা চক্ষের জল বাহির হইত না।

এইরপে পিধামা আমায় চৌদ বছরেরটা করিয়া তুলিয়া হঠাং একনিন চকু বৃজিয়া ভাতার খোঁজে পরপারে পৌছিলেন, উাহার কঠোর শাসন হইতে অবাাহতি পাইয়া আমিও ইাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিকাম।

দেশে ভিটিবার উপায় ছিল না; পিসামার অংও্মানে অনেকেরই আমার উপর স্ত-নজর পড়িয়াছিল, ভিটাথানি ঘোষাল-পুড়াকে তাঁহার গোয়াল বাটী নির্মাণ জন্ম উৎসর্গ করিয়া আমি আজব সহর কলিকাতায় আগমন করিলাম।

বাব। ছিলেন কলিকাভার বড় উকীল ধরণীবাবুর মৃহ্রী, বলিতে ভূলিয়াছি – বাবার মৃত্যুর পর ধরণীবাবুর কঞ্লার দান কিঞ্চিৎ মাসহরায় পিদীমা আমায় পালন ক্রিভেন।

ধরণীবাবুর স্থা আমায় আদুর করিলেন: আমার গুণে নয়---

# পুলিনের কথা।

বিধাতার অফুগ্রহে। প্রথমত:—আমার হ্র পের হ্রথাতি ছিল, বিলাতেও এই রূপের প্রভাবেই আ'ম সেখানকার বালিকা সমাজে পশার প্রতিপত্তি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলাম। দিতায়ত:— মন মজান' মিষ্ট কথায় মাহ্য বশ করিতে আমার বেশী সময় লাগিত না। একমাজ তুই তিন বংসরের টুক্টুকে রমা ভিন্ন তাঁহাদেরও আর সন্তান না থাকায় সহজেই আমি তাঁহাদের পুত্রের স্থান দপল করিতে পারিয়াছিলাম।

প্রথম প্রথম কলিকাতায় আদিয়া চারিদিক দেথিয়া খুব
প্রিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, পায়ে ব্যথা দরিলেও মনের উৎসাহ
কমিত না। ত্ই তিনবার রান্তা ভূলিয়া হারাইয়াও গিয়াছিলাম,
ধরণীবানুর লোকেরা অতিকটে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। তারপর
ক্রমশঃ আমার স্বাধীনতা ঘুচিল। ধরণীবাবুর ভারি কড়া মেজাজ,
আমার চাঞ্চলা এবং উৎপাত সহিতে পারিতেন না। পুস্তকের
চাপ ও মাষ্টারের তাড়নায় ফেলিয়া আমায় ধম্কাইতে
লাগিলেন। কিন্তু গৃহিণীর—আমি তাহাকে মা বলিতাম—
অক্রতিম স্বেহাদরে ধরণীবাবুর সকল কঠোরতা আমার
অনায়াসে হজম হইয়া যাইত। কথনও অবসর কিয়া রমাকে
নিরালায় পাইলে রমার গাল টিপিয়া—ফুল ছিড়িয়া—বই
দুকাইয়া—ধরণীবাবুর প্রতি সমস্ত আক্রোশের স্থানতা জাহির
উপর দিয়া ভুলিয়া লইয়া আপনার স্বাধীনতা জাহির

করিতাম। তথাপি ধরণীবাবুর কঠোর সতর্কতা আমার উপর লাগিয়া থাকিয়। ক্রমে আমায় কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের বি-এ পরিথার ওপারে পৌছাইয়া দিল। তারপর আমি বিলাতে ব্যারিষ্টার হইতে গিয়াছিলাম।

দেই স্বাধান দেশে পদার্থণ করিয়া নৃতন আলোকে—
নৃতন পুলকে আমার নৃতন চক্ষু ফুটিয়া দিনগুলি বেশ স্থাথে
কাটিতেছিল। বালাস্বভাবের ছর্দম চঞ্চলতা আবার জাগিয়া
উঠিয়া নিত্য নৃতন পথে অবাধ গতিতে ছুটীবার অবসর পাইয়াছিল, শাসন বা নিষেধ করিবার কেই মাধার উপরে ছিল না,
কোন ইভাবনা ছিল না—ধরণীবাবু প্রতিমাসে স্বচ্ছল টাকা
পাঠাইতেছিলেন। নিত্য নৃতন নামিকাগণের সংসর্গে মিশিয়া,
নিত্য নৃতন প্রণয়ের অফুশীলন ও অভিনয় করিয়া সেই দেশীয়
নায়ক মহলে আমি একজন নামজাদা ভাগ্যবান হইয়া উঠিয়া
ছিলাম। ব্যারিষ্টারা সনন্দ পাইতে তিন বৎসরের অভিবিক্ত
আরও এক বৎসরের প্রয়োজন ইইল।

আমার বিলম্ব দেখিয়া ধরণীবাবু খুব কড়া কড়া চিঠি লিখিয়া অবিলম্বে আমাকে দেশে ফিরিবার জন্ম তাগিদ করিতেছিলেন। আমি আজ কাল করিয়া তুই তিনবার অতিরিক্ত টাকা আনাইয়াও রওনা হইলাম না। অবশেষে তিনি ভয় দেখাইলেন—টাকা পাঠান বন্ধ করিবেন, স্থতরাং তথন বাধা হইয়া খদেশ যাত্রা করিলাম।

# পুলিনের কথা।

জাহাজের কেবিনে এইরপ একাকী বসিয়া একে একে
জীবনের সকল কথাই চিস্তাপথে আদিল। হঠাৎ মনে পড়িল—
রমার ম্থখানি, অমনি আর একটা ভাবনা উদয় হইল—
রমা কি আমার হইবে না ? ধরণীবার্ই বা কেন—কোন্
খার্থের আশায় আমার এত উপকার করিলেন ? শুধু কি
স্নেহ-প্রবণতা —হুদয়ের কোমলতাই ইহার মূল ? অন্ত কোন
উদ্দেশ্ত তাঁহার নাই ? রমার সঙ্গে কি তিনি আমার বিবাহ
দিবার কামনা করেন না ? অবশ্রই করেন। নত্বা কেবল
অনাথের উপকার করিতে হইলে সামান্ত লেখাপড়া শিক্ষার পর
একটা চাকুরীর স্থবিধা অনায়াসে আমায় করিয়া দিতে পারিতেন,
এত অর্থবায় করিয়া আমায় বি-এ পর্যান্ত পড়াইয়া আবার বিলাত
পাঠাইবেন কেন ? রমা এখনও অবিবাহিতা, গতবৎসর
ম্যাটি কুলেশন পাশ করিয়াছে—সংবাদ পাইয়াছি।

রমা আমায় চিঠি লিখিত, অনেক লিখিত, দেগুলি বড় সাদাসিধা—আমি কৈমন আছি, সে কেমন আছে, বাবা ও মায়ের ধবর, পড়াগুনা ইত্যাদি—নিতাস্ত ছেলেমাম্ববেরই মত সমস্ত। সে আমায় ভালবাসিত, তাহার সরল প্রাণট্কু আমার জ্ব্যু সেহ মমতায় ভরা থাকিত, একটুকাল আমার মুথে হাসি না দেখিলে শতপ্রশ্নে আমায় অধীর করিয়া তুলিত; আমি বরং সময়ে সময়ে বিরক্তি প্রকাশ

করিয়া তাহাকে বিদায় করিতাম। তবে তাহাকে বালিকা দেখিয়া আসিয়াছি, এই কয়বংসরে কিন্ধপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে— স্ত্রীচরিত্র—কে জানে!

রমাকে পাওয়া আমার চাই-ই। ধরণীবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, যেদিন চক্ষু মুদিবেন, তাঁহার অগাধ ঐশব্য—সমস্ত আমার। তারপর রমা আমায় ভাল বাস্থক না বাস্থক—ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, অর্থ থাকিলে রূপের অভাব কি ? আনন্দ উড়িয়া আসিয়া গায়ে পড়ে।

যাহাহউক, এ সকল মীমাংসা কলিকাতায় না থাইয়া করিতে পারিতেছি না। সঙ্গে টাকাকড়িও বেশী নাই, ধরণীবাবু শেষবারে বেশী টাকা পাঠান নাই, মাত্র কলিকাতায় পৌছিতে আমার কট না হয়—এমন বিবেচনায় পাঠাইয়াছেন। যতই ভাবি—এ সকল ভাবনা ভাবিব না, ক্ষেত্র বুঝিয়া যেরূপ হয় কার্য্য করিব, ভাবনা ততই আমায় জড়াইয়া ধরে! এইপ্রকার নানাবিধ হুর্ভাবনার মধ্যদিয়া এডেন পর্যন্ত পৌছিতে ক্রমে আমার শরীর ধারাপ হইয়া পড়িল। এডেন হইতে বেদিন আহার ছাড়িল—পরদিন আমার প্রবল জর হইয়া ক্রমে আমি উথান-শক্তি রহিত ও ক্ষণে ক্ষণে অচৈতক্ত হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

যেদিন বছে পৌছিলায—আমার জ্ঞান থাকিলেও কোন

# श्रुनिरनत कथा।

শক্তি বা সাধ্য রহিল না, গাল গলা কুঁচ্কি ফুলিয়া উঠিয়া প্রেগে আক্রান্ত হইয়াছি। জানিলাম—জাহাজের আরও অনেক আরোহী এই রোগে প্রাণ হারাইয়াছে।

বন্ধেতে তথন ভীষণ প্লেগের প্রকোপ। নগরবাসী অনেকে মরিয়াছে, অনেকে মরিতেছে, অনেকে বা পলাইয়া প্রাণ বাঁচ।ই-তেছে; নগর উদ্ধাড় —শুক্ত ঘরবাড়ী গুলি পড়িয়া রহিয়াছে।

জাহাজে সরকারী পরীকা আরম্ভ হইল। রোগীদিগকে কোয়ারেন্টাইনের নিয়মে পড়িয়া হাঁসপাতালে যাইতে হইতেছে, নীরোগ ব্যক্তিরাও কুঁচ্কী টিপাইয়া পরীক্ষা না দিয়া রেহাই পাইতেছেন না। বলা বাছল্য—আমিও কোয়ারেন্টাইনের কবলিত হইয়া হাঁসপাতালে প্রবেশ করিলাম।

হাঁদপাতালে বেজায় ভিড়। স্থানের অভাবে প্রাদাদ
দল্পস্থ প্রান্তরে তাঁবু ফেলিয়া রোগীর শ্যা হইতেছে, তথাপি
স্ত্রী পুরুষের বিভিন্নস্থান সম্ভব হইতেছে না, যাহাকে যেথানে
পারিতেছে রাথিয়া দিতেছে। দিতলের এক নাতিকুদ্র কক্ষমধ্যে
ক্ষেক ব্যক্তি আমায় দাইয়া গেল, তথনও আমার দামাল জ্ঞান
ছিল, দেখিলাম—দেই কক্ষের পাঁচখানি শ্যার চারিখানি
ইতিপ্র্বেই পূর্ণ হইয়াছে, অবশিষ্ট শৃক্ত শ্যায় তাহারা আমায়
শয়ন করাইয়া দিল, তারপর আর আমার জ্ঞান ছিল না।

## (७)

নারীভাগাটা বোধহয় আমার গওযোগের স্থফল,—হাস-পাতালেও তাহা মিলিল!

আমার শহ্যার ঠিক বামপার্শে এক রোগিণী ছিল,— সে যুবতী—
যৌবন-তরকে প্রথম গা ভাদাইয়াছে! শুধু বুবতী নয়— একরাশি
কাল চূলের মধ্যে তাহার জবে তপ্ত আরক্ত মুখখানি দেখিলে বুকে
লইতে ইচ্ছা হয়। প্রথম প্রথম কয়দিন আমরা উভমেই
অত্যধিক পীড়িত থাকায় আলাপের বড় স্থবিধা হয় নাই।
মৃত্যুম্থ হইতে ফিরিয়া উভয়েই যেমন আরোগ্যের পথে উঠিতে
ছিলাম, আমি আলাপের স্থবিধা খুঁ কিয়া লইলাম।

ত্'জনেই ত্'জনকে দেখিতেছি, কিন্তু দৃষ্টি মিলিত হয় না,
আমি যখন অক্সদিকে চাহিয়া থাকি, তখন দে আমায়
দেখে। একদিন তাহার জানহাতের আংটীটি হঠাং
খাটের নীচে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইবার জন্ত সে কট্ট করিয়:
উঠিতেছে, আমি অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি উঠিয়া আংটীটি
কুড়াইয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম। সে তুইটী চক্ষ্ তুলিয়া
আমার দিকে চাহিয়া একট্ হাসিল, আমিও প্রতিদানে তাহার
দৃষ্টি নত করাইলাম।

তদবধি আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্ত। চলিতে লাগিল।

নামটী তাহার—সোণা। মাতা পিতা কে—জানে না, শৈশব হইতে এক ধাত্রী তাহাকে পালন করিয়াছিল, সেই ধাত্রীর মৃত্যুর পর হইতে গোপীকিষণ নামে কোন এক সদাশয় পাঞ্চাবী ভদ্রকোক তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া পিতার মত তত্ত্বাবধান করিয়া তাহাকে বালিকা-কলেজে পড়াইতেছিলেন, সোণা বেশ ইংরাজী বলিতে পারিত। ধোবীতলাও গলিতে গোপীকিষণের ভাড়াকরা ঘর ছিল, কিছ সোণা থাকিত কলেজ-হোষ্টেলে, বিভালয় বন্ধ হইলে ধোবীতলাও গলির বাসায় আসিতে হইত।

গোপীকিষণ তথন কার্য্যপদেশে রেন্থন গিয়াছিলেন, ফিরিতে পারেন নাই—ইতিমধ্যে বন্ধে প্লেগের প্রলয় আরম্ভ হয়। সোণাকেও ধোবীতলাও হইতে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া হাঁদপাতালে আদিতে হইয়াছিল। তাহার রহস্তময় জীবনকাহিনী শুনিয়া আশ্র্য্য হইলাম, ভাবিলাম—আর্মিও যেমন •হভভাগ্য—সোণাও তেমনি হতভাগিনী!

তিন সপ্তাহ পরে আমি উঠিয়া হাঁটবার বল পাইলাম।
তথন আর হাঁসপাতাল ভাল লাগিল না। ভাক্তার আসিলে
আমার সঙ্গীয় জিনিষাদির সন্ধান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।
মতি ভদ্রলোক তিনি, সমস্তই ফিরিয়া পাইবার বন্দোবস্ত স্বয়ং
করিয়া দিবেন—কথা হইল। সোণা আমার অপেকা

শীত্র হস্ত হইতেছিল—ত্ই একদিন মধ্যেই আপানার বাসায় ফিরিয়া যাইবে—এইরূপ বলিতেছিল। সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"আপান কি কালই হাঁসপাতাল ছাড়িবার মনস্থ করিয়াছেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"হাঁ, শুনিলাম—কালই আমায় ছাড়িয়া দিবে।"

"এখানে থাকিবেন কোথায় ?"

ঁ "থাকিবার স্থবিধা এখানে নাই—কিছুই চিনি না।"

"ভবে ?"

"কলিকাতার গাডীতে উঠিব।"

"(म कि।"

**"**(本日 ?"

"এত তুর্বল শরীর লইয়া কলিকাতা যাত্রা উচিত নয়।"

"কি করিব—আর হাঁদপাতালে মন টেকেনা।"

সোণা একটু চূপ করিল, নীরবে নতম্থে ক্লণেক ভাবিল, তারপর মুখখানি ঈষং ভূলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একটী কথা বলিব—কিছু মনে করিবেন না—"

जामि विननाम-"रन।"

"যদি আপত্তি না থাকে, আমাদের ঘরে চলুন না! কোন অস্কবিধা হইবে না।" আমার আপন্তি একতিলও নাই, বরং ভালই হয়; দিনকয়েক আরামে থাকিয়া দেহটাও স্বস্থ হইবে, মার সোণার মত রূপবতী বালিকার সঙ্গে সরস কথা কহিয়া প্রাণটাও তাজা হইবে—সঙ্গে সহরটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে পাইব। তথাপি মিনিট খানেক চিস্তার ভাগ করিয়া জিজ্ঞাস। করিলাম—"সেথানে আর হাহারা আছেন, তাঁহাদের আপত্তি হইবে না ?"

সোণা বলিল—"আরত কেহ নাই, গোপীকিষণ রেন্ধুন গিয়াছেন। তুইখানি ঘর আমাদের, আপনার কোনও কট ইইবেনা। বাড়াটায় আরও অনেক ভাড়াটীয়া আছে, এখন কে কোথায়—জানি না।"

আমি বলিলাম—"যদি গোপীকিষণ আদেন ?"
"আর একটা ধালিঘর আমরা দথল করিয়া লইব।"
"গোপীকিষণের আপত্তি হইবে না ?"
সোণা মাথা নীচু করিয়া ছোট একটা "না" বলিল।

পর্বাদন সকালে সোণাই সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আমাকে লইয়া ইাসপাতাল বাহিরে ঠিকা গাড়ীতে উঠিল; গাড়ীতে উঠিয়া একটু পরিহাসচ্ছলে সোণাকে আমি বলিলাম—"কিন্তু আমি বাঙ্গালী, আমাকে ঘরে স্থান দিতে তোমার আপত্তি হইলনা কেন?"

সোণা হাসিয়া উত্তর করিল—"শুনিয়াছি—আমিও বাঙ্গালীর মেয়ে, আর তাহা না হইলেও আমার সেরূপ কুসংস্কার নাই।"

দিব্য ঝক্ঝকে প্রায় নৃতন পাঁচতলা প্রকাণ্ড বাড়ীথানি, ছিতলের একপার্শের তৃইটী স্পক্ষিত ঘরের দরজা সোণা একে একে খুলিল, উহার একথানি গোপীকিষণের—অপরথানি সোণার নিজের; গোপীকিষণের ঘরে আমার স্থান নির্দেশ করিয়া সোণা তাহার আপনার ঘরে গেল। বাড়ীর অনেক ঘরই থালি পড়িয়া ছিল। স্থানটী আমার মনোমত হইল।

সেণার শরীরে অনেক গুণ, কেবল অসামান্ত রূপের ডালি লইয়া দে সংসারে আসে নাই। গৃহকর্মে তাহার বেশ নিপুণতা, তাহার হাতের স্কুলর সেলাই ও শিল্প কার্য্যের পরিচয় তাহাদের ঘরে অনেক দেখিয়াছি। ষ্টোভ্ জালাইয়া লইয়া প্রত্যহ সোণা রাঁধিত —বেশ রাঁধিতে পারিত—আমি নিকটে বসিয়া থবরের কাগজ পড়িয়া তাহাকে শুনাইতাম; তারপর একই সময়ে তুইজনে খাইতাম—বড় মিষ্ট লাগিত! প্রাণের সহিত সোণা আমার পরিচর্যা করিতে লাগিল—কোনও প্রকারে আমার কট বা অস্ক্রিধা না হয়। মনটা তাহার উদার, নির্মাল, স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ।

দিন দিন যতই ভাল হইতে লাগিলাম—ছইবেলা সম্জের ধারে, পাহাড়ে এবং নগরের দেখিবার যোগ্য সমৃদয় স্থান ঘূরিয়া দেখিতে লাগিলাম। সোণাও তাহার ছর্লভ সৌন্দর্যালি লইয়া সর্বাদা ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, আমায় যত্ন করিত, সমস্ত দেখাইয়া—চিনাইয়া সর্বপ্রকারে আমার মনস্তৃষ্টির চেষ্টা করিত। আমি যে তাহার অতিথি—একথা সে ভূলিয়া গিয়াছিল, —আমি যেন তাহার কোন পরমাত্মীয়—আপনার লোক। ব্রিলাম—হতভাগিনী আমায় ভালবাসিয়াছে। নারীর প্রাণ লইয়া কত থেলা থেলিয়াছি,—সোণার ভাব ব্রিতে বিলম্ব হউল না—সত্যই সে আমায় ভালবাসিয়াছে—মজিয়াছে। বিদেশে কতরকম ভালবাসার অভিনয় দেখিয়াছি—করিয়াছি, সোণার মত ভালবাসিতে কিন্তু কাহাকেও কখন দেখি নাই!

দিন দিন সোণার অস্তরটী যতই বৃঝিতে লাগিলাম, আমি
ততই জিতেক্সিয় তপস্থীর মত গন্তীর ভাব অবলম্বন করিলাম;
সোণার উপকারের জন্ম নহে—মোহজালে তাহাকে আরও
জড়াইয়া ফেলিবার ছলনায়। ইচ্ছা হইত—যথন তখন সোণাকে
বৃকে টানিয়া লই, অমনি কুটীলতায় আত্মসংয্ম করিয়া মনোভাব
চাপিয়া রাখিতাম।

একদিন সোণাকে লইয়া নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রন্ত্রমণে গিয়াছিলাম। তীর হইতে সামাক্ত দূরে নৌকা থাকায় সেইদিন মাত্র লোণাকে তুই হাতে বুকে তৃলিয়া নৌকায় উঠাইয়া দিয়াছিলাম। লক্ষায় তাহার স্বন্ধর মুখখানি রক্তিম হইয়া সর্ব্বাক্ত শিহরিয়া উঠিয়াছিল!

# (9)

একদিন বৈকালে পোষ্ট অফিস হইতে ধরণীবাবুর প্রেরিত টাকা লইয়া বাহির হইলাম। টাকাটা হাতে পড়ায় মনে একটু ক্রি হইয়াছিল, ক্র্ধাও বোধ করিয়াছিলাম, এক হোটেলে চুকিয়া কিছু পানাহারে শরীর তাজা করিয়া সমুজের ধারে বেশ এক চক্কর দিয়া সোণার জন্ম মার্কেট হইতে একরাশি ফুল কিনিয়া বাসার দিকে ফিরিলাম। তথন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া নগর আলোক-মালায় উজ্জ্বল শোভাময়া হইয়া উঠিয়াছিল।

বাসায় ফিরিয়া দিতলের বারান্দায় উঠিতেই রমণী কঠের কোমল ও হ্মধুর সন্ধাতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। শুধু গান নয়—
সঙ্গে সেতারের হ্মিষ্ট ঝন্ধার ও কাপিয়া কাদিয়া নাচিয়া নাচিয়া কঠন্বরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলা করিতেছিল! বুঝিলাম—
সোণা গান করিতেছে। সে যে এমন হুন্দর গাহিতে পারিত
—আমার ধারণা ছিল না। দরজার দুরে নীরবে দাড়াইয়া:
কিছুকাল শুনিয়া ক্ষণিকের জন্ম মুগ্ধ হইলাম। সেইদিন বুঝিয়াছিলাম—সন্ধাতেরও রূপ আছে—প্রাণ আছে— মোহময় উত্তেজনা
আছে! কল্পনার নেত্রে দেখিতেছিলাম—সন্ধাত যেন সোণার

# श्रुवित्वत कथा।

রূপ ধরিয়া প্রাণ খুলিয়া প্রেমের অঞ্চলি আপনার প্রাণময়ের উদ্দেশ্যে ছন্দে ছন্দে ঢালিয়া দিতেছে! সঙ্গীতের এমন সম্মোহন রূপ—জীবনে আমি সেই একবারমাত্রই দেখিয়াছিলাম!

কিন্তু এত ভাল আমার সহু হইল না—চঞ্চল মন তথনই আমায় টানিয়া বাস্তব-জগতে ফিরাইয়া আনিল, ধীরে ধীরে গুহপ্রবেশ করিলাম।

আমাকে দেখিয়া সোণা লজ্জিত। হইয়া হাসিয়া তাড়াতাড়ি অন্ত ঘরে দৌড়াইয়া পলাইল। আমি তাহাকে ডাকিলাম, সে আসিল না। আবার ডাকিলাম, সে জানাইল— "আসিতেছি", কিন্তু আসিল না; লজ্জায় আসিতে পারিল না। তারপর আমিও হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"সোণা। এস. দেখ—তোমার জন্ত কি আনিয়াছি।"

এইবার সে লজ্জা এড়াইবার জন্ম চঞ্চল-চরণে আমার সম্প্র আসিয়া হাসিমুধে জিজ্ঞাসা করিল—"কৈ, দেখি—কি ?"

আমি ফুলের রাশি তাহার সমুথে ধরিলাম, সোণা ধুব খুনী হইয়া ফুলগুলি বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল—"বাঃ— ফুলর ফুলগুলি! কোথায় পাইলেন ?"

আমি তথন বলিলাম—"মূর্বিমতী সঙ্গীত-রূপে এইমাত্র যাহাকে তুমি ভোমার সর্বান্ধ দান করিতেছিলে, প্রতিদানে এই ফুলের উপহার আমার হাত দিয়া সে তোমায় পাঠাইয়াছে।"

"থান্—আপনি ভারি ছাই"—বলিয়া ফুলগুলি লইয়া সে তাহার নিজের ঘরে পলাইল। আমি তাহার উদ্দেশে চাহিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি স্বভাব এই স্ত্রী জাতির! জানি—আমায় ভালবাসে, তবু বুকের কথা মুথে ব্যক্ত করিয়া ধরা দিতে চাহে না। যদি তাহা পারিত, সংসারে স্থের পথ কত স্থাম হইত!

কিছুক্ষণ পরে কতগুলি ফুলভরা ফুলদানি লইয়া সোণা এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মনোমত স্থানে তাহা সাজাইয়া রাখিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"দেখুন দেখি—কেমন মানাইয়াছে!"

"একটু খুঁত আছে"—এই বলিয়া আমি ফুলদানী হইতে একটা আদফোটা গোলাপ তুলিয়া ক্ষিপ্রহত্তে সোণার ক্লফ-কবরী নধ্যে ও জিয়া দিলাম। আমার বেশ মনে আছে – সোণা তথন একটাও কথা কহিতে পারে নাই, হাদিমাখা মুখখানি তাহার লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তথন স্থির করিতে পারি নাই—কে বেশী স্ক্রেরী, সেই অর্ক্রন্ট গোলাপ —না—ফুটন্ত যৌবনা সোণা!

"বাবৃদ্ধি—তার হায়"—বলিয়া ঠিক এই সময়ে টেলিগ্রাফ পিয়ন দরজা হইতে হাকিল। আমি অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া বলিলাম—"তোমার মুণ্ড হায়—লেয়াও।"

"গোন্তাকি মাপ কিজিয়ে-"বলিয়া পিয়ন টেলিগ্রাফ দিয়া

স্বাক্ষর লইয়া জ্বত প্রস্থান করিল। বোধহয়—পিয়নটারও রসবোধ ছিল!

সোণার নামের টেলিগ্রাফ দেথিয়া তাহার হাতে দিলাম, সে পাঠ করিয়া চিস্তাধিতা হইয়া বসিয়া পড়িল। আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি?"

সোণা বলিল—"না, কিছু নয়, গোপীকিষণ আসিতেছেন।"
তাহার ঐ 'কিছু নয়' কথাটা যে খুব 'বেশী কিছু'—তাহা
বুঝিতে আমার বিশন্ধ হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে

আসিবেন ?"

"আজ এতক্ষণে কলিকাত। হইতে রওনা হইতেছেন" বলিফা টোলগ্রাফটা সোণা আমার হাতে দিল। আমি পড়িফা বলিলাম—"তা বেশ ত, ভালই হইল, বছদিন পরে আপনার লোককে গৃহে পাইয়া স্থা হইবে।"

সোণা সে কথার উত্তর করিল না, বসিয়া ভাবিতেছিল, হঠাং তাহার মুথথানি—চাঁদের উপর কুয়াশার মত—বিষাদের ছায়ায় মিলন হইয়া গিয়াছিল, কি মেন একটা আশঙ্কা ও ছ্শ্চিস্তায় সে অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল; আমি তাহা লক্ষ্য করিলাম, বিলাম—"তবে আর কি, আমি ত এখন স্বস্থ হইয়াছি, এইবার বিদায় হই?"

সোণা কোন কথা বলে না—চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছে;

#### (धम-ना-প्रवक्षना।

আমি আবার বলিতে লাগিলাম—"আর আমার বিলম্ব করা সঙ্গত হয় না, কলিকাতায় সকলে আমার জ্বন্ত উদ্বিগ্ন রহিয়াছে।"

দোণা এইবার ধীরে ধীরে বলিন—"কবে যাবেন ?"

আমি বলিলাম—"কালই।"

"গোপীকিষণের সঙ্গে সাক্ষাং করিবেন না ?"

"পারিলে ভাল হইড, এতদিন তাঁহার গৃহে আনন্দে কাটাইয়া গেলাম, সাক্ষাৎ হইলে কুভজ্ঞতা জানাইতাম।"

"ভবে ?"

"কিন্তু, তাহা কি দক্ষত হইবে—তোমার কি অভিপ্রায় ?"

নোণা আবার চূপ করি**ল, আমি আবার বলিলাম—"আমাকে** এখানে দেখিলে গোপীকিষণ কি সম্ভুট হইবেন ?"

সোণা বণিল—"বোধ হয়—না ।"

"ভবে আমায় বিদায় দাও ?"

সোণার মুথথানি কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিল, বলিল—"আবার কবে এদিকে আসিবেন শু"

\*স্থির কি আছে ? একেবারে আসিব কিনা, তাহাই বা কে জানে।"

"আর আসিবেন না!"—বলিয়া মুখ তুলিয়া অতি করুণ দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম—"আসিবার ত কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।" সোণা এক দীর্ঘ নি:খাস ফেলিয়া আবার মাথা নত করিল। তুইজনেই কিছুকাল নীরব থাকিলাম, পরে আমি বলিলাম—
"সোণা। একটা কথা আমায় খুলিয়া বলিবে ?"

"বলুন।"

''গোপীকিষণ তোমার কে হন ?"

"পুর্বেই বলিয়াছি—আমার প্রতিপালক।"

"আর কিছু--?"

"สา "

"তুমি তাঁহাকে ভাল বাদিতে না ?"

"এতদিন ভক্তি করিতাম, এবার বৃঝি তাহাও পারিব না!"

আমি কৌত্হলে প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম ?" "তাঁহার পূর্ব্ব স্বভাব আর নাই, এখন তিনি চাহেন—"

সোণা আর বলিতে পারিল না, লজ্জায় কণ্ঠকন্ধ হইল। আমি বুঝিলাম, বলিলাম—''বিবাহ করিতে ?"

"তা-ও নয়, সে পত।"

ঘরে গোপীকিষণের আলোক চিত্র ছিল, চাহিয়া দেখিলাম—
চেহারা ভাল নয়, বয়স পঞ্চাশের উপর হইবে। আমি অবাক্
হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—পুরুবের চরিত্রও কম আশ্রুষ্য নহে,
মরণের পূর্ব্ব প্রয়ম্ভ মানব-প্রকৃতিকে বিশাস নাই; যে সোণাকে

ক্সার মত গোপীকিষণ লালিত ও বন্ধিত করিয়া তুলিয়াছেন, এক্ষণে নিজের বৃদ্ধকালে তাহারই উপর লাল্যা!

আমি বলিলাম— "কিন্তু আমার এখানে আগমন এবং অবস্থানের সংবাদ কি গোপীকিষণের কর্ণগোচর ইইবে না ?"

সোণা বলিল—"অবশ্বই কেহ বলিবে, আমিও হয়ত না বলিয়া পারিব না।"

' "তিনি বিরক্ত হইবেন না ?"

"इइरवन।"

"তুমি তাঁহাকে ভয় কর ?"

"করি, সে ভয়ত্বর লোক। তা—হোক, যাহা হইবার— আমার উপর দিয়া হইয়া যাইবে, আমি সে জন্ম প্রস্তত।"

"তবে জানিয়া শুনিয়া কেন তুমি আমায় গৃহে আনিয়া আপনার বিপদ আপনি ডাকিয়া আনিলে ?"

দোণা একটু হাসিল, কিছু দে ওছ হাসি।

আমি জিজাসা করিলাম—"চেষ্টা করিয়া গোপীকিষণকে কি তুমি ভালবাসিতে পার না ?"

সোণা ঈষং হাসিয়া বলিন—"ছি:—সে পিভার সমান।"

আমিও হাদিলাম, ৫: করিলাম—"তবে কাহাকে তৃমি ভালবাদ ?" সোণা আবার কথা কহে না; আমি বলিলাম—"বদ না— দে সৌভাগ্যবান্ বাক্তিটী কে ? আমি এখনি ভাহার সন্ধান করিয়া ভোগার সম্মুখে আনিয়া দিতেছি।"

"যান্!"— বলিয়া দোণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া ক্রতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়াগেল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই জিনিষপত্র গুছাইয়া সেদিনের বৈকালের মেল গাড়ীতে কলিকাতায় ঘাইবার জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিন্তু মন ভাল নয়, সোণাকে ছাড়িয়া ঘাইতে মাত্রই ইচ্ছা নাই, কি করিব—গোপীকিষণ আদিতেছে, এখন না ঘাইয়া উপায় নাই। সোণার ভাবও ঠিক অন্তর্বম হইয়াগয়াছে, মুখের সেই নিয়ত হাসি, সে প্রফুল্লতা আর নাই, গমন্তই যেন শুকাইয়া এক রাজি মধ্যে চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চক্ষ্ কক্ষ ও রক্তবর্ণ, বোধ হয় রাজে ঘুম হয় নাই, মুখভাব গস্তার—কেবল কলের পুতুলের মত নীরবে আপনার কাজগুলি করিয়া ঘাইতেছে।

বৈকালে যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে আমি প্রস্তুত হইয়া বিদায় দইবার জন্ত সোণাকে ভাকিলাম, সোণা কোন উত্তর দিলনা, আমার সন্মূধে আসিলও না। তিন চারিবার ভাকিয়াও কোন সাড়া না পাইয়া আমি ভাহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম—েদে বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুধ গুঁজিয়। কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম—"ও কি দোণা! তুমি কাঁদিতেছ—কি ইইয়াছে ?"

অবোধ শিশুর মত কাঁদিয়। উঠিয়া সোণা বলিল—"ও গো না—বেও না ভূমি।"

আমি বলিনাম—"সে কি দোণা, আমি যে প্রস্তুত হইয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

সোণ। শ্যা হইতে নামিয়া আমার পায়ের কাছে বদিয়া বলিল—"না, যেওনা, আমায় একা কেলিয়া—যেওনা।"

আমি পুলকিত হইয়া বলিলাম—"বেশ, তবে তুমিও আমার সংক্ষাল ; কিন্তু আমায় কি তুমি ভালবাস সোণা ?"

নোণা কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ধারে ধারে বলিল,—"আমি জানিনা।"

তাহার মনের অবস্থা তথন কিরূপ—আমি বেশ বুঝিতে-ছিলাম, তৎকণাং তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলাম— "হুটু আমি নই—সোণা— হুটু তুমি।"

সোণা আমার বুকে মুখ লুকাইয়া একটা তপ্ত দীর্ঘ নিখাসের সঙ্গে যেন ভাষার এত দিনের বুকভরা বেদনাগুলি সমৃদয় দুরীভৃত করিয়া কত আরাম—কত শাস্তি অমুভব করিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিন। ক্রমশ: সোণা প্রকৃতিস্থ হইয়া আমার বাহ-বেষ্টন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নিকটপ্ত চেয়ারে বিদিয়া পড়িল, আমিও তাহার পার্শ্বপ্ত চেয়ারে বিদিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিশাম—"তাহা হইলে তোমার যাওয়া স্থির,—সোণা ?"

আমায় বিশ্বিত করিয়া সোণা গন্তীর ভাবে প্রশ্ন করিল— "কোথায়—কাহার সঙ্গে ?"

আমি বলিলাম—"কেন, কলিকাতায়—আমার সঙ্গে।" সোণা চকিতে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া—"না-না, আমি যাব না," বলিয়া একেবারে জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি আশ্বর্য হইয়া ভাবিলাম—এ আবার কি কথা! সোণার কি মাথা থারাপ হইয়াছে? জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন, যাবে না কেন সোণা।"

সোণা সেইরূপ মূথ ফিরাইয়া দাড়াইয়া বলিক—"আমি আপনার কে ?"

আমি বলিলাম—"তুমি আমার জীবন—আমার সর্বান্ত"। "কিসে ।"

"নও কিসে?"

্রেণাণা আমার দিকে মুখ ফিরাইল, বলিল—"লোকের নিকট আমার কিরূপ পরিচয় দিবেন ?"

"তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী।"

"তাহা ত হয় নাই !

"না হয় কলিকাভায় গিয়া হইবে।"

সোণা সম্ভষ্ট হইয়া আবার আমার নিকটে আসিল। আমি তাহার হাত ত্'থানি আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া লইয়া বিলিলাম—"সোণা! তোমায় কত ভালবাসি কিরপে জানাইব বল গ তোমায় আর্ঘ্যসমাজ মতে বিবাহ করিব, তোমাকে চির-সজিনা করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইব। বল—কি করিলে একথা ভোমার প্রভায় হইবে ?"

দোণা বলিল—"ভোমার মুখের কথাই ঘথেই।"

আমি আবার তাহাকে কাছে টানিয়া শইলাম, জিজ্ঞান করিলাম—"আমার সঙ্গে যাইতে আর কোন আপত্তি নাই ১"

সোণা বলিল—"না।"

**"**ভবে চল,—আজই—এখনি—"

"এक हे का क वाकी चाहि।"

"**कि** ?"

"ব্যাকে আমার কিছু টাকা আছে, তাহা তুলিয়া লইয়া রওন: হইব।"

"होका ! कड होका ?"

"नां हासात्र।"

व्यानत्म व्यामि (यन व्याजाशां इहेनाम। किंच वाक्रिक

# পুলিনের কথা।

সে আনন্দটা চাপিয়া রাথিয়া বলিলাম—"বেশ, তবে কালই যাওয়া স্থির।"

পরদিন কলিকাতার ডাকগাড়ি বন্ধে পঁছছিবার পূর্ব্বেই কোনও এক ট্রেণের একথানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া—
'কামিনী ও কাঞ্চন' সমভিব্যহারে—আমি কলিকাতা অভিমুধে নির্বিদ্যে যাতা করিলাম।

## ( পরেশের কথা।)

## [ 6 ]

ভদবধি বিশ বংসরের উর্জকাল হিরণকে দেখি নাই, কিছা ভাহার কোন সংবাদ রাখি নাই। পরিবর্ত্তনশীল জগতে এই বিশ বংসরের মধ্য দিয়া আমার উপর কত বিপর্যায় ঘটিয়া গিয়াছে! সেই স্লেহ্ময় দাদামহাশয় আর নাই, মাতাপিতাকে হারাইয়াছি, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিয়াছি, স্ত্রী কল্পা লইয়া কলিকাতায় সংসার পাতিয়া বসিয়াছি। বসিক ও হিরণের কথা আর মনে নাই।

কুক্ষণে সেদিন রবিবারে রেলযোগে কোন স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তথায় অবস্থান করেন। অনেকদিন হইতেই সেখানে একবার যাইবার জন্ত অন্তরোধণ পত্র আসিতেছিল, কিন্তু ইতিপূর্বের আমার আর সময় হইয়া উঠেনাই। এইদিন আমার স্ত্রী ইন্দুমতীও আমার সন্দিনী হইবেন কথা ছিল, কিন্তু আমারে একমাত্র বালিকা— তিন বছরের মীনার শরীর একটু অন্তর্ম্থ থাকায় তাহাকে ধাত্রীর উপর নির্ভর

করিমা লাইবিয়া যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। স্কুতরাং আমি একাকী রওনা হইলাম।

**দেখানকার আলাপ আপ্যায়ন ও গুরুতর ভোজন স্মাপন** করিয়া কলিকাতায় ফিরিবার জন্ম ষ্টেশনে আসিতে সন্ধ্যা দেশিলাম টেন আসিতেছে। এই টেু<mark>ন অক্ত</mark> কোন ষ্টেশনে না থামিয়া অভিজ্ঞত কলিকাভায় পৌছিবে। তাড়াতাড়ি একথানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট লইল গাড়ীতে উঠিলাম এবং আমার অধিকৃত কেকে আর কোন যাত্রী না দেখিয়া অগত্যা থবরের কাগজ পাঠে মন: সংযোগ করিতেছি, এমন সময়ে—তথন গাড়ী ভাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়াভিল — টেশনের টিকেট-কালেক্টর ভাড়াতাড়ি আসিয়া আমার গাড়ীর দরজা ধুলিয়া দিল এবং তৎপশ্চাৎ মুলাবান বসন ভূষণে সজ্জিতা কোনও এক মহিলা প্রায় দৌডাইয়া আসিচা গাড়ীতে আরোহণ করিলেন : মহিলাটী একটা টাকা ফেলিয়া দিলেন, টিকিট-বাবটী তাহা গ্রহণ করিয়া কভার্থের হাসিতে হাত উঠাইয়া লম্বা সেলাম ঠকিলেন। গাড়া ছাড়িয়া দিল। আমি কক্ষের অপর দিকে সরিয়া গেলাম, আগস্তুক রুমণী দরজার নিকটেই রহিলেন।

পকেট হইতে একটা দিগার বাহির করিয়া মৃথ ফিরাইয়া ধরাইতেছি, অমনি স্ত্রালোকটা কে—দেখিবার কৌতৃহলে

#### (প্রম-না-প্ররঞ্জনা।

একবার গোপন দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিলাম। তিনিও তথন
পশ্চাং ফিরিরা দাঁড়াইয়া একটা শিশি মুথে দুইয়া ঢক্ ঢক্
করিয়া কি ঢালিয়া থাইতেছিলেন, গদ্ধে বুঝিলাম—মন্ত। আমি
বিশ্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, তিনিও
মুথ ফিরাইলেন, গাড়ীর বিদ্যুথ আলোকে দেখিলাম—
দে হিরণ!

প্রথমে বিশ্বাদ করিতে পারিলাম না, তাহার মত গ্রাম্য বালিকার এ কি অভুড পরিবর্ত্তন !

হিরণ ও বছদিন পরে হঠাং আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাড়াইলু এবং ভ্রুক্তিত করিয়া কিছুকাল স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"পরেশ বাবু!"

আমি বলিলাম—"আশ্চর্যা! আমায় চিনিতে পারিয়াছ ?" হিরণ বলিল—"প্রাণ থাকিতে তোমায় ভূলিব ?"

আমি বলিলাম—"কিন্ত দেখিতেছি—মরণ ভোমায় ভূলিয়াছে!"

পূর্বের মত আবার দেই থিল থিল শ্বরে হিরণ হাসিয়া উঠিল। আশ্চর্যা—এই দীর্ঘকালেও হিরণের চেহারার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না,—কি হুন্দর তাহার রূপ! কিন্তু দে রূপের প্রভা শাস্ত বা স্মিয়ানহে, বড় তীত্র—যেন উত্তাপময়; মদের নেশায় চুলু চুলু চকু ছুইটা বড় ভাবময়,

কিন্তু নি:্-চক্ষের দিকে চাহিতে ভয় হয়; ঈষং জড়িত স্বরে সে বলিতে লাগিল—"মরণ কি কাহারও হাতধরা?" স্মাবার সেই উচ্চ হাস্তা!

আমি কোন উত্তর করিলাম না, বুঝিলাম—তাহার অধঃ পতনের আর কিছুই বাকা নাই। সে আবার বলিতে লাগিল—"কিন্ধ আপনার সে হিরণ সত্যই মরিয়াছে—পরেশ বারু। ইয়ে বাদীকা নাম—শ্রীমতা হারা বাঈ।"

"হীরা বাঈ !"—আমি বলিয়া উঠিলাম—"কোন্ হীরাবাঈ !— বাঈজী হীরা ?"

সে বাক্সবরে বলিল— "আজে ইনা, আপনি যে নিরাশ্রয়াকে পাথে ঠেলিয়াছিলেন, আজ সমন্ত ভারতের কত রাজা মহারাজা ভাহারই একটী কুপা-কটাক্ষের জন্ম লালায়িত।"

আমি ভাবিলাম—উ:—কি পরিবর্ত্তন! স্ত্রীলোকে সকলই
সম্ভব! বলিলাম—"ভোমার মরণই মন্ধল ছিল।"

হিরণ উত্তর করিল—"কেন, মরিব কেন? আজ আর আমি ছ'মৃষ্টি ভাতের কাঞ্চালিনী নই, ছ'পাচ লাখ্ দিতে পারি—-নেবেন ?"

রূপের পণ্যে সতাই হিরণ ঐশব্যশালিনী হইয়াছে, তাহার চেহারায় তাহা বুঝা যায়। কিন্তু মদের নেশায় সে আর দাঁড়াইতে পারিতেছিলনা, পা টলিতেছিল, অগত্যা বসিয়া পড়িল এবং আবার ক্লান্ত মৃথে লইয়া থানিক মদ গি।লিল, পরে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল— "এখনও রাগ পড়ে নাই? কি অপরাধ আমার? একটি চুম্বন বৈত নয়! মাফ্ করিও, সামলাইতে পারি নাই, তোমার সেই ঈষং গোঁফের রেখায় ক্লের ঘুমন্ত মুখখানি বিন্দু বিন্দু ঘর্মে আরও ক্লের হইয়া আমায় পাগল করিয়াছিল! সেজ্ঞ শান্তি দাও—শত চুম্বনে তুমি তাহার দণ্ড বিধান কর।"

হাসিতে হাসিতে সভাই হিরণ আমার কাছে আসিতে লাগিল, আমি বিপদ গণিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, কুদ্ধস্বরে বলিলাম—"মাত্লামী করিও না।"

দে দাঁড়াইল বটে, কিন্তু মদের ফ্লান্স্ আমায় দেখাইয়া—
"একটু পাবে—দোষ কি ?" বলিয়া একেবারে আমার
সম্প্র আদিয়া দাঁড়াইয়া, হীরকান্স্রীয় শোভিত ফুলর
করান্স্লে ফ্লান্ক্ আমার মুঝের কাচে ধরিয়া আবার বলিতে
লাগিল—"একটু পাও, আমার হাতের সাজা ভামাক মিট
লাগিত, খাইয়া দেখ—এ মর্তের অমৃত।"

আমি অত্যস্ত বিরক্ত হইয়া হঠাং ফ্লাস্কটী তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলাম।

অতিবাত্তে হিরণ বলিল—"করিলে কি, আ:--"

া শুকু বিষধ হইয়া আমাকে এক ক্রক্টি করিল, আমি দ্রে সরিয়া হাসিতে লাগিলাম।

পাপিনীর স্পর্দা ইহাতে আরও বাড়িল—"তৃমি বড় বেরসিক! কিন্তু—কিন্তু পরেশবাব্! আমার সাধ মিটে নাই, পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই, একটী—একটী মাত্র চৃষনে—একবার তোমার ঐ অধর-স্থায় আমায় কতার্থ কর—একবার আমায় বৃকে স্থান দাও"—বলিয়া বাছ বিস্তার করিয়া আমায় আলিন্ধনাবদ্ধ করিতে আসিল, আমি পাশ কাটাইয়া অন্তদিকে পলায়ন করিলাম, সে টলিয়া বসিয়া পড়িল। পরে অভিমানিনীর মত আবার গ্রীবা তুলিয়া বলিতে লাগিল— "উপেকা করিলে? ছি:—তৃমি কেমন পুক্ষ!"

আমার বড় হাসি পাইল, বলিলাম—"তোমার কাছে কাপুক্ষ।"
"কেন ?"—বলিয়া হিরণ ধীরে ধীরে জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া
আমার প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—"কেন, কিসের
অভাবে—রূপের ? এদেহে কি তাহা নাই ? প্রাণটাকে
সজাব করিয়া একবার হাসিমুগে আমার পানে চাও দেখি; দেথ
দেখি—আমার এই চকে, এই বকে, এই অধরে অজুরস্ক মধু
মাধুরী লুকাইত আছে কিনা ? এই ঢল ঢল যৌবন তরকে গা
ঢালিতে সাধ হয় কিনা ? আমার প্রেমে কুতার্থ হইতে পুক্ষের
প্রাণ চঞ্চল হয় কিনা ?"

সতাই হিরণকে বড় হলর দেখাইতেছিল !—মাথায় সাপড় নাই, রুক্ষ কবরী খুলিয়া কুন্তলরাশি পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মদিরা প্রভাবে অধরে, গণ্ডে রক্তপ্রভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। নানারূপ নয়ন ভক্তে, গর্কেও হাস্তে মুণালবাছ নোলাইয়া আমায় প্রলুক্ক করিবার জন্ত সে বলিতে লাগিল— "কিসের জন্ত জীবন ? ইচ্ছা করিয়া কেন হংগকে টানিয়া আনিতেছ ? আমি জানি—মাহুণের জীবন একটা অফুরস্ক হাসির লহর, অসংখ্য হুপের প্রস্তবণ চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, এস—এই অনস্ক আনল স্বোতে আমার সঙ্গো ভাসাও।"

রূপ-কথার রূপণা রাক্ষণার গল্প আমার মনে পড়িল, শরীর রোমাফ হুটল, আর তাহার দিকে না চাহিয়া মুপ ফিরাইলাম।

উন্মন্তা মৃত্যুক্তে ও জড়িত ববে আবার ব'লতে লাগিল—
"ও—পরীকা—পরীকা করিতেছ!—সভাই তোমায় আমি ভাল
বাসি কিনা, ভা—ই ? তাই বল, নতুবা এ অধবের একটী
চুম্বন এমন কোন্ প্রেমিক পুরুষ উপেকা করিতে পারে—
জানিনা। পরীকা করিবে ? বল—কি পরীকা দিব—কি
পরীকা চাও ?"

হিরণের কথায় বড় বিরক্ত হইলাম, কোন উত্তর করিলাম না, তেমনি মুখ ফিরাইয়া রহিলাম।

হিরণের মুধ বন্ধ নাই—"তোমার জন্ত আমি প্রাণ দিতে

পারি, দেখিবে—সভা কি না ?"—বলিয়া সভাই সে চলস্ত গাড়ীর দরকা খালয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে রহস্তের ছলে বলিতে লাগিল—"তুমিত আমার মরণ চাও, পড়ি—দিই লাফ ?"

এইবার আমার ভয় হইল, মাতাল দে, সভাই হিল টলিয়া গাড়ী হইতে পড়িয়া যায়! তাহাকে ভুলাইবার জন্ত মিষ্ট-হুরে বলিলাম—"কেন, মরিবে কেন—প্রাণটা কি এতই স্তাং

হিরণ উত্তর করিল—"উপেক্ষিতার প্রাণের আবার মূল্য কি 📍 আমার মরণই ভাল।"

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"না-না, বন্ধ কর—বন্ধ কর— নরজা, শীঘ্র বন্ধ কর!"

হিরণ বলিতে লাগিল—"তবে একবার আমার বাসন।
পূর্ণকর, একটা চুম্বনে আমায় তৃপ্ত কর। লোকলজ্ঞা? তা—
ভয় কি? এই নির্জন কক্ষে কেহ আমাদের দেখিবে না, কেহ
জ্ঞানিবে না, তোমার কোন ক্ষতি হইবে না—তোমার অধরে
একটা দাগও পড়িবেনা, অপচ—আমার বছদিনের অভ্পত্ত
পিপাদার শাস্তি হইবে।"

আমি গন্তীর স্বরে বলিলাম-- "অসম্ভব।"

হিরণ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল—"তোমার বিশাস হইতেছে না—কেমন? ভাবিতেছ—এই চলত গাড়ি হইতে

কেহ লাফাইয়া পড়িতে পারে না—না? আচ্ছা, দিই—দিই লাফ্ –পড়ি ?—নতুবা একবার আমার……"

আর বলিতে পারিল না, কথা আর শেষ হইল না। চলস্ত গাড়ী তথন হঠাৎ একবার কাত্ হইয়া খুব জোরে ত্লিয়া উঠিল, উন্নাদনায় বিক্ত মন্তিস্ক হিরণও টাল সাম্লাইতে না পারিয়া গাড়ী মধ্য হইতে ছিট্কাইয়া বাহিরে রাত্তির ক্রোড়ে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে উন্মৃক্ত দরজা সবেগে বন্ধ হইয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ হিরণকে ধরিবার জন্ম অগ্রসর হইয়াছিলাম—পারিলাম না, দরজার কাচধানি যে তোলা ছিল দেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না, মন্তকের গুরুতর ধাক্কার কাচধানি ঝন্ ঝন্ শক্ষে ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমিও বাধা ও আঘাত পাইয়া মৃচ্ছিতের মত গাড়ামধ্যে পড়িয়া গেলাম।

গাড়া তথন ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে দৌচাইতেছিল।

# ( & )

कूनौशरणत विकर्ष इस्नारम आमात मः छ। फितिया आमिन. **इक् रमनिया दिनातत उच्च**न जात्नाक तम्यिया वृत्विनाम—शाफ़ी কলিকাতায় আদিয়াছে। কষ্ট হইলেও তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিদলাম, এবং পকেট হইতে ক্রমাল বাহির করিয়া পরিহিত বিধ্বস্ত বস্তাদির ধূলি ঝাড়িতে লাগিলাম। ঘড়িট वाहित इहेशा ८ हरनत मुद्रम (कार्ह्य भारत सुनिए हिन, তুলিয়া একবার দেখিয়া আবার যথাস্থানে রাখিলাম, কপালের বামদিকে বেদনা অমুভব করিয়া হাত দিলাম, হাতে রক্ত লাগিল, বুঝিলাম—ভগ্ন কাচণণ্ডে কপালের কতকটা স্থান কাটিয়া গিয়াছে, রুমাল দিয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—হায় ! হিরণ গাড়ী হইতে পড়িয়া নিশ্চয় খুন হইয়াছে—আমিই তাহার মৃত্যুর কারণ হইলাম ৷ কি করি ৷ টেশনমান্টার কিম্বা রেলভয়ে পুলশকে मःवान्ती कानाइव कि? ना, जाशास्त्र हिस्त्र विभन्नी इहेर्ल পারে, নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করিয়া ফাঁসির দড়িতে গলা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া নি:শব্দে পলায়ন করাই বিধেয়। কিন্তু জামি ত হিরণকে ফেলিয়া

## (अम-ना-अवकना।

দিই নাই, কিছুই করি নাই, সে টাল সামলাইতে না পারিয়া আপুনি পড়িয়া গিয়াছে, তবে কেন আমার এই বিপদ।

এক বাক্তি বাহির হইতে আমার দরজার পাশে অগ্রসর হইয়া উকি দিয়া গাড়ীমধ্যে আমায় দেখিতেছিল। আমি ভাবিলাম-সকল থাত্রী চলিয়া গিয়াছে, আমার নামিতে বিলম্ব হওয়ায় কোম্পানীর কোন নিমকজীবী হয়ত আমায় অভুগ্রহ করিয়া দে কথাটা শ্বরণ করাইয়া দিতে আসিয়া থাকিবে। স্তরাং আমি তাহার দিকে প্রথমতঃ চাহিলাম না। কিন্তু আগস্তুকের নীর্বভায় আমার সে অমুমান দুর হইল। ভাহার ম্থের দিকে দৃষ্টিকেপমাত্র মুখখানিতে দেখিবার যোগ্য কিছু বিশেষৰ দেখিতে পাইয়া একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তৎপ্ৰতি চাহিয়া বহিলাম। লোকটা এই দেশীয় বটে, তবে পরিধানে বিলাভী भवराव व्यक्ति कीर्न ७ भूताचन भविष्ठ्म ; मूरभव वः ही द्रोजमध् নাসিকাটি প্রয়োজন অপেকা কিঞ্চিৎ অভিমাত্রায় বৃহৎ, ৩ছ গওৰয়ের অন্তিত্ব মনোধোগী না হট্যা দেখিবার উপায় নাই: নাসিক। গহরর হইতে দীর্ঘরোশাবলী শিকড়ের মত নির্গত হইরা বদনমন্তলের শুক্ষ-শোভা বলবৎ রাখিধাছে, ভারমে বিরাট বিশাল বক্রদস্তপংতি নিয়ত ভাষ্ণ চর্বণে রক্তরঞ্জিত দেখাইতেছে; ভাটার মত গোল চকু হুইটা অতি উত্থল ও 万字可 1

যাহা হউক, প্রাণে তাহার সহাত্ত্তি ছিল, বলিন—"একি
— রক্ত! ক্রমাল যে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে!"

সতাই তথনও রক্তপড়া বন্ধ হয় নাই, ক্রমালখানি ভিজিয়া গিয়াছে, আর তাহা চাপা দেওয়া চলে না। আগিস্তক গাড়ীমধ্যে উঠিয়া আদিল এবং নিজের পকেট হইতে একথানি লাল রংএর পুরাতন রেশমী ক্রমাল বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল—"আমার এইথানি নিন্, ওথানি ত্যাগ করুন।"

ভাষার মত অপরিচিত ও আগন্তকের নিকট হইতে ঐ প্রকারের একথানি কমাল লইতে নিতান্ত অনিচ্ছা সন্তেও অবস্থামুদারে বাধ্য হইলাম, কি করিব, অন্য উপায় ছিল না, কতন্তান হইতে রক্তধারা গণ্ড বহিয়া নামিতেছিল। নিজের সিক্ত কমালথানি পকেটে রাথিয়া সেই রেশমী কমালে আবার কতন্তান চাপিয়া ধরিলাম। আমাকে প্রায় টানিয়া তুলিবার চেষ্টায় আগন্তক আমার হাত ধরিয়া বলিল—"চলুন বাহিরে ধাই, আর এখানে বসিয়া থাকিয়া কি হইবে ?"

উভয়ে গাড়ী হইতে নামিলাম। প্লাটফরমের বাহিরে যাইতে যাইতে সে বলিল—"নিকটেই আমার কোন পরিচিত হান আছে, সেখানে চলুন, আমি উপায় জানি, রক্তপড়া বন্ধ করিয়া আপনাকে কতকটা স্বস্থ করিয়া দিব।"

আমি বলিলাম—"না, এখন তাড়াভাড়ি বাড়ী পৌছিতে পারিলেই ভাল হয়।"

"সেজন্ত চিস্তা কি; যখন কলিকাতায় আসিয়াছেন, অবশ্যই বাড়া পৌছিতে পারিবেন।"

একখানি মোটর ডাকিয়া আমি তাহাতে আরোহণ করিলাম। আগন্ত ও আমার সঙ্গ ছাড়িল না, "চলুন, আমিও আপনাকে পৌছাইয়া দিয়া আদিতেছি"—বলিয়া আমার সন্মতির অপেকানা রাখিয়া উঠিয়া বদিল। আমার তথন ভীত মন, তাহার এত অহুগ্রহে সন্দেহ বাড়ীতে লাগিল, দে আমার সন্ধ ত্যাগ করিলেই আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাচি। কিন্তু দে দেরপ পাত্র নহে।

আমি বলিলাম—"তোমার ক্রমালথানি নট করিলাম কিছু মনে করিও না—"

সে বাধা দিয়া বলিল—"ৰনে করিবার কি আছে ? আমিও ত ভদ্রলোক, আপনার এই বিপ্রদে—"

ভদ্রনোক !—আফতি ও পরিচ্ছদে তাহা অহমান হইল না। ঘাহাহউক, প্রকাশ্যে বলিলাম—"কাল এই রুমাল্থানি ফেরন্ত পাঠাইব, তোমার ঠিকানাটা আমায় দাও।"

সে বলিল—"দেশন্ত ব্যক্ত হইবেন না, ক্ষমাল আনিবার জন্ত কাল সকালে কিয়া বৈকালে আমিই গিয়া আপনার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করিব। আপনার কার্ড সঙ্গে আছে কি ?" আমার সন্দেহ আরও বাড়িল, ঠিকানা প্রকাশ করা সন্ধত বিবেচনা না করিয়া নির্বাক রহিলাম। কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম যে ঠিকানা না বলিলেও উহার কোন অস্ক্রিধা হইবে না, কারণ আমার বাড়ীইত সে চলিয়াছে।

পথিমধ্যে কোনও এক দোকানের সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া এক দোকানদারকে সে ডাকিল এবং আমাকে জ্বিজ্ঞাসা করিশ—"সঙ্গে টাকা আছে কি ?"

যন্ত্রণায় আমি তথন চকু বুজিয়া পড়িয়াছিল।ম, কথা কহিবাপণ্ড যেন শক্তি বা ইচ্ছা ছিল না, মুদিত নেত্রেই এক হত্তে কোটের ভিতর পকেট হইতে একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম, সে তাহা হাতে পাইয়া দোকানদারকে ফিদ্ ফিদ্ করিয়া কি বলিল, দোকানদার অল্পকাল মধ্যেই কি কি জিনিষ আনিয়া আগন্তককে প্রদান করিল। তারপর আবার গাড়া চলিল।

আগন্তক আমার মৃথের সমৃথে একটা কাচের গ্লাস ধরিয়া বালল—"এইটা খাইয়া ফেলুন, এখনি স্বস্থ হইবেন।"

গদ্ধে ব্ঝিলাম—তাহা ব্রাণ্ডি। ছশ্চিম্ভা ও ক্ষতের যন্ত্রণায় তথন পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক, স্থতরাং কোন দ্বিধা না করিয়া তাহার আদেশ পালন করিলাম, কি একটা ঠাণ্ডা উষ্ধে দে আমার ক্ষত স্থান বাঁধিতে লাগিল, আমি

**অনতিকাল মধ্যে ঘুমাইয়া বা নেশার আবেশে আচ্ছন্ন হ**ইয়া প্রিলাম।

যথন চক্ মেলিলাম, দেখিলাম—আমার নিজ শয়ন কক্ষে শহাার উপর শায়িত রহিয়ছি, পার্শে ডাক্তার একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া আছেন। প্রথমে কিছুই ব্ঝিতে পারিলাম না। ইন্দু আসিয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন দেখিতেছেন ?"

ভাক্তার বলিলেন— "অনেকটা স্কৃত্ব হইমাছেন।"
আমি ধীরে ধীরে বলিলাম— "কেন, আমার কি হইয়াছে ?"
ভাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "কি রকম বোধ করিতেছেন ?"

আমি উঠিবার চেটা করিলাম, পারিলাম না। মাথায় হেন গুরুভার চাপান রহিয়াছে, অনেককণ চকু মেলিয়া থাকিতে কট বোধ করিয়া আবার চকু ম্দিলাম। ডাক্তার আমার কপালে হাত দিলেন; বড় ঠাণ্ডা বোধ হইল, ভাল লাগিল। আমার মাথায় কি একটা ঠাণ্ডা ঔষধের মত লাগাইতে লাগাইতে ডাক্তারবার ইন্দুকে বলিলেন—"বড় তুর্বল, খানিকটা গরম তুল ধাওয়াইতে পারিলে এখনি হত্ত হইয়া উঠিবেন, ভয় নাই। এখন বিদাহ হই, রাত্রে একবার সংবাদ লইব, কিন্তু বোধ হত্ত আর আমার আসিতে হইবে না।" ডাক্তারবাব্ চলিয়া গেলেন, ইন্দু গ্রম ছুধ আনিবার জন্ত পরিচারিকাকে আদেশ করিল। আমি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলাম, দেখিলাম—গৃহ মধ্যন্ত একথানি চেয়ার লইয়া দূরে বিদিয়া ইন্দু থবরের কাগজ পড়িতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কয়টা বাজিয়াছে ?"

ইন্দু সেইরূপ কাগজের উপরেই চক্ষু রাথিয়া উত্তর করিল— "সাড়ে তিনটা।"

"আমি কতক্ষণ এইরূপ আহি 🕍

"কাল রাত্রি আডাইটা হইতে।"

পরিচারিকা তৃগ্ধ লইয়া গৃহ প্রবেশ করিল, ইন্দু তাহা নিজ হত্তে লইয়া আমার সমুখে ধরিয়া বলিল—"একটু উঠিতে পারিবে কি?"

ইন্দু অতি যথের সহিত আমাকে অল্ল উঠাইয়া কিঞ্চিং গরম হগ্ধ পান করাইল। অল্লকাল মধ্যে একটা ঘাম হইয়া সত্যই শরীর কিছু হাল্কা বোধ করিলাম।

পরিচারিকা ইন্দুকে বলিল—"বেলা যে শেষ হইল, কথন সান করিবেন—খাইবেন কথন ?"

আমি আশ্র্যা হইয়া ইন্দুকে জিজ্ঞাদা করিলাম—"এখনও খাও নাই তুমি ?"

পরিচারিকা উত্তর করিল — কাল রাত্রি হইতে আপনার কাছেইত বসিয়া আছেন !"

ইন্দু পরিচারিকাকে বিদায় করিল। ইন্দুর ব্যবহারে তাহার উপর ক্ষেহে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল, বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না, শুধু একবার ডাকিলাম—"ইন্দু!"

স্বীয় বসনাঞ্চলে সে আমার মুপ মুছাইয়া দিতেছিল, ধীরে ধীরে বলিল—"বেশী কথা কহিও না, আর একটু ঘুমাও, আমি স্থানটা সারিয়া আসি।"

ইন্দু চলিয়া গেল। আমার আর ঘুম হইন না,—বেহারা আসিয়া বলিল—"এক ব্যক্তি দেলাম জানাইতেছে।"

বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে—সে ? নাম কি ?"

বেহারা বলিল—"নাম বলিলেন না, বলিলেন—কাল টেসনে—"

আর বলিতে হইল না, সে স্বয়ং গৃহ প্রবেশ করিল— কল্যকার সেই অপরিচিত বন্ধু।

আমার দমতি না লইয়া এক্লণ ভাবে একেবারে আমার শয়নকক্ষে উপস্থিত হওয়া ভদ্রতা বিরুদ্ধ, মনে মনে ভারি চটিলাম, কিন্দু হঠাং কিছু প্রকাশ করিলাম না। কেননা, কোন অহিত কার্যাইত এ যাবত দে করে নাই, বরং অনেক উপকার করিয়াছে; নিজের দন্দিগ্ধ মনের ত্র্কলতায় শহিত হইতেছি।

আমার বলিবার অপেকা না করিয়া সে নিজেই একথানি

6েয়ার টানিয়া লইয়া আমার শয়ার নিকটে বদিল। বেহার: চলিয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই ঠিকানা তুমি কিরুপে জানিলে?"

সে খুব সহজ ভাবে বলিয়া ফেলিল—"কেন, আমিই ত কাল রাত্রে বাড়ী পর্যস্ত আপনাকে পৌছাইয়া দিয়া শাই, আপনার সে কথা মনে নাই, না থাকিবারই কথা, আপনি তথন অজ্ঞান। আজ একবার আপনাকে দেখিতে আদিয়াছি। আর শুধু দেখাও নয়,—কথা আছে।"

জীর্ণ ওভার কোটের চেঁড়া পকেট হইতে একথানি বাঙ্গালা থবরের কাগজ বাহির করিয়া—"আজিকার বৈকালের কাগজ পড়িয়াছেন? এই দেখুন—" বলিয়া কাগজটী থুলিয়া কোন নিদিষ্ট স্থানে আঙ্গুল দিয়া আমায় দেথাইল। আমি কাগজটী হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলাম। প্রথমে বড় বড় আক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"ভীষণ হর্ষটনা—চলস্ত রেলগাড়িতে ভারত বিখ্যাত বাঈজী হীরাবাই খন।"

আর পড়িতে পারিলাম না, দৃষ্ট অন্ধকারময় হইয়া উঠিল, কাগজ ফেলিয়া আবার চক্ষ্ ব্জিলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল— "ও কি, পড়িলেন না?"

আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় কথা কহিলাম—"না—পারিতেছি না, শরীর বড খারাপ।"

মাৰ্জিত হুরে সে বলিয়া উঠিল—"তা আমি জানি, শরীর যে থারাপ এবং কেন থারাপ—আমি বেশ ভালই জানি।"

আমি কক ববে বলিনাম—"কি রকম! কে তুমি, নাম কি ?"
বন্ধু-প্রবর তাহার অসমান দীর্ঘ দস্তগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া
আমার দিকে চাহিয়া হাস্তচন্দে কহিতে লাগিল—"নাম জানিয়া
আরু কি হইবে ? এই প্যান্ত জানিয়া রাখুন যে আমি একজন
গোয়েন্দা, ভবে সরকারী নয়—বে-সরকারী।"

ভিটেক্টিছ্! আমার সন্দেহ সফলতায় দাড়াইয়াছে। ধীরে ধীরে বলিলাম—"তা—আমার নিকট কি প্রয়োজন ?"

এইবার সে চরা স্থর ধরিল—"প্রয়োজন কি—তা আপনি নিজে বুঝিতেছেন না? কাগজের লেখা ঐঘটনাটার সহিত আপনার কি কোন সম্বন্ধ নাই ?"

**"ও ঘটনার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ?"** 

"সম্বন্ধ এই বে—আপনিই হীরাবাঈর হত্যাকারী।"

"মিথ্যা কথা।"

"মিথা। বলিবেন না, সত্য কথা।"

"কথনও না, আমি নির্দোষ।"

"আপনি হত্যাকারী এবং আমিই তাহার সাকী।"

তাহার উচৈচ:ম্বরে এবং বলিবার দৃঢ়তা ও ভদীতে আমি কভকটা দমিয়া গেলাম, বলিলাম—"দেখন, আত্তে বলুন।" স্থরটা অপেক্ষাকৃত নরম করিয়া সে বলিতে লাগিল—"আমায় গোপন করিবেন না, সব জানি আমি, ইচ্ছা করিলে এই মুহুর্তে আপনাকে হাতকড়ি পরাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি।"

আমি বলিনাম—"তোমার ভূল ধারণা, ঈশ্বর সাক্ষী—আমি নির্দ্ধোষ।"

"এতবড় অপরাধটাকে আপনি নির্দোষ বলিতেছেন!" বলিয়া দে চেয়ার ছাড়িয়া আমার শযাপ্রাস্তে উঠিয়া বিদল এবং আমার দিকে কতকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়া আরও নিয় স্থরে বলিতেলাগিল—"আপনি আমায় যা-ই ভাবুন, আমি আপনার মিত্র ভিন্ন শক্র নই। সেই ট্রেনে আপনার পার্শ্বন্থ কক্ষে আমিও ছিলাম। হীরাবাঈ আপনার কক্ষে উঠিয়াছিল, তাহাও আমি দেখিয়াছি, আপনাদের উচ্চকণ্ঠ শুনিয়াছি—আপনারা বিবাদ করিতেছিলেন। আমি জানালা হইতে গলা বাহির করিয়া দেখিলাম—আপনি বলপুর্বক হীরাবাঈকে গাড়ী হইতে কেলিয়া দিলেন, সঙ্গে সংস্থাৎ দরজা ধাকার বড় একটা শক্ষে স্ব চুপ হইয়া গেল, আমি বিশ্বয়ে অবাক্ হইলাম।"

আমি বলিলাম—"আমি তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছি? তবে তুমি কিছুই দেখ নাই!"

সে বলিল—"প্রয়োজন হইলে বিচারালয়ে যাহা বলিতে হইবে, তাহাই আপনাকে ওনাইলাম।"

### (अय-ना-अवकना।

ঐরপ সাকী দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব কার্য্য মনে করিলাম না, স্বতরাং আমি আরও দমিয়া গেলাম; পরে বলিলাম
—"আমি ফাঁসি কার্যে ঝুলিলেই কি তুমি স্থা হইবে?"

"দে অভিপ্রায় থাকিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এত কথা কহিতাম না"—তাহার দস্তনিমে হাসি ফুটিল; পকেট হইতে একথণ্ড অর্দ্ধদন্ধ বর্মা চুক্ট বাহির করিয়া মুখে দিয়া অগ্নি সংযোগের পর ধীরে ধীরে আবার বলিতে লাগিল—"দেখুন পরেশ বাবু! আমার উদ্দেশ্য—এই ধকণ—প্রত্যুপকার; আমি যদি সাক্ষী না দিয়া ঘটনাটা চাপিয়া রাখিয়া আপনার উপকার অর্থাৎ জীবন রক্ষা করি, কোন প্রত্যুপকারের প্রত্যোশা আমি করিতে পারি কি না ?"

"বল—কি তোমার অভিলায ়"

"অভিলাষ দে কিছু আর্থিক রকমের, তাহাও বোধ হয় আপনি বুঝিয়াছেন।"

"কত টাকা চাও তুমি ?"

"সে বিবেচনাও-—জ্বাপনার বর্তমান স্বচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাধিয়া—স্বাপনিই করিবেন।"

"তব্ও-তোমার প্রয়োজন •"

"আপাতত:—হাজার থানেক হইলেই—"

"शकात है।का।"

"हा, তাহাতেই किছুদিন চলিয়া যাইবে।"

"करम इटेरवना?"

"একটা কাণা কড়ি কম দিলেও আমি লইব না।"

"অত টাকা আমি দিতে পারিব না।"

সে রাগত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তবে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিবার জন্ম প্রস্তুত হউন, আমি চলিলাম।"

আমি হতাশ হইয়। বলিলাম —"বেশ, হাজার টাকাই দিতেছি, স্থাশনাল ব্যাহ্বে উপর এক চেক—-"

"চেক ফেকের ধার ধারি না, আমি চাই নগদ টাকা, তবে খুচুরা নোটেও ক্ষতি নাই।"

ভাক্তারকে ভিজিট দিয়া চাবির তাড়া আমার শ্যাপাথেই ইন্দু রাখিয়া গিয়াছিল, ক্যাশবাক্ত খ্লিয়া একশত টাকার দশ্ধানি নোট ভাহার হাতে দিয়া বলিলাম—"এই লও, গণিয়া দেখ।"

আহ্লাদে হাসিয়া ভাড়াভাড়ি হাত বাড়াইয়া সে টাক:
গ্রহণ করিল এবং ওভার কোটের ভিতর পকেটে রাথিয়া কোটের
বোতাম আটকাইতে আটকাইতে বলিল—"না-না, গুণিতে
হইবে না, অত অবিশাস আপনাকে আমি করিনা।"

টাকাট। অত তাড়াতাড়ি তাহাকে দেওয়া যে উচিত হয় নাই, সে কথাটা পরে মনে হইল। জিজ্ঞাদা করিলাম—"টাকা ত পাইলে, কিন্তু যদি তুমি প্রতিশ্রতি রক্ষা না কর?"

সে আবার হাসিয়া উত্তর করিল—"সে আমার ধর্ম; সে সম্বন্ধে আমাকে আপনার বিমাস না করিয়া উপায় নাই"—

বলিতে বলিতে ক্রতপদে সে প্রস্থান করিল, আমিও আবার ধীরে ধীরে ভ্রষ্থা পড়িয়া—কিনে কি হইল—ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ইন্দু ফিরিয়া আদিল এবং আমার সম্মুথে দাঁড়াইয়া গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাদা করিল—"ঘুমাও নাই দেখিতেছি, এখন একট ভাল বোধ করিতেছ ?"

यामि विनाम-"श।"

সামার গায়ের ও কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে করিতে ইন্দু আবার বলিল—"কাল রাত্রিতে কি হইয়াছিল তোমার ?"

অমি জিজ্ঞানা করিলাম—"কেন বল দেখি ?"

দে বলিতে লাগিল—"কাল শেষ রাজিতে যে অবস্থায় তুমি আদিয়া পড়িয়াছিলে! কাপড়, জানা সমস্ত ধুলি মাখা, কোটের একটাও বোতাম নাই, ঘড়িটী ছিল বটে—চেন ছড়াটী নাই, মুথে মদের গন্ধ, কপালের কাটা জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, জ্ঞান নাই, সমস্ত মুথে রক্ত! কে একটা লোক মোটরে করিয়া তোমায় তদবস্থায় এখানে দিয়া তথনি চলিয়া গেল, পকেটে মনিব্যাগটা পর্যন্ত ছিল না।"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"কেন! ঘড়ী, চেন, মনিব্যাগ—
সমস্তই ত সঙ্গে ছিল —আফিনের ঠিকানায় কয়েকথানি কার্ডও ছিল!"

"কিছুই পাই নাই; কত টাকা ব্যাগে ছিল ?"
"মনে নাই, পঞ্চাশ কি ষাট হইবে।"
"পকেটে তোমার কিছুই পাই নাই।"

বুঝিলাম—আমার অজ্ঞানাবস্থায় নবপরিচিত গোল্পেন্দা বরুই সব সরাইয়াছে !

ইন্দু বলিতে লাগিল—"অনেক রাত্রি অবধি তোমার অপেক্ষায় জাগিয়াছিলাম। বারটার মধ্যেও যথন তৃমি ফিরিলেনা, ভাবিলাম— তোমাকে আজ তাঁহারা ছাড়িয়া দেন নাই, আজ তৃমি আদিবেনা, আমি শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম হইল না, মন কেমন থারাপ হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ ছট্ফট্ করিয়া রাত্রি তিনটার পরে একটু তন্ত্রামত বেমন আদিয়াছে, অমনি নীচে হইতে গগুগোলের শব্দে চমকিয়া উঠিলাম, তথনই নীচে গিয়া তোমায় ভদবস্থায় দেখিতে পাই। চাকরদের সাহায়্যে ভাড়াভাড়ি তোমায় ঘরে তুলিয়া আনিয়া ছাক্রার ডাকিতে পাঠাইলাম। ভাক্রার আদিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, অতিরিক্ত মদ থাওয়ায় এইরপ ঘটরাছে।' তোমার অবস্থা দেখিয়া তাহা অবিশ্বাস করিলাম না।" পরে কিঞ্ছিং বাজ্ঞানে আবার বলিল—"কাল ছিলে কোথায়? বলনা, বলিতে কিছু বাধা আছে কি?

আশহা কম্পিত কঠে আমি বলিনাম—"ইন্দু! আমার বড় বিপন।"

### **अभ-ना-श्रवक्रमा**।

ইন্দু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কি বিপদ ?"

আমি বলিতে পারিতেছি না, চক্ষু জ্বলে ভরিয়া উঠিল। ইন্দু তাহার বস্ত্রাঞ্চলে আমার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল— "বলনা—আর্থিক কিছু?"

"আর্থিক কিছু ক্ষতিকে আমি গ্রাহ্য করি ন।।"

"ভূৰে ?"

"যে বিপদে পড়িয়াছি, মুখে তাহা বলিতে পারিতেছি না; ইন্দু—মিথ্য। হত্যার কলকে আমার জীবন বিপন্ন।"

"য়া।"—বলিয়া অত্যধিক আশকায় ইন্দুর স্থন্দর মুধপানি নীলবর্ণ হইয়া উঠিল, ভীতভাবে আমায় বলিল—"কি হইয়াছে খুলিয়া বল।"

"বলিতে হইবেনা, এ বেলার বাংলা কাগজ আদিয়া থাকিলে পড়িয়া দেখ।"

বৈকালের কাগজ টেবিলের উপরেই ছিল, ইন্দু তাহা লইমা খুলিয়া ফেলিল, আমি অঙ্কুলী নির্দেশে রেল গাড়ীর ছুর্ঘটনা শীর্ষক স্থানটী তাহাকে দেখাইয় দিলাম। দে পাঠ শেষ করিয়া কিছু ব্ঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাদা করিল—"এই ঘটনায় তোমার কি সম্বন্ধ শে

"দম্বন্ধ ? হায়! আমিই হয়ত হত্যাকারী দাব্যন্ত হইব।" অতি বিশ্বমে ইন্দু বলিয়া উঠিল—"অসম্ভব।"

"কি অগ্ৰন্থৰ ?"

"তুমি কথনও এই কাজ করিতে পার না।" "তবে স্থির হও, বসিয়া সব কথা শোন।"

রেলগাড়ীর ঘটনা আমুপ্রিক সম্দর প্রকাশ করিয়া বলিলাম। গোয়েনদা বন্ধুর সন্মিলন এবং এই মাত্র তাহাকে অর্থ প্রদানের কাহিনী—কিছুই গোপন করিলাম না। ইন্দু বেশ ধীরভাবে মনোযোগের সহিত সমস্ত ঘটনা শুনিল। পরে একটী দীর্ঘ নিংশাস ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, হঠাং দেখিয়াই তুমি হিরণকে চিনিয়াছিলে গু"

षािय विननाय---"हा।"

ইন্দু আবার প্রশ্ন করিল—"নে : কি সতাই তোমায় ভাল বাসিত ?"

আমি বলিলাম—"জানি না।" ইন্দু বলিল—"আমি জানি।" "তুমি জান ?"

"হাঁ জানি! তোমরা পু্ক্ষ, স্ত্রীচরিত্র সহজে ব্ঝিতে পারনা। নিশ্চয় জানিও—তোমার জন্ত সে পাণিষ্ঠার প্রাণে বিদ্যমাত্র ভালবাসা ছিল না।"

"হা—হা, তাইত ! তা'ত ছিলই না ;ভালবাদিলে কেহ এমন বিপদে ফেলিতে পারে ? এখন দে কথা বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।"

আমার কথা শুনিয়া—এই বিপদের সময়েও—ইন্দু ঈষৎ না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কিছু কাল উভয়েই নিশুক রহিলাম। পরে ইন্দু বলিতে লাগিল—"আমার মনে হয়, তোমার গোয়েন্দা বন্ধু লোক ভাল নয়, তাহাকে প্রশ্নেষ দিয়া ভাল কর নাই।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু যদি পুলিসের নিকট পুরস্কারের তাতে সে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে ?"

"ভোমার নিকট টাকা পাইলেও সে যে পুলিসকে কিছু বলিবে না—ভাহা ভাবি ও না। কাল রাত্রিতে ভোমায় মদের নেশায় জ্জ্ঞান করিয়া ভোমার চেন, মনিব্যাগ এয়ং ঠিকানার কার্ড এই ব্যক্তিই লইয়াছে।"

"আমারও ভাহাই মনে হয়।"

"তবে আজু আবার তাহাকে টাকা দিলে কেন ?"

"তা ভিন্ন আমার উপায় কি ?"

"এখনি কোন বড় উকিল বা বারিষ্টার ডাকাইয়া সমুদ্য সভ্য ঘটনা বলিয়া তাঁহার উপদেশ মত কাৰ্য্য কর।''

"সে সময় এখনও আসে নাই।"

"কেন ?"

"আমি সেই গাড়ীতে ছিলাম—এ কথা আগে হইতে প্রকাশ করা কি ভাল ?"

"কিন্তু সেই গোয়েনা কিছুইত অপ্রকাশ রাথিবে না ?"

"তৃমি বলিয়াছ ঠিক, আমিও এখন তাহা বুরিতেছি—কিছ উপায় শ্বির করিতে পারিতেছি না।"

ইন্দ্ এইবার আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বেদনা ও সহাত্মভৃতি সিক্ত খরে বলিতে লাগিল—"তুমি র্থা কোন চিন্তা করিও না, বিপদ ভগবান পাঠাইয়া থাকেন, আবার তিনিই মাত্মকে মৃক্ত করেন, উপায় তিনিই করিয়া দিবেন। আমরা কোন দিন কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই, আমাদেরও কোন অনিষ্ট হইবে না, তুমি নির্দ্ধোষ,—ভগবানে নির্ভর করিয়া নিশ্চিক থাক।"

ইশুর কথা শুনিয়া পতাই মনে ঘেন আমার বল আসিল, 
ঈশবে বিশাস বাজিল, সমুদর চিস্তাভার তাঁহার চরণোজেশে
নিবেদন করিয়া চকু মৃদিয়া একমনে বিশ্ব-বিনাশনকে ভাকিতে
লাগিলাম।

## [ 30 ]

তিন দিন পরে আমি উঠিয়া শয়ন গুহের বাহিরে বারন্দার বিসিয়াছি—সকাল বেলা, তথনও আটটা বাজে নাই। প্রথম শীতের প্রভাত-কিরণে বসিয়া চা পান করিতেছি, প্রাণের অবসাদ ভাবটা অনেকাংশে কমিয়াছে। ইন্দু কাছে বসিয়া মাসিক কাগজ হইতে প্রবন্ধাদি পড়িয়া আমায় শুনাইতেছে। মীনা দ্রে ধাজীর সঙ্গে বেলা করিতেছে।

বেহারা আদিয়া একথানি লেফাপা সমূখে ধরিয়া দাঁড়াইল; পত্তের মূখ বন্ধ নহে, থুলিয়া পড়িলাম—"সেই ভত্তলোক, যিনি আপনার সঙ্গে একই টেনে আদিয়াছিলেন।"

চিঠিখানি ইন্দুকে পড়িতে দিয়া বেহারাকে বিজ্ঞাস। করিশাম
—"আছে কোণায় ?"

বেহারা উত্তর করিল—"বসিবার ঘরে।"

हेम् दिहाबादक वानन-"धाछ, चानिएक वन।"

বেহারা চলিয়া গেল। আমি ইন্দুকে বিক্তাসা করিলাম—
"ভূমিও এখানে থাকিবে ?"

हेम् विनन-"माय कि ?"

আমি বলিলাম—''মন্দ নয়, থাক তুমি এখানে, রাঞ্চেল্টা আবার আমায় বিরক্ত করিবে।'' "ভোমাকে দে পাইয়া বদিয়াছে, ছাড়িবে কেন ?"

বন্ধুপ্রবর আগমন করিল এবং অভ্যাস মত কাহারও অভ্যর্থনা বা অনুমতির অপেকা না রাখিয়া নিজেই একথানি আসন টানিয়া লইয়া আমাদের নিকটে বিদিল। এবার বেশ ফিট্ফাট্, পুর্বের মলিন বদন আর নাই, পোষাক ও পরিচ্ছদ সাহেবী ধরণের এবং একেবারে নৃতন। ব্ঝিলাম—আমার প্রদন্ত টাকার কতকাংশ এইদিকে ব্যয়িত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তার পর, কি প্রয়োজন ?"

টুপিটী বাম করে ইট্র উপর রাথিয়। দক্ষিণ করে একথানি
ন্তন কমালে মাথার ঘাম মুছিতে মুছিতে গস্তার ভাবে দে
বলিতে লাগিল—"প্রয়োজন অবশ্যই আছে; জানেন ত,—
যে কার্যা করি, তাহাতে সর্বানাই ব্যক্ত থাকিতে হয়, বিনা
প্রয়োজনে মুলাবান সময় নষ্ট করি না।"

আমি বলিলাম—''তাহা হইলে বক্তবাটা—'' ইন্মুর উদ্দেক্তে সে বলিল—"হঁহার দমুখে—"

আমি বলিলাম—"বচ্ছদে; স্ত্রীর নিকট গোপন করিবার আমার কিছুই নাই।"

সে মাধা নাড়িয়া অর্দ্ধহাস্তে বলিল—"তা-বটেইত, তা-বটেইত; আৰু আমি হু'হাৰার টাকা চাই।"

আমি বলিলাম—"আমি এখানে দানছত্ত খুলি নাই।"

"ভা—আপনিই জানেন! কিন্তু টাকা আমার চাই-ই।" "আর এক পয়সাও না।"

"বৃথা সময় নট করিবেন না, আমায় বিদায় করুন।"
"বিদায় হইতে ত কোন বাধা দেখি না, গেলেই হয়।"
"দেখুন পরেশ বাবৃ! বেশী কথা কহিবেন না, এই ব্যাপার
লইয়া সহরে কি রকম হলুকুল পড়িয়া গিরাছে—কাগজে
পড়িয়াছেন ত? আসামীর সন্ধানে পুলিস ঘ্রিতেছে, হাজার
টাকা পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে।"

পরে ইন্দুর দিকে চাহিয়া সে আবার বলিতে লাগিল—
"আপনিও ব্রিয়া দেপুন মিদেস্, এই ঘটনার সাক্ষী আমি, এখন
আমার সক্ষে বিবাদ করিয়া বিপদকালে নির্বোধের কার্য্য করিতেছেন কি না? আমার কথা না শুনিলে ফাঁসিকাঠে
ঝুলিতে হইবে। আমার একটা মুখের কথার মূল্য—পুলিদের বিজ্ঞাপিত হাজার টাকা, সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতে হাতকড়ি।
বেশ ভাল রকম ভাবিয়া দেপুন।"

আমি বলিলাম—"বেশ ভাল রকমই ভাবিয়া দেখিরাছি; ভোমার অন্থ্যহে নির্ভর করিয়া কোন উপকার নাই। আমি বদি নির্দ্ধোব হই—ভগবান্ আমায় রক্ষা করিবেন। ভোমাকে চিনিতে আর বাকী নাই—সব জানিয়াছি। পুলিসের ঘোষিভ পুরস্কারের লোভ তুমি ছাড়িতে পার নাই, ভোমার মড লোকে তাহা পারে না। তুমি আমায় রক্ষা করিবে না— ফাঁকি দিয়া কিছু টাকা মারিবার ফান্সতে ঘূ'রতেছ। তুমি বিদায় হও, আমি আমার অদুটের জন্ম প্রস্তুত হইয়াছি।"

इन्द्र विनन-"ना-ना, जामात्र कथा अन-"

আমি তাহাকেও বাধা দিয়া বদিলাম—"না ইন্দু, কোন কথা নয়—আমি যদি নিরপরাধ হই, নিশ্চয়ই রক্ষা পাইব।"

গোয়েন্দা বন্ধু বলিল— "আপনি কি শুনেন নাই যে সময় সময় নিরপরাধ বাাক্তিও বিচার বিভাটে দোধী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হয় ?"

শামি তথন উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলাম—
"তা শুনিয়াছি; যদিই বা সেই রকম মরিতে হয়—
মনে প্রাণে ত আমি নিশাপ—মাছ্যের দেওয়া দঙ্
হাসিম্থে সহু করিব। তোমাদের মত লোকের হাতের পুতৃন
হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সে মরণ শ্লাঘনীয়। পৃথিবীতে
কে না মরিবে? 'খাজ আর আমার সে অভ্তা—প্রাণের
সে সহীর্ণতা নাই, আপনার অবস্থা আপনি ব্ঝিতে পারিতেছি,
নিজ্পেকে অত কাপুরুষ ভাবিতে আমার নজ্জা হয়।"

সে বিরক্ত হইয়া বলিস—"তবে কি টাকাটা দেবেন না ?" আমি বলিলাম—"আর একটা পয়দাও আমার নিকট হইতে পাইবে না, সে প্রত্যাশা করিও না।"

### (প্रम-ना-প্রবঞ্চনা।

বন্ধু কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া বলিল—"আচ্ছা তৃ'হাঞার নাহয়, এক হাজারই দিন।"

আমি বলিলাম - "না।"

"আপনাকে ধরাইয়া দিয়া পুলিসের নিকট হইতেও আমি হাজার টাকা পাইতে পারি। ইচ্ছা নয় য়ে—তা করি; একটা ছা'পোষা ভদ্রলোকের জীবন—কাজ কি? আপনি না হয় পাঁচ শ' দিন।"

- "বিলয়াছি ত-এক পয়সাও না।"

সে ইন্দুকে বলিল—"দেখুন মিদেস্, ভবে আর আমার দোষ নাই, আপনাকে জানাইয়া রাখি।"

ইন্দু তাহাকে বলিতে লাগিল—"আমার একটা কথা শুনুন;
—তিন দিন হইল, আপনি আমাদের নিকট সইতে এক হাজার
টাকা লইয়াছেন, আবার আজ তৃ'হাজার চাহিতেছেন, আমরঃ
দিতে প্রস্তত। তৃ'হাজার কেন, আরও বেশী দিব, জীবনের
তুলনায় টাকা অতি ভুচ্ছ। কিছু আপনি যে এই মিথ্যা কথা
এখনও প্রকাশ করেন নাই এবং ভবিশ্বতেও করিবেন না,
ভাহার প্রমাণ কি ?"

নিতার বক-ধার্মিকের মত দত্তে ভিহ্না কাম্ডাইয়া দে বলিল—"আরে ছি-ছি, দে কি একটা কথা ? আগনার টাকা ধাইব, আবার আগনারই অপকার করিব ? हेम् विन-"ज्यानक एव करत ?"

সে বলিল—"তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; আমায় বিদায় করুন, স্পনেক বেলা হইল, না হয়—আড়াই শ'ই দিন।"

ইন্দু বিদিন — "আমার বিশ্বাস—আপনিও সেই শতন্ত্র দলেরই লোক।"

সে উত্তর করিল — "কিসে বৃঝিলেন • "

ইন্দু বলিল—"নির্দোষীকে এরপ নির্ঘাতন করিতে কোন ভদ্রলোক পারেন না।"

সে বলিল—"টাকা পাইলে আমিও ভদ্রতা দেখাইতে জানি।"

ইন্দু বলিল— "আপনার মতলব আমরা বুঝিয়াছি।

আপনি হ'দিকেই টাকা খাইবার চেষ্টায় ঘুরিতেছেন।"

त्म कि क्रूक्ण ख्याक इरेग्रा विनन—"(म कि कथा।"

ইন্দু বলিল—"ঠিক কথা; তবে শুরুন,—পুলিস আফিদের কোন লোক আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তিনি বলিয়াছেন— আপনার মত চেহারার একটা লোক রেল গাড়ীতে হারাবাইজার হত্যাকারীকে ধরাইয়া দিবে বলিয়া পুলিসের নিকট হইতে টাকা লইয়াছে, সে লোক কি আপনি ?"

বিশ্বয়ে বন্ধুবর চক্ষ কপালে তুলিয়া কিছুকাল নির্মাক রহিল, পরে বলিল—"না-না, দে আমি নই—আমি নই, অন্ত কেহ হইতে পারে।"

ইন্দু বলিল—"আসামির সহিত একই ট্রেণে ভ্রমণ করিয়াছেন বলিয়া পুলিসের নিকট আপনি পরিচয় দেন নাই ?"

বন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"কবে ? না না, আমি তবে বিদায় হই, আপনারা ত দিবেন না, কান্ধেই অন্ত উপায় দেখিতে হইবে। আমি টাকা চাই, ইহাতে যাহার ভাল হয় হইবে, মন্দ হয় হইবে।"

প্রস্থানের জন্ত সিঁড়ি পর্যন্ত যাইয়া আবার ফিরিয়া সে বলিতে লাগিল—"কিন্তু একশত টাকা হইলেও আমি আপাততঃ চাপিয়া যাইতাম।"

था में डेरेक:बरत वनिनाम-"जूमि मृत इंड।"

সে নামিতে না নামিতেই সিঁড়িতে অনেক লোকের জুতার শক্ষ শুনা গেল। ইন্দু চঞ্চল হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল— "ও কি ! এত লোক কেন আসে ?"

ভামি কিছু উত্তর করিবার পুর্কোই একজন পুলিস ইন্-শোক্টার এবং কয়েকজন কন্টেবল সহ বন্ধু মহাশয়ের পুনরাবির্ভাব হটল।

ইন্স্টোরবাব্ আমাকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনিই কি ইঞ্জিনিয়ার পরেশবাব্ ?"

বন্ধু মহাশয় ভাড়াভাড়ি অগ্রবর্তী হইয়া বলিল—"হাঁ-হাঁ-

#### পরেশের কথা।

আমি সনাক্ত করিতেছি—ইনিই সেই পরেশবার্—রেলগাড়ীর ব্রীহত্যাকারী।"

ইন্ম্পেক্টারবাবু আমাকে বলিলেন—"মাফ্ করিবেন, অস্তঃপুরে আদিতে বাধ্য হইয়াছি—আমরা সরকারের চাকর, আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে, রেলগাড়ীর ছর্ঘটনা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি আপনাকে বন্ধী করিলাম।"

ইন্দু লক্ষা ভূলিয়া আত্মহারার মত উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, কন্টেবলগণ আমার হাতে হাতকড়ি পরাইতে লাগিল।

# श्रुनित्नत्र कथा।

## [ 22 ]

বৌবাজারের একথানি ছোট ও স্থনর বাড়ীতে সোণাকে কৃহক্রী সাজাইয়া তিন দিন দেখানে আমার অঞ্চাতবাদ করিতে ফুইল।

ক্ষদিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতেছিল। চেহারাটা আনেকটা শুক্ক ও রুক্ষ করিয়া লইয়া একদিন সকাল বেলার এক পশলা খুব বড় বৃষ্টি মাধায় করিয়া ধরণীবাবু ও রমার সন্মুধে উপস্থিত হইলাম। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তাঁহারা নিতান্ত বিশ্বিত ও আনন্দিত হইলেন। বোদাই সহরে প্লেগাজান্ত হইয়া এতদিন হাঁসপাতালে পড়িয়াছিলাম – ইহাই তাঁহারা জানিতেন। পুর্বে সংবাদ না দিয়া এরূপ ভাবে আমি আদিব—
তাঁহাদের ধারণা ছিল না। আমি বলিলাম—হাঁসপাতালে আর মন টেকে না বলিয়াই কোন সংবাদ না দিয়া এমনভাবে ভাড়াভাড়ি আদিয়াছি।

আসনে বদিয়া উভয়ের কুশল সম্ভাষণের পর কিজাসা করিশাম—"মা কোথায় ?"

क्ट कान **छे** छत पिन ना, कि इतमा र्ठा क्रुं भारेश के पिश

# श्रुविरनत्र कथा।

উঠিল, রমার কালা দেখিয়া ধরণীবাবুরও মুখ বিষল্প হইল, এক দীর্ঘনিঃখাসের সঙ্গে তিনি মাথা নীচু করিলেন। বিশ্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ও কি রমা, কাঁদিতেছ কেন ?"

রমা কাদিতে কাদিতে বলিল— "পুলিন-দা, মা চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি প্রায় চাৎকার করিয়া উঠিলাম—"সে কি ! কোথায় ?" রমা তেমনি ভাবে বলিল—"স্বর্গে।"

ধীরে ধীরে টেবিলের উপর মাথা নত করিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কি জানি—কান্নাটা কেন তথন জোর করিয়া আনিঙে হয় নাই—আপনিই আসিয়াছল। বুকে ফেন সতাই একটা বেদনা অন্ধত্তব করিয়াছিলাম। এই রমার মাকে আমিও মা বলিতাম। ভূমিষ্ঠ হইবার গৌদ্দ বংসর পরে এই মমতাময়ীর কোল পাইয়া আমি মাতৃত্বেহের মধুর আহাদ অন্ধত্তব করিয়াছিলাম।

ধরণীবাবু জানাইলেন—এক বংসর হইল এই ছর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, ছঃসংবাদ বলিয়াই—বিদেশে আমায় লেখেন নাই। হঠাং তিনদিনের জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, চিকিং শায় কোন ফল হয় নাই; মৃত্যুকালে বেশ জ্ঞান হইয়াছিল, অনেকবার 'পুলিন—পুলিন—' বলিয়া আমায় দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সেদিনটা শোকস্থতিতে কাটিয়া গেল। অবশ্র আমার তু:খ
অতি অল্পলাল মধ্যেই মুছিয়া ফেলিয়াছিলাম, ধরণীবাবুও রমার
মনের অন্থ্যুব করিয়া সমস্ত দিনরাত্তি শোকাভিনয় করিতে
হইল। প্রদিন হইতে নানারপ বিলাতী গল্প বলিতে আরম্ভ
করিয়া আবার আমি তাঁহাদের হাসিমুখ দেখিতে
পাইলাম।

কিন্তু রম। আর সে রমা নাই— অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে! আমার লুক দৃষ্টি তাহাতে পুলকিত হইল। এখন রমা থৌবনের মধ্যবন্তিনী, প্রত্যেক অন্ধ প্রতাকে বয়সামূঘায়ী বিশিষ্টতা বিকশিত হইয়া পুরুষকে পতলের মত প্রশুক্ত করে! বিখ্যাত ক্ষমরাগণের পর্যায় ভুক্ত না হইলেও তাহার নির্মাণ স্থামকান্তিখানি এমন একটা লাবণ্যময় পবিত্ত শ্রী মণ্ডিত,— দেখিলে চক্ষ্ কুড়ায়। ছেলেবেলার সেই ছুটাছুটি, ছুটামী, যখন তথন উক্তহাস্ত রমার আর নাই, মুখে এখনও একটু মৃত্ হাসি লাসিয়া আছে—কিন্তু তাহা বড় ধীর—বড় নম্র; বিনা প্রয়োজনে বেনী কথা বলে না।

খদেশীর বাতাস কলিকাতায় তথন প্রবল ভাবে বহিতেছিল, রমা পুর খদেশহিতৈবিদী, কলেজ ছাড়িয়াছে, ঘরে বসিয়া চরকায় স্থা কাটে; থদ্ধরের সাড়ীখানিতে তাহাকে বড় স্থন্দর মানাইয়াছিল।

# পুলিনের কথা।

সোণার সঙ্গে রমার তুলনা করা যায় না; সোণা রূপসী— বিলাস বাসরের শ্রেষ্ঠ গোলাপ, রমা সেরপ নয়—সে ঘেন পুজারীর ভক্তি অঞ্চলির পবিত্র সেফালিটি!

ধরণীবাবুর সহিত না হইলে এখন আর রমা আমার কাছে একলা বড় আসে না। সাংসারিক কার্য্যে ভাষার মায়ের কর্তৃত্ব ভার সমস্তই ভাষার উপর পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি দিনে দিনে বুবিতে পারিলাম—রমার দৃষ্টি আমার উপর প্রসন্ত নহে। সেই বিদেশী বয়কটের দিনে আমার বিলাতী চাল চলনে রমা সন্তই হইত না, বরং সময় সময় বিরক্ত হইত। আনেক প্রতিবাসিনী বালিকা রমার বন্ধু ও ছাত্রী জুটিয়াছিল, ইহারা সকলেই কুমারী এবং গান্ধী মত্ত্বে দীকিতা। প্রত্যহ বিপ্রহরে তেভালার ঘরে ইহাদের বৈঠক বসিত।

রমার জন্ত বিলাত হইতে কিছু উপহার আনিয়াছিলাম, রমাকে তাহা দিতে সাহস হইল না। বরং রমার ছাত্রী সম্প্রদায় আমাকে বাড়ীতে থক্ষর বসন ধারণ করিতে বাধ্য করিল। কি করিব—ইহাতেও যদি রমার দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থপ্রসম্ব হয়।

ধরশীবার চিরদিনই কর্মাঠ ব্যক্তি। এবার স্থাসিয়া তাঁহাকে আরও পরিশ্রমী দেখিলাম। নিয়তই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সম্ভবতঃ পদ্বীর বিরহ বেদনা ভূলিতে চেষ্টা করিতেন।

ধরণীবাবু কোর্টে গেলে উপরে যথন রমার মহিলা-মন্ধলিদ বদিত, আমিও তথন বৌবাঞ্চারের টাম হইতে দোণার বাদার নিকটে নামিতাম। দোণা একাকিনী—আমার প্রত্যাশায় বিষণ্ণ হইয়া বদিয়া থাকিত, আমাকে পাইলে আহ্লাদে হাদিয়া উঠিত, আমিও অমান হাদিয়া তাহাকে বুকে ভূলিয়া লইতাম।

কিছুদিন পরে আমাকেও প্রত্যহ ধরণবাবুর সঙ্গে কোটে বাহির হইতে হইল। তথন দিনের বেলায় সোণা-সন্মিলন অসম্ভব হইয়া উঠিল। বর্ষার রাজিতে প্রত্যহ আবার বাহির হইবারও স্থােগ ঘটিত না—সন্ধাার পর প্রায়ই ধরণীবাবুর নিকট বদিয়া গল্লাদি ও নানাবিধ বিষয় কার্যোর আলোচনা করিতে হইত। আর সতা কথা বলিতে কি—সোণাকে তথন আমার ভালও লাগিত না, ভ্রমর এক ফুলের মধু পান করিয়া কতক্ষণ তৃপ্ত থাকে ? সোণার ইহাতে কট হইতে লাগিল, এই কট শেষে সন্দেহে পরিণত হইল।

এক সময়ে তিনদিন ধরিয়া সোণার সহিত সাক্ষাতের অবসর পাই নাই, চতুর্থ রাত্রিতে বাহির হইব মনে করিতেছি, :অননি প্রবল বড়ের সহিত মুখল ধারায় বৃষ্টি নামিল। বিষয়: মনে আপনার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সহসা সোণাকে সক্ষেলইয়া রমা আমার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"পুলিন-দা" দেখ—তোমার কাছে কে আসিয়াছেন!"

বোণাকে তথায় দেখিয়া আমার মাথায় যেন বজ্ঞাঘাড হইল। ভাগ্যক্রমে রমা আর সেখানে দাঁড়াইল না, এক অস্তর্ভেনী দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ দেহান ভ্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রমা শুনিতে পায়—এরপ ভাবে আমি পোণাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এ সময়ে এখানে কি জন্ত আসিয়াছেন গুলাপনার স্বামার অস্বধ বাড়ে নাই ত ?"

সোণা অবাক্ হইয়া আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল, পরে নিয়ধরে তাহাকে বলিলাম - "আমার মাথা ধাইতে এধানে কেন আগেয়াছ ?"

সোণা প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল যে, সে আমাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না।

আমি বলিলাম—"এ বাড়ীর কেহ জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে।"

সোণা বলিল—"একলা থাকিতে আমার যে বড় কট হয়, কবে আমাদের বিবাহ হইবে—কবে আমাকে এখানে আনিবে ?"

আমি বলিলাম—"একি আমার নিজের বাড়ী সোণা,— বে আমার ইচ্ছামত কার্য হইবে ?"

সোণা বলিল—"কেন, ধরণীবাবু ডোমার পিডা নছেন ?" আমি বলিলাম—"না, মাত্র প্রতিপালক—আশ্রয়দাতা।"

সোণা চমকিয়া উঠিল, বলিল—"আমি ত তাহা জানিতাম নাঃ"

আমি বলিলাম—"তিনি আমায় পিতার মতই স্নেহ করেন এবং আমিও তাঁহাকে সম্ভানের মত ভক্তি করি—সেই অক্সই তোমার নিকট সে কথা বলি নাই।"

যাহা হউক, সেধানে বসিয়া অধিক কথা ৰলা চলে না, কাৰেই যে ট্যাক্সিতে সোণা আসিয়াছিল তাহাতেই আবার তাহাকে লইয়া বৌবাজারের বাসায় চলিয়া গেলাম। গাড়ীতে ৰসিয়া সোণ। আমায় জিল্ঞাসা করিল—"রমা তবে তোমার সহোদরা নয়?"

আমি বলিলাম—"না হইলেও, রমাকে চিরদিনই আমি সংহাদরার মত দেখিয়। আসিতেছি।"

সোণার সন্দেহ ইহাতে তিরোহিত হইল কিনা জানিনা, কিন্তু পরদিন হইতে প্রত্যহই আমাকে তাড়াতাড়ি বিবাহটা সারিয়া ফেলিবার জন্ম তাগাদা করিত, আমিও নানা ওজ্বরে বিলম্বের কথা জানাইতাম।

আমার মন যোগান ব্যবহারে ধরনীবাবুর মনটা অরেই আমার আরুছে আসিরাছিল, তিনি সম্ভই হইরা দিন দিন আমার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতে লাগিলেন। ক্রমে আমি তাঁহার হাবতীয় আর ব্যরের প্রধান তত্বাবধায়ক হইরা উঠিলাম। তাঁহার

## পুলিনের কথা।

বিষয় বিভব সমন্তই যেন আমার নিজের—তিনি মাত্র উপদেশদাতা। কিন্তু এত দিনেও রমার চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করিতে
পারিলাম না! আমার যত্ন লইবার কোন ব্যবস্থারই তাহার ক্রটী
নাই,—কিন্তু আমার সঙ্গে মিলিতে মিলিতে সে যেন ভালবাসে
না। ইহা যে তাহার নারী স্থলত সলজ্জ স্পভাব—তাহাও নহে।
অথচ —এই রমা আমায় ভাল না বাসিলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ
হইবে না, রমা আমার না হইলে আমি এ বাড়ীর কে—এখানে
আমার সম্বন্ধ কি? অন্ত কেহু আসিয়া—আমাকে মধুচক্র হইতে
মিলিকার মত তাড়াইয়া—রমাকে লইয়া ধরণীবাব্র এই বিষয়
সম্পদের অধিকারী হইয়া বসিবে—আমি তাহা দেখিতে
পারিব না; আমার আশার গ্রাস অন্তে কাড়িয়া লইবে—আমার
তাহা সম্থ হইবে না। যে কোন প্রকারে হউক—রমাকে
হস্তগত না করিলে উপায় নাই।

ভাবিলাম—স্বত্তরই ইহার একটা শেষ বুঝিয়া লইব। সেদিনের বালিকা রমা—আমায় আর কত ফাঁকি দিবে?

বেশী রাগ পড়িন—রমার দেই দ্বিপ্রহরের স্থী-সভার উপর।
উহা বন্ধ করিতে হইবে ভাবিয়া ধর্ণীবাবৃকে একদিন গোপনে
উহার দোষের দিকটা ভালরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলাম, তিনি
আমার স্থবৃদ্ধির প্রশংসা করিলেন। ফলে, দেখিলাম—একদিন
খিড়কীর দরজায় রমা নিজেই তালা লাগাইল। ইহার অর্থ

ব্ঝিতে আমার বাকী রহিল না, রমা নিশ্চয়ই জব্দ হইয়াছে ভাবিয়া একটু কুর্ত্তি অফুভব করিলাম।

একদিন সন্ধ্যার সময় সোণার বাসায় গিয়া নানারপ প্রবাধ বাক্যে তাহাকে বুঝাইয়া শাস্ত করিয়া বাটী ফিরিতে অনেক রাত্তি হইল। ধরণীবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, রমা তথনও বসিয়া কি একথানি বই পড়িতেছিল। আমি তথন মদের নেশায় ভরপুর—আহারে ফচি ছিল না—রমাকে তদবস্থায় দেখিরাও কিছু না বলিয়া নিজের শয়ন-গৃহে চলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে রমা আমার গৃহত্বারে আসিয়া ডাকিল—"থাইবে এস—পুলিন-দা'।"

আমি চেষ্টা করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিলাম—"না, আমি খাইয়া আদিয়াছি, তুমি অকারণ কট করিয়া জাগিয়া আছ— রমা।"

রমা ফিরিয়া যাইতেছিল, আমি ভাকিলাম—"যেও না রমা, ব'স—একটা কথা আছে।"

রনা গৃহ প্রবেশ করিয়া চেয়ারে বিদল, আমিও তাছার প্রায় নিকটে শ্যার উপরে বিদয়াছিলাম। এইবার যেমন ভাকিয়াছি —"রমা—"

অমনি অক্তদিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিয়া উঠিল—"পুলিন-দা', তুমি মদ থাও!"

# পুলিনের কথা।

গন্ধটা যে রমা পাইবে—তাহা আমার অজ্ঞানা ছিল না, স্থতরাং মাত্র একটু হাদিলাম। পরে আবার বলিলাম—"আমায় স্থাা করিলে রমা ?"

রমা দে কথার কোন উত্তর না দিয়া আবার প্রশ্ন করিল—
\*কতদিন এ অভ্যাস হইয়াছে ভোমার ১"

আমি বলিলাম—"যতদিন হইতে তোমার অনাদরে জর্জারিত হইতেছি।"

রমা প্রস্থান করিতেছিল, আমি আবার ডাকিয়া ফিরাইলাম। দে জিজ্ঞাদা করিল—"ইহার পরিণাম জানা আছে ?"

ন্ধামি হাসিয়া বলিলাম—"থুব জানি,—মহয়ত্ত হারাইয়া পশুত্ত লাভ।"

"তবে ?"

"কিন্তু, আমার এই অধংপতনের জন্ম কে দায়ী, জান রমা?"
রমা সহজেই বলিল—"তুমি নিজে।"

আমি বলিশাম—"না—রমা, এক মাত্ত—তুমি।"

একটু উদান্তের হাদিতে রমা বলিল—"আমি! কিলে ?"

"নও কিসে ? তুমি ত আর একেবারে বালিকা নও বে কিছু ব্রিতে পার না ?"

"তোমার উদ্দেশ্য কি পুলিন-দা' ?"

"তোমার একটু ভালবাসা।"

### (প্রম-না-প্রবঞ্চন।।

"কোন দিন কি তোমায় খুণা করিয়াছি ?"

"বাহ্নিক না হইলেও, অন্তরে—বোধ হয়—ঘুণাই কর।
নতুবা আমায় এমন পাগল করিয়া তোমার ত কোন লাভ
দেখিতে পাই না।"

"এসব—কি কথা পুলিন-দা' আমি তোমায় পাগল করিলাম।"

"তোমায় না পাইলে আমি নিশ্চমই পাগল হইব; তুমি কি আমার জীবন-সঙ্গিনী হইবে না ?"

त्रमा निष्ट्रंत्र ভाবে विश्न—"आमात्र जीवतनत्र त्कान मकीत अध्याजन नाहे।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু অবিবাহিত। ত থাকিবে না।"

"হাঁ—তাহাই থাকিব, আজীবন কুমারী থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে—করুক, তবুও স্থামীরূপে এমন মাতালের দেবা করিতে পারিব না।"

আমি বলিলাম—"সকলেই ত' আমার মত মাতাল নয়, কত লোক আছে—যাহারা ভোমার একটু দেবা করিতে পারিলে জীবন ধন্ত মনে করিবে।"

সে বলিল—"তেমন গোলামের আমার আবশ্যক নাই।"
আমিও তথন উত্তেজিত হইয়াছিলাম, কিন্তু সামলাইয়া
বলিলাম—"গোলাম না হউক—প্রভুর প্রয়োজন ত হইতে পারে ?"

# পুলিনের কথা।

হঠাং হাদিয়া রমা বলিল—"দেদিন আর এখন নাই পুলিন দা',—'পতি পরম গুরু'—এ সকল বইএর কথা—গল্পের কথা; কৈ—প্রভু ত একটীও দেখিতে পাই না—সবই গোলামের দল, এখন পত্নাই পরমাগতি! যাউক সে কথা; আচ্ছা,— পুলিন-দা'! সেদিনের সেই মেয়েটী কে ?"

আমি বিশ্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা কবিলাম—"কোন্ মেয়েটা ?" "যাহার নাম সোণা,—মনে নাই ?"

আমি একটু চিস্তিতের ভাণে বলিলাম—"ও,—হাঁন, বাড়ী তাহার বন্ধে; দেদিন রাস্তায় তাহার স্বামী গাড়ী চাপা পড়ায় আমি বাড়ী পৌছাইয়া দিয়াছিলাম, দেই স্থতে আলাপ।"

त्रमा विनन-"भूनिन-मा", मिथा विनश्न ना ।"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"সে কি! সেই যে মোটর চাপা পড়ার সংবাদ কাগজে বাহির হইয়াছিল—তুমি পড় নাই? ঠিক আমার সমূধেই চাপা পড়িয়া বেচারির পায়ের হাড়খানা পটাশ শব্দে ভালিয়া গেল, উ:—সে কি কট।"

রমা হাসি চাপিয়া ব্যঙ্গভাবে বলিল—"কৈ পুলিন-দা', তোমার ত কোন পা ভাঙ্গে নাই ?"

আমি বলিলাম—"আমার ভাবিবে কেন ? গেই স্ত্রীলোকটীর স্থামীর।"

"তবে—তুমি তাহার—কে ?" দৃঢ় স্বরে রমা এই কথা বলিয়া

—একবার নির্মম দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া—আমার উত্তরের অপেকা না করিয়া প্রস্থান করিল।

আমার সন্দেহ হইল—তবে ত রমা সব জানিয়াছে, তয় হইল

—হয়ত এত চেটা বার্থ হয়—সকলই বৃঝি বা হারাইতে হয়!
ভাবিয়া দেখিলাম—সহজে কার্য হইবে না। কিন্তু যাহা যত
ছলভ, তাহা লাভের জল্ম আগ্রহ ততই প্রবল হয়। যত বাধা
বিদ্ধ উপস্থিত হউক, আমি নিরাশ হইবার পাত্র নহি।
মনে মনে বলিলাম—কিন্তু ভোমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কিছু
আসিবে যাইবে না রমা, বিবাহ ভোমায় করিবই, পার—
বাধা দিও।

পৃত্তার ছুটীর ছই এক দিন পূর্বেধ ধরণীবাবুকে জানাইলাম—
আমার এখন পৃথক বাদের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ধরণীবাবু
অত্যস্ত ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন—"দে কি! একথা কেন
পুলিন ?"

এ কথার অর্থটা আমি তাঁহাকে ব্ঝাইয়া দিতে লাগিলাম—
ইহাতে আশ্চর্যা হইবার কিছুই নাই; মহুদ্ম সমাজে বাস
করিতে হইলে অর্থ যেমন প্রয়োজন, সামাজিক রীতি নীতি—
অবশ্য যে গুলি সর্বসন্মত হিতকরী—হয়শ কুষ্ণ প্রভৃতির
প্রতিও তেমনি সমান দৃষ্টি না রাখিলে চলে না। স্নেহ পরায়ণ
ইইয়া এক্ষেত্রে পক্ষপাতী হইলে চলিবে না। রমার এখনও

বিবাহ হয় নাই, আমিও অবিবাহিত, এ অবস্থায় ননাজের কুদৃষ্টি এদিকে পড়িবার পূর্বে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

ধরণীবাবু হাদিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম—"কথাটা কি সতা নয় ?"

তিনি বলিলেন—"খুব সত্য, তুমি বৃদ্ধিমান ছেলে, যথার্থ অফুমান করিয়াছ। কিন্তু এ ত সেরপ ক্ষেত্র নয়, ইহাতে দোবের কিছু নাই। শোন পুলিন! ছংপের বিষয়—আজ রমার গর্ভদারিণী জীবিতা নাই। তাঁহার বড় সাধ ছিল—তোমার সঙ্গেরমার বিবাহ দিবেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা আমাকেই পূরণ করিতে হইবে। আগামী শীতের প্রারম্ভে শুভদিন দেখিয়া তোমাদের ছুইটী হাত এক করিয়া দিতে পারিলেই আমার প্রধান কর্ত্তব্য শেষ হয়। কেন পুলিন—এ বিবাহে তোমার কি কোন অমত আছে?"

আমি বলিলাম—"আমার মতামতের কোন মূল্য নাই,
চিরজীবন আপনার চরণে কৃতজ্ঞতায় আমি আবদ্ধ, নিজে কোন
স্বাধীন অভিপ্রায় আদ্ধ পর্যান্ত পোষণ করি নাই।"

ধরণীবাবু বণিলেন—"তবে আর কি, তুমি নি:দকোচে এখানে বাদ কর।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু রমার মতামতও আপনার একবার

#### (थम-ना-व्यवकना।

জিজ্ঞাসা করা উচিত। এখন সে-ও নিজের ভালমন্দ ব্ঝিতে পারে।"

ধরণীবাবু আবার হাসিয়া বলিলেন—"আমরা সে কালের লোক, ক্সার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বিবাহ দিব— এতদ্র স্থপত্য এখনও হইয়া উঠিতে পারি নাই। সেদিনকার বালিকা রমা—তাহার নিজের ভবিশ্বং ভালমন্দ আমার অপেকা। অধিক বুঝিবে না। আর মাতাপিতার ইচ্ছার বিক্লম মত করিবে—রমা ত আমার এমন মেয়ে নয়, তাহার জননীর অস্তিম অসুরোধ সে ত স্বকর্ণে শুনিয়াছে।"

আনন্দে আমার বক ফীত হইল, মনে মনে কহিলাম— কেমন, দেখিলে রমা—জয়ী কে ?

# ( >< )

বিবাহের কথা লইয়া সোণা তথন বড়ই ঘাান্ ঘাান্ আরম্ভ করিয়াছিল,—সে কাঁদিয়া দিন কাটাইত। আমি তাহাকে প্রকৃতই বিবাহ করিব কি না—কেবল স্থোক বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতেছিলাম কি না—প্রত্যহই সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত; আমার ব্যবহারে তাহার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু উপায় নাই, আমি তথন পরিত্যাগ করিলে সোণার বিপদের সীমা থাকে না, আমাকে বিবাহ করা ভিন্ন তাহার আর প্রত্যক্তর ভিল না—অভাগিনী তথন সন্থান-সম্ভবা।

একদিন সোণা আমায় ভয় দেখাইল—"নারীর সর্বস্থ লইয়। এই বিপদের অবস্থায় এখন যদি তাহাকে পরিত্যাগ কর, কিছুতেই তৃমি স্থী হইতে পারিবে না, মাধার উপর ভগবান্ আছেন।"

নোণার রাগ দেখিয়া আমার হাসি পাইল। সোণা আবার বিলল—"আমার ভয় হয়—বুঝি প্রতারিত হইব, নতুবা আজকাল করিয়া এখনও তুমি আমায় বিবাহ করিয়া এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতেছ না কেন?"

আমি দোণার দিকে চাহিলাম-রাগে চকু আমার

জ্ঞানিতেছিল, তথাপি হাসিয়া জ্ঞিজাসা করিলাম—"তোমার এই মিথ্যা সন্দেহ যদি সতাই হয়—কি করিবে তুমি ?"

সোণা বলিন-"কি করিব ? কেন-রমাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব।''

আমি জিজ্ঞাস। করিলাম—"কাহাকে বলিবে ?"
সোণা বলিল—"তোমার ভগ্নী—রমাকে।"
"রমাকে তুমি ইহার মধ্যে চিনিয়া ফেলিয়াছ ?"

"চিনিয়াছি; দে স্ত্রীলোক—নিশ্চয়ই আমার মনের ব্যথা ব্যিয়া প্রতিকার করিবে।"

বাগে আমার আপাদমন্তক জনিয়া উঠিল, কিন্তু আত্ম সম্বরণ করিয়া উচ্চহাস্তে দোণাকে বলিগাম—"পাগল আর কি ! রমা তোমার বিবাহ দিবে ? সে ধাতের মেয়ে সে নয়, নিজে বিবাহ করিবে না, বিবাহের সে পক্ষপাতা নয়। তুমি ভাবিও না সোণা, শীঘ্রই তোমায় বিবাহ করিতেছি, আর্য্যসমাজের সভাপতির সহিত শীঘ্রই আমি সাক্ষাৎ করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।"

সোণার সরল প্রাণ এ কথায় আশ্বন্ত হইল, ক্ষণিকের ক্রোধ অভিমান ভূলিয়া আবার তাহার স্থন্দর মূখে হাসি ফুটিল।

কার্ত্তিক মাদের শেষ হইতে ধরণীবাবু রমার বিবাহের আবোজন করিতে লাগিলেন। আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম—
তাহাই হইয়াছে। রমা তাহার মাধের শেষ অঞ্রোধের বিক্লজে

মুধ ফুটিয়া কোন কথা বলিয়া ধরণীবাবুর কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে পারে নাই; সে আরও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল—আমার দিকে তথন আর ফিরিয়া চাহিত না, কথা বলাও প্রায় বন্ধ করিয়াছিল; তাহার ভাব দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, বুঝিলাম —সে আমায় মুণা করে। আমার তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই।

কিন্তু ভয় হইল—সোণাকে। সভাই সে অল্পে ছাড়িবে না, ছাড়িলে তাহার দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। হয়ত আমার থোঁজে আবার একদিন এই বাড়ীতে হাজির হইবে, পূর্বের ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে কিছুতেই সে এ বিবাহ হইতে দিবে না। এখন তাহাকে স্থানান্তর না করিলে উপায় নাই।

সেদিন রবিবারে সোণার ইচ্ছা হইল - বেড়াইতে যাইবে;
আমিও প্রস্তুত ছিলাম। তাহাকে আমি বিবাহ করিব না—একথা
সোণা নিশ্চয় জানে না। সন্দেহে তুলিয়া যতই অধীর হইয়া
উঠিতেছিল—আমি ততই তাহাকে অধিকতর আদর দেখাইতে
ছিলাম।

বিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায় বেড়াইতে যাইবে ?"

সোণা বলিস—সহরের সবই সে দেখিয়াছে, কোণাও তাহার আর ভাল লাগে না। আমি বলিলাম—"গঙ্গার ধারে ?"

সোণা দীর্ঘনি:খাস ছাজিয়া বলিল—"বম্বের সম্ত তীরের তুলনায় কিছুই নয়!"

#### (अप-ना-अवकना।

আমি বলিলাম—"আচ্ছা চল, আমাদের দেশের এক নৃতন
দৃশ্য তোমায় দেখাইয়া আনি, এ সম্পদ বাদলায় বেমন আছে,
তেমন আর অন্ত কোথাও নাই।"

সোণা জিজ্ঞাসা করিল—"কি—সে ?"

আমি বলিলাম — "বে জন্ম বাকলাকে সোণার বাকলা বলে — বাকলার সেই 'ক্ছল। ক্ললা শস্ত-ভামলা' পল্লী সৌক্ষ্য !"

দোণা আনন্দের সহিত আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। ষ্টেশন সংলগ্ন হোটেল হইতে এক ফ্লাস্ক্ ব্রাণ্ডি পকেটস্থ করিয়া সোণাকে লইয়া কোন টেনে উঠিলাম, ট্রেন কলিকাতা ছাড়িয়া চলিল।

অনস্ত হরিং কেত্রের মধ্যদিয়া ছ ছ শব্দে গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে; রৌজের তেজ নাই, প্রথম শীতের দ্বিশ্ব বাতাদে সোণার প্রাণটী প্রফুল্ল হইল। প্রান্তরের পর প্রান্তর চলিয়াছে— সমতল—উর্বর, স্থানে স্থানে শত শত গাছের সারি—দৈশ্ব সারির মত মাথা উচ্ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; কখনও বা প্রান্তর শেষ হইয়া বছবিধ ফল-পুল্প-সমন্থিত এক এক খানি পল্লীচিত্রে দোণা উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে! "এটা কি গাছ," "ওটাকে কি বলে," "উহার নাম কি পাখী"—এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছে। বেলা যখন প্রায় শেষ হইল, আমরা কোন ষ্টেশনে নামিলাম। আজিকার দিনটা সোণার বেশ হাসি ও আনক্ষ

# श्रु नित्तर कथा।

ক টিতেছিল। আমি বলিলাম—"এখান হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে পরবর্তী তিন চারি মাইল দ্রের ষ্টেশনে গিয়া ট্রেনে উঠিয়া কলিকাতায় ফিরিব।"

সোণা আনন্দে সমত হইল।

রান্তা ছাড়িয়া আমরা প্রান্তরে ও বনপথে চলিয়াছি, হৈমন্তিক শক্তের ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়া মাঠের তথন অতুল শোভা! অন্তমান স্থোর রক্ত গোলকটা আকাশের গায়ে নানা রংএর টেউ ছড়াইয়া দিগন্তের কোলে—দ্রের ধৃ ধৃ গাছের সারি মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবিয়া য়াইতেছে! আমরা উভয়ে উভয়ের বাহু বেষ্টনে সেই মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যা দেখিতে দেখিতে নির্জন পথে চলিয়াছি, সোণাকে আনন্দ দানের জন্তা মধ্যে মধ্যে আমি শীষ্ দিতেছি, আমার অন্তরোধে সোণাও একস্থানে বিসয়া একবার গলা ছাড়েয়া স্থমিষ্ট তানে আপনার গোপন ছঃখ কথা দিনপতির চরণে নিবেদন করিল, প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া উঠিল, দিননাথ অন্তাচলে মুখ লুকাইলেন, সেই নির্জন প্রান্তরে ক্ষণিকের জন্তা মৃশ্ব হইলাম—শুধু আমি।

রাখালেরা এই সময়ে গরুর পাল লইয়া আপন আপন গৃহে ফিরিভেছিল, পথের মাঝখানে আমাকে সাহেবা সাজে এবং আমার সঙ্গিনীকে পার্দী পোষাকে দেখিয়া বিশ্বিত হইয়া কেহ কেছ—কি জানি কি মনে করিয়া—দেলাম দিয়া চলিয়া গেল।

#### (अभ-ना-अवकना।

তথন সন্ধা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আমরাও মাঠ ছাড়িয়া রেল রাস্তার উপরে উঠিলাম। অনেকক্ষণ চলিবার পর বছদ্রের লাল নীল আলোক লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম—আর মাইলখানেক গোলেই গল্পব্য ষ্টেশনে পৌছিতে পারিব। কিন্তু সোণা আর চলিতে পারিতেছিল না, ভাহার অভ্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছিল, কিছুকাল বিশ্রামের জন্ম সে ব্যন্ত হইয়া পড়িল। উচ্চ রেল পথের একটা ছোট পুলের খিলানের গাঁথনির উপর সোণাকে লইয়া বসিলাম।

আকাশের পাতশা মেঘের অস্তরাল হইতে তথন জ্যাংসারশ্যি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, সোণা অর্দ্ধশ্যনাবস্থায় আমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া চক্র ও মেঘের সেই লুকোচুরি থেলা দেখিতেছিল। আমি দেখিতেছিলাম—সোণাকে, আর মনে জাগিতেছিল—সেই পূর্ব ভাবনা—কিরপে সোণার হাতে অব্যাহতি পাই। পকেট হইতে ফ্রাস্ক্ বাহির করিয়া খানিকটা তীব্র ব্রাণ্ডি পান করিলাম, তারপর ধীরে ধীরে বলিলাম—"সোণা। আমায় কি তুমি ভূলিতে পার না ?"

সোণা সহসা এ কথায় চমকিত হইল। কিছুকাল একদৃষ্টে আমার মৃণের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, আমার ক্রোড় হইতে গীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—''আজ এ কিকথা! আমায় কি তুমি ভালবাদ না?"

আবার স্নেহের ভাণে তাহাকে ভুলাইবার জন্ত বলিলাম— "তোমায় থুব ভালবাসি, সে সন্দেহ তুমি করিও না সোণা।"

সে প্রায় কাঁদিয়া বলিল—"তবে এমন কথা বলিলে কেন?"
আমি স্পষ্ট বলিলাম—"তোমায় আমায় বিবাহ—বুঝি
বিধাতার অভিপ্রেত নয়।"

भागा कां पिट नाशिन।

আবার সেই কারা—আমার যাহা ভাল লাগে না !— যে জন্ত সোণার সংসর্গ ভিক্ত হইয়া উঠিগছিল ! সোণা এখন আমার বিপজ্জনক গলগ্রহ, আমার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়! সে আমায় ভালবাদে,—তাহাতে কি আসে যায় ? একটা রান্তার ভিধারিণী যদি আমায় ভালবাদে—আমি কি তাহার প্রেমে ভিধারী সাজিতে পারি ?

সোণা বলিতে লাগিল—"দেখ নিষ্ঠুর হইও না, আপনার প্রতিজ্ঞা ভূলিও না, আমাকে পরিত্যাগ করিও না; বিবাহ করিবার প্রলোভনে ফেলিয়া আমার সর্কানশ করিয়াছ, আমার সর্কান্থ অপহরণ করিয়াছ, এখন এই লক্ষাকর বিপদের অবস্থায় বদি আমায় ত্যাগ কর,—অপমানের হাত এড়াইতে মৃত্যু ভিন্ন আমার উপায় থাকিবে না।"

'মৃত্যু !'—সোণার মুখের এই মৃত্যু কথাটায় আমার চিস্তার গতি ফিরাইয়া দিল, সোণার হাত হইতে উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া

পাইলাম, ভাবিলাম—তাহাই বটে, মরণেই এখন সোণার মঞ্চল; মরিবে ত সকলেই, তবে—কিছু পূর্বে হইলে ক্ষতি কি ? ইহাতে সোণারও সমান রক্ষা হইবে, আর—আমারও পথ মুক্ত হইবে।

সোণা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার (কোমল বাছ ছ'থানিতে আমার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া, ছল ছল চক্ষ্ ছ'টী আমার চক্ষের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—"সতাই কি তুমি আমায় ত্যাগ করিবে—আর কি তুমি আমায় ভালবাস না ?"

আমিও আমার দৃঢ় ও সবল উভয় করাস্থাল তাহার ক্ষীণ ও কোমল কঠবানি বেষ্টন করিয়া—তাহার রক্তিম অধবে শেষ চুখন লইয়া কৃত্রিম স্থেহে বলিলাম—"বাসি— এখনও তোমীয় আমি পূর্কের মতই ভালবাসি—সোণা।"

তাহার পর যাহা করিলাম—বিশ্বের লোক শুনিয়া চমকিত হইবে, ধৈর্য্য হারাইবে, মৃত্তিমান সমতান ভাবিয়া আমার নামে লোকে শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু তব্ও আমায় বলিতে হইবে, কেননা—আমি বলিতে বিসিয়াছি।

সোণ। ভাবিয়াছিল যে, প্রণয়ের আবেগে আমি তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়াছি, আমি যে র।ক্ষস—তাহা ত দে জানিত না, সরল প্রাণে আমায় বিশ্বাস করিয়াছিল! কিন্তু আমার সবল করাঙ্গুলে তাহার সেই কণ্ঠবেষ্টন ক্রমশ: দৃঢ় হইয়া—কোমল কণ্ঠনলিটী চাপিয়া পিবিয়া একেবারে চিরদিনের মত ক্ষম করিয়া দিল!

# श्रुनित्तत्र कथा।

মৃত্যুর পূর্ব মৃহর্তে দে বৃঝি আমার অভিপ্রায় বৃঝিতে পারিয়া একবার ধড়ফড় করিয়া উঠিল, কাতর নয়নে বোধ হয় আমার দিকে শেষ চাহনি চাহিল, আমি তাহা দেখিয়াও দেখিলাম না। নাক মুখ হইতে তাহার গল্ গল্ ধারে রক্ত ঝরিতে লাগিল, মুখবিবর হইতে জিহব। বাহির হইয়া পড়িল, প্রাণপাখী সোণার পিঞ্চর ছাড়িয়া পলাইল।

মৃতদেহ মৃত্তিকার উপর ফেলিয়া কিছুকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমারও যেন তথন চৈতত ছিলনা, কি একটা দানবাঁয় আচ্ছয়তায় আপনার অন্তিত পর্যন্ত ভুলিয়া পিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলাম।

একটা ঘাম হইয়া পুনর্বার প্রকৃতিস্থ হইলাম। হঠাৎ
মনে পড়িল—সোণার বক্ষঃ সক পর্বহারের লকেটে আমারই
একটি ক্ষুদ্র আলোক-ছবি রহিয়াছে; অবিলয়ে উঠিয়া কিপ্রহন্তে
দেই পর্বহার, আমারই প্রদন্ত একটা আংটা ও আর যাহা সংমান্ত
অলকার ছিল এবং কটিবন্ধ হইতে আমারই নামান্ধিত কমালগানি
সমস্তই খুলিয়া লইয়া আপনার পকেটে পুরিলাম। সনাক্ত
করিবার কোন উপায় না থাকে তৎপক্ষে ভালরপ বাবস্থা ও
পরীক্ষা করিয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আবার
ভাবিলাম—না, মৃতদেহ এই উন্মুক্তস্থানে ফেলিয়া গেলে লোকচক্
সহসা ইহার উপর পড়িবে। পুল হইতে কয়েক হাত দুরে

বেলরাস্তার পার্শে একটা ঘন উলুবন ছিল, শেইখানে লাস গোপন করিবার অভিপ্রায়ে অভি কটে ভাহা টানিয়া লইয়া সেই উচ্চ বেলরাস্তা হইতে নিম্নে উলুবন মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। পতনের শব্দ হইল, উলুবন নড়িয়া উঠিল, কিন্তু কি আশ্চর্যা—সেই ঘন বন্মধা হইতে এক জীবিত স্ত্রীমৃত্তি ধারে ধারে উঠিয়া দাড়াইল।

ভাবিলাম—কে—এ? সোণা কি মরে নাই? আবার ভাবিলাম—নিশ্চয়ই সে মরিরাছে—আমি ভালরপ পরীকা করিয়ছি; তবে এ কি সোণার প্রেভান্মা! বালাকালে পিসার মুথে ভূতের গল্প শুনিয়াছি, বিলাতেও কেই কেই ভূতের ভয় করেন, আমি এভদিন বিশাস করি নাই—আজ বিশাস করিলাম, আতকে বৃক কাঁপিয়া উঠিল, প্রাণপণে টেশনের দিকে দৌড়াইলাম; কিন্তু পা যেন চলে না, মনে হইতে লাগিল—সোণার সেই প্রেভান্মা গেন আমায় ধরিবার জন্ম আমার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছে, অতিকটে যথন টেশনের সীমানার মধ্যে আসিয়াছি, ভয় হইল—সোনার হাত ছইটা যেন দশহাত লম্ম হইয়া আমার পলা টিপিয়া ধরিতে আসিতেছে, সাধ্যমত আরও জতে দৌড়াইয়া একেবারে প্লাটকরমে উঠিলাম।

বিশ্রামকক্ষে উপবেশন করিয়া প্রথমেই পকেট হইতে ফ্লাস্ক্ বাহির করিয়া অবশিষ্ট মদটুকু এক নিশাদে নিঃশেষ করিলাম।

## श्रुलितित कथा।

কতকটা স্থা হইয়া—কর্ত্তব্য কি, সোণার বাদার দাদদাদীকে কি বলিব—এইরূপ নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে কলিকাতাগামী গাড়ী আদিল; টিকিট আর করিতে হইল না—ফিরিবার টিকিট পুর্বেই সংগ্রহ ছিল, আন্তে আত্তে বাহির হইয়া ট্রেণের এক দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্জন কক্ষে উঠিয়া বদিশাম।

গাড়ী ছাড়িবে এমন সময়ে একটা স্থালোক তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার সেই গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়া ছাড়িয়া দিল। আমি অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া চুফুট টানিতেছিলাম, যেই মাত্র তাহার দিকে চাহিয়াছি—আবার আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, অবাক হইলাম— একি, এ যে—সোণা!

সে-ও আমায় স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতেছিল, গাড়ীর বিছাং আলোক তাহার মুখে পড়িয়াছিল, ভালরপ লক্ষ্য করিলাম — না সোণা নয়, এমন মূল্যবান অলগার শোণা কোথার পাইবে? আর, ব্যসেও সোণার অপেক্ষা অনেক বড়, কিন্ত হঠাং দেখিয়া ধরিতে পারা যায় না, অবিকল সোণারই মত।

व्रम्पी नव-त्योवना ना इहेत्व अ छ-त्योवना नत्ह !

হাসিয়া প্রশ্ন করিল— "আপনিও কি কলিকাতায় যাইবেন ?"

বা:। কণ্ঠশ্বও যে ঠিক সোণাবই মত !

#### ट्यम-ना-প्रवक्ता।

অবিলয়ে তাহার সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিলাম, বেশ শিক্ষিতা, রসিকা, বে-পর্ফা মহিলা! আমাদের আলাপ ক্রমে ক্রমিয়া উঠিল।

হঠাং এক চমংকার সাফাই মতশব আমার মাথায় আসিল;
— যদি ইহাকে কোন গতিকে আজ রাত্তির মত বোবাজারে
সোণার বাসায় লইয়া যাইতে পারি— আমার বিপদের ভয় কাটিয়া
যাইবে, সোণা ফিরিয়াছে ভাবিয়া কেহ কোন সন্দেহ করিবে না।
ভারপর ইহাকে বিদায় করিয়া দিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে।

ক্রানিক ও স্থচত্রের অহকার আমারও কম ছিলনা, নানারপ হাসি, গল্প ও আলাপে অল্পণ মধ্যেই আমি তাহার প্রায় আপনার লোক—অন্তরক বন্ধু হইয়া উঠিলাম; মনোরথ সিক্ষ হইল, বুঝিলাম—সে আমায় পছন্দ করিয়াছে।

গাড়ী এতকণ চলিতেছিল কি দাঁড়াইয়া ছিল—আমাদের উভয়ের সেদিকে ছঁল ছিল না, কলিকাতায় আসিয়া গামিতে আমাদের চমক ভাঙ্গিল। আসন সৌভাগ্যে গর্বিত ও উৎফুল্ল আমি—সোণার বদলে হীরার হাত হাতে লইয়া— টেশনের বাহিরে মোটরে উঠিয়া বৌবাজারের বাদার দিকে বরনা হইলাম।

( 50)

কিশোরীলালের মৃত্যুর পর আমিও পায়ের জার্ণ শৃষ্থল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়। বাইজা হইলাম। আমার সঙ্গীতের স্ববশে আজ ভারত ব্যাপ্ত, পল্লাগ্রামের রিদক তাঁতির ঘরণী সেই হিরণ আমি—আজ কত রাজা মহারাজা আমার প্রেমের ভিগারী— মাজাবাহী! কোন অভাব নাই, কিন্তু স্বথও খুঁজিয়া পাই না; কি যে তৃ:ধ—কেন যে তৃ:ধ—ভাহাও ঠিক বৃঝিনা। স্থান্থের কোথায় একটা বেদনা জাগিয়া উঠিল,—ক্ষুত্র পরেশ আমায় ঘুণা করে, তাহার সেই অহন্ধার চুর্ণ করিতে পারিলাম না, এ পরাজ্য় অপেক্ষা মৃত্যুও আমার ভাল ছিল। চলস্ত রেলগাড়ী হইতে পড়িয়া কেহ কোথাও বাঁচিয়াছে—কই, শুনি নাই ত! ভবে আমি কেন মরিলাম না!

গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া ঘুরপাক থাইবার সঙ্গে সংস্থ অঠৈততা হইলাম। অজ্ঞান অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না, তবে ধুব বেলীক্ষণ যে নয়—তাহা ঠিক। চকু মেলিয়া

#### (अम-ना-প्रवक्षना।

দেখিলাম—ক্ষটিক জ্যোৎসায় দিগন্ত হাসাইয়া আকাশে শশাক হাসিতেছে ! কোথায় আছি, সতাই জীবিত আছি—না মরিয়া স্ষ্টির কোন নৃতন সীমান্তে আসিয়া পড়িয়াছি—প্রথমে স্থির করিতে পারি নাই। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব ঘটনা সম্দয় শ্বরণ ইইতে লাগিল।

দেখিলাম—রেলরান্তার পার্শ্বন্থ এক ঘন উল্বন মধ্যে আমি
পড়িয়া রহিয়াছি; ধীরে ধীরে উঠিবার চেটা করিয়া বৃঝিলাম—
কোণাও কোন আঘাত বা বেদনা নাই, অনেকটা স্বাভাবিক
অবস্থাতেই আছি! কোন্ বিধাতার ক্রীড়া রহস্তে এইরূপ মৃত্যু
মূথে পড়িয়াও অনাহত শরীরে জীবিত রহিয়াছি—নিভান্ত
আশ্চর্যা হইয়া কিছুক্রণ ভাবিলাম। উঠিয়া হাটিতে পারি কিনা
পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল।

এমন সময়ে অল্ল দূরে একটা অস্কুচ্চ গোঁ-গোঁ শব্দ শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম। একবার মনে হইল—হয়ত কোন হিংলা জন্ত আহার শীকার করিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক চাহিয়া—অল্ল দূরে—উলুবন সংলগ্ন রেলরান্তার পুলের উপরে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ শিহ্রিয়া উঠিল। এক বীভৎসমূর্তি নর-রাক্ষণ কোন অসহায়া রমণীর কণ্ঠ-দেশ তৃই হত্তে সজ্লোরে চাপিয়া প্রাণবিনাশ করিতেছে,— শ্রেন-ধৃতা কপোতীর মত রমণী নিক্ষণ চেটায় ছট্ফট্ করিতেছে;

আততায়া আকাশের দিকে চাহিয়া দাতে দাত কামড়াইতেছে, মুবে তাহার চন্দ্রালোক পড়িয়া তুই চক্ষ্ ভীষণ দেখাইতেছে! ভয়ে ও বিশ্বয়ে একেবারে অভিভূতা—মুগ্ধা হইয়া আমার বাক্শক্তি রোণ হইল; মনের প্রবল ইচ্ছা—দৌড়াইয়া গিয়া জোর করিয়া তথনি দেই অসহায়ার জীবন রক্ষা করি, কিন্তু পারিলাম না,—শরীর অবশ, নিথর, একটা কথা কহিবার জন্ম বুক য়েন ফাটিতেভিল, অথচ বলিবার সামর্থা ছিল না! স্বপ্নে চোর দেখিলে অনেকের য়েরপ হয়—আমার তথন তদবস্থা। আর দাড়াইতে না পারিয়া বিদ্যা পড়িলাম, বুঝি আবার জ্ঞান হারাইলাম।

কিছুকাল পরে—অতি নিকটে কোনও গুরুভার পতনের শব্দে আমার চমক ভাঙ্গিল, অমনি দাড়াইয়া দেখি—দেই হিংল্ল পুরুষ এক দৃষ্টে আমাকে দেখিতেছে, কার্য্য শেষ করিয়া রমণীর মৃতদেহকে বনমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে-ও বোধ হয় বিশ্বিত বা ভীত হইয়া থাকিবে. গেমন আমি নড়িয়াছি, অমনি জ্যোৎসা-ধ্বলিত-প্রান্তর-বক্ষেশয়তানের মত জ্বতপদে ছুটিয়া পলায়ন করিল! নিমে চাহিয়া দেখিলাম—মৃতদেহটী প্রায় আমার পায়ের নিকটে, পা'ত্থানি ভাহার বনের বাহিরে পড়িয়াছে।

ভাররপে ভাষা দেখিতে লাগিলাম, স্ত্রীলোকটী যুবতা ছিল, অঙ্গনৌষ্ঠবে স্থলরী, চিনিতে পারিলাম না! সমস্ত মুথে রক্ত,

জিহবা অনেকটা বাহির হইয়া প'ড়িয়াছে, রক্তাক্ত মৃথে কৃষ্ণ চক্ষ্টারা দুইটা কোটর হইতে ঠিক্রাইয়া বাহির হইয়া বড়ই ভয়কর দেখাইতেছিল; আহা—কি নিদাকণ যন্ত্ৰণায় অভাগিনীর প্রাণ বাহির করা হইয়াছে।

দেহে তাহার প্রাণের চিহ্নমাত্র ছিল না, আর তাহার কোন
সাহাযাই প্রয়োজন হইবে না, তবে এখানে বিলম্ব করিয়া লাভ
কি, পুলিদে এই মৃতদেহ লইয়া কম হলুসূল করিবে না; স্ক্তরাং
সান্ধীমঞ্চে বা আসামীর কাঠগড়ায় উঠিবার প্রবৃত্তি না থাকায়
প্রস্থানের উত্যোগ করিলাম। পরিধানের কিছুই ছিল্ল হয়
নাই, পাতৃকা তুইগানিও পুর্বের মত পায়ের সঙ্গে তেমনি
নাধা আছে। শিথিল বন্তাদি ভালরপ ঝাড়িয়া ও কষিয়া
পরিধান করিয়া রেল রান্তার উপরে উঠিলাম। কোথায়
আসিয়াছি জানি না, রান্তার একদিকে বছ দূরে আলোক
দেখিতে পাইয়া নিশ্চয়ই কোন ষ্টেশন হইবে ভাবিয়া তদভিম্পে
চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর প্রান্ত হইয়া ষ্টেশনের
প্রাটফরমে উপস্থিত হইলাম।

ষ্টেশনে আসিতেই কলিকাতা যাইবার গাড়ী পাইলাম। তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া সমূথে যে গাড়ী পাইলাম তা াতেই উঠিয়া বসিলাম, ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিল।

সেই কক্ষে একজন মাত্র যাত্রী বসিয়াছিল, কিন্তু লোকটীকে

দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্বিত হইলাম – এই না সেই হত্যাকারী !— হা—ঠিক সেই লোক, ভুল নয়-—ধাঁহা নয়—নিশ্চয়ই সে।

কিন্তু আমি মুগ্ধ হইলাম—তাহার শাস্ত ও ফুলর মুখখানি দেখিতে দেখিতে; একি নেই মুখ—ইতিপূর্বে যাহার বীভংস ভাবে আতকে শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম—কি পরিবর্ত্তন! এমন ফুলর পুরুষ কি খুনী হয়! অনেক পুরুষের আরুতি চক্ষে পড়িয়াছে—এমন রূপবান যুবক আর কখনও দেখি নাই। ভাবিতে লাগিলাম—বাহিরের এমন কলপের রূপ, অন্তরে রাক্ষদের নিষ্ঠুরতা—লোকটা কি ভীষণ!

যাহা হউক, তাহার পরিচয় জানিতে কৌতৃংল হওয়য়
আমিই প্রথম কথা কহিলাম। সে-ও হঠাং আমাকে দেখিয়া
বিশ্বিত হইয়াছিল, কিছু আমায় চিনিতে পারিল না। চিনিবে
কিরপে—চিনিবার মত করিয়া সে ত আমায় তখন দেখে নাই,
দ্রে বনমধ্যে আমার দিকে চাহিয়াই ভয়ে পলাইয়াছিল। আমি
আর সে প্রসঙ্গের উত্থাপন না করিয়া নিজের সত্য-মিথ্যাজড়িত যে পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহাই বিশ্বাস করিয়া সে সম্ভট
হইল।

গাড়ীতে অন্ত কেহ উঠে নাই, আমরা ছ'জন পরক্ষার কথোপকথনের আনন্দে মগ্ন হইয়া চলিয়াছি। উচ্চ শিক্ষিত, চতুর, হাল ফ্যাসনে ফিট্ফাট স্থরসিক ভদ্রলোক সে, বেশ প্রকুল

#### (धम-ना-अवकना।

ভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিল, বলিবার ভঙ্গী এবং কঠম্বরও চমৎকার; বাঃ—কি অঙ্কুত ক্ষমতা! এতবড় একটা ধুন কেমন অনায়াসে হজম করিতেছে—সাকাৎ শয়তান!

আবার ভাবিলাম—আমিই বা কম কিলে? আমিও ত বাপের হর, রদিকের সংসার, কিশোরীলালের বিলাস কক আলাইয়া পোড়াইয়া আদিয়াছি; ইনি ব্যারিষ্টার—আমি বাঈজী, বিষের ছুরি আমাদের কাহারই কম শাণিত নয়! আমি দেখিব—এই পুলিনবাব্র দৌড় কতদ্র; বানর, ছাগল, মেষ লইয়া অনেক পেলা খেলিয়ছি, এইবার সাপ লইয়া থেলিব ফিন মার — দে মারণে একটা গর্মা আছে!

ক্ষোগও হইল। রদালাপের শেষভাগে পুলিনবাবু বলিল
— তাহার প্রেয়দীও দেখিতে অবিকল আমারই মত ছিল, আজ
দকালে প্রণয়ের কঠিন নিগড় ছিল্ল করিয়া মৃক্ত বিহঙ্গিনীর মত
দে কাহার সহিত কোথায় উধাও হইয়াছে, আমাকে দেখিয়া
তাঁহার দেই প্রেয়দী বলিয়াই ভ্রম হইয়াছিল।

সামান্ত প্রতিবাদ ছলে আমি বলিলাম—"হইতে পারে, কচিৎ কথনও তৃই চেহারায় পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়; কিন্তু আপনি যতদ্র বলিতেছেন — ভাহা রহস্ত ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না।"

८म मृह्ञात महिङ वनिम—° छन्न आभाव मत्म, आपनारक्

ভাষার ফটো দেখাইব, আরসিতে অমনি নিজের মৃর্টিটা দেখিয়া মিলাইয়া লইবেন।"

আমি দমত হইলাম। বুঝিলাম—তাহার এই প্রস্তাবের মূলে হয় ত কোন উদ্দেশ্য থাকিবে; কিন্তু আমার ভয় কি! এইমাত্র যে মৃত্যুম্থ হইতে কিরিয়া আদিয়াছে, মরণও যাহাকে ভয় করিয়াছে—তাহার আবার ভয়।

বৌবাঞ্চারের একথানি দোতলা বাড়ীর সন্মুথে মোটর হইতে নামিলাম, এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ভিতর হইতে দরজা থুলিয়া দিল, আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম। পুলিনবাব্ যাহা বলিয়াছিল—মিথা। নয়, সতাই সোণার চেহারাথানি ঠিক যেন সতের আঠার বংসর পূর্বেকার আমি। কিন্তু চক্ষের চাহনিটুকু সোণার বড়ই সামা—আধ আধ লজ্জামাথা—দেখিয়া সাধ মিটে না। ভাবিশাম—গত রাত্রে এই অভাগিনীরই জীবন-থেলা কুরাইয়াছে, আহা—কোন প্রাণে, কোন স্বাথের লোভে এমন স্বর্গের পারিজাত্বকে পিয়িয়া নই করিল!

পুলিনবাবু অন্ধরোধ করিল — এখন হইতে দে আমায় 'সোণা' নামেই ডাকিবে, আমিও ধেন তাহাকে দোণার শোক ভূলাইবার জন্ম এখানে সোণার অভিনয়ই করিতে থাকি। আমার তাহাতে আপত্তি কি!

সোণার শতি বিশ্বত হইবার জন্ম প্লিনবারু মধুবারি

আনাইল; ফলে, আমিও তাহার অন্ধরোধ উপেক্ষায় অক্ষম হইয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণে সে রাত্রি তথায় জাগিয়া কাটাইলাম।

সোণার একটা সেতার ছিল, স্বর বাঁধিয়া বাজাইলাম, পুলিনবার আহলাদে বলিয়া উঠিল, "বাহবা—কি মিঠা হাত! এ যে অবিবল আমার সেই সোণা।"

আমি বলিলাম—"না, খাটী নয়—এ নকল-দোণা।"

পর্বিদন স্কাল বেলাও উভয়ে সেইখানে কাটাইলাম। বিপ্রহরে পুলিনকে বলিলাম—"এতক্ষণ ত তোমার অতিথি হইয়। আমি এখানে কাটাইলাম, এইবার তুমি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক্রিয়া বন্ধুত্বের মধ্যাদা রাধ।"

পুলিন হাসিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই রাথিব, আমি ত ইহাই আশা করিয়াছিলাম ।"

আমাদের বাহির হইতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়াছি, কিন্তু মনে একটা উংকণ্ঠা পূর্ব্বদিন হইতেই জাগিয়াছিল—এই সোণা মেয়েটি কে ! পূলিনকে জিজ্ঞানা করিয়া কোন সহত্তর পাই নাই। সে বলিয়াছিল—সোণা একটা সাধারণ বারাঙ্গনা। উত্তরটা সে যেন একটু ভাবিয়া দিয়াছিল। তাহার বলিবার ভঙ্গা এবং সোণার গৃহশ্রী দেখিয়া পূলিনের কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। গৃহমধ্যে অহুসন্ধান করিতে পারিতাম, কিন্তু

পুলিনের সম্মুখে সে অবসর মিলিল কৈ । ধাহা হউক, পরে দে স্থযোগ করিয়া লইব—এইরপ ভাবিতে ভাবিতে বড় রাস্তার চৌমাথা পর্যাস্ত আসিয়াছি—থবরের কাগজ্ওয়ালা হাঁকিল—"আজিকার ভীষণ ধবর, চলস্ত রেলগাড়ীতে হীরাবাঈ খুন।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম— দে কি! খুন হইল একজন, আর রাষ্ট্র হইল আমার নাম! আমি ত এই জাবিত।

আশাতীত ফল লাভ করিলে মান্থবের মুখের ভাব ধেরপ হর, পলকের জন্ত প্লিনের মুখমগুল তজ্ঞপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্ত তংক্ষণাং সে-ভাব গোপন করিয়া ধেন খুব আশ্চর্যা হইয়া দে বলিল—"একি খবর ! তুমিই ত হীরা বাঈ,—না ?

আমি বলিলাম- "ইা ?"

"তুমি খুন হইয়াছ—এ কি রকম ব্যাপার ?"

ঘটনাটা যদিও কতকটা বুঝিয়াছিলাম, তথাপি গোপন করিয়া বলিলাম,—"আমি ত কিছু জানি না!"

একখানি কাগন্ধ কিনিয়া উভয়ে পড়িতে পড়িতে চলিলাম। কাগন্ধের একস্থানে বড় বড় অক্ষরে নেথা রহিয়াছে—"ভীষণ হুর্ঘটনা, নিষ্ঠ্ররূপে নারী হত্যা, চলস্ত ট্রেণে ভারত-বিখ্যাত বাইজা হীরাবাই খুন ?"

অবস্থাটা আরও বৃ্ঝিবার জন্ম তাহার নিমের পংক্তি কয়টি পড়িতে লাগিলাম:—

"গতকলা সন্ধার পর কলিকাতাগামী একথানি প্যাদেঞ্চার ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর একথান গাড়া হইতে ভারত বিখ্যাত বাঈজী হীরাবাঈকে কোন তুর্কৃত খুন করিয়া গাড়ী হইতে মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের ধন্তাধন্তিতে গাড়ীর দরজার একথানি কাঁচ ভালিয়া গিয়াছে, গাড়ীতে রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। প্রত্যুষে রেল রাস্তার পার্থে কোম্পানীর লাইন-ম্যান প্রথমে মৃতদেহ দেখিতে পায়। পুলিদ তদস্ত চলিতেছে, স্বাদামী এখনও ধরা পড়েনাই।"

উভয়েই বৃঝিলাম—সোণার মৃতদেহ আমার ভাবিয়া লোকে অম করিয়াছে—কিন্তু কেহই কিছু প্রকাশ করিলাম না। পুলিন চিন্তিত হইলেও তাহার চকু নাচিয়া উঠিল, অতি উৎসাহে আমার হাত হইতে কাগজটি লইয়া আবার পড়িতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—কিন্তু আমি মারিয়াছি— হীরাবাঈ খুন হইয়াছে—ইহা কিন্তুপে সিদ্ধান্ত হইল? মৃতদেহ আমার বলিয়া কে সনাক্ত করিল? পরেশ বাবু নিশ্চয়ই কিছু প্রকাশ করেন নাই। গাড়ীর চলক্ত অবস্থায় দরকা খোলা থাকার কক্ত কাঁচ ভাকিতে পারে, কিন্তু রক্ত আসিবে কোথা

হইতে—কিছুই স্থির বৃঝিতে পারিলাম না। রেলগাড়ী সংক্রাস্ত ঘটনা পুলিন জানিত না, আমাকে আবার প্রশ্ন করিল—
"তোমার নাম কিরপে রাষ্ট্র হইল—কাল তুমি কোথায় ছিলে ?"
আমি বলিলাম—"তোমার সঙ্গেই ত কাল একত্তে আদিয়াছি, কিরপে জানিব বল ?"

তারপর সে আর কিছু বলিল না, চিন্তিত হইল—বেশ লক্ষ্য করিলাম। তাহার চিস্তার কারণ আমার অজ্ঞাত নয়। আমি এখন প্রকাশ হইলেই তাহার বিপদ, আমি প্রচ্ছন্ন থাকিলে আর কোন ভয় থাকে না। তাহার মনোভাব বৃঝিয়াও একটু রহশু করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম—"তবে ত এখনি আমার প্রকাশ হইয়া প্রতিবাদ করা কর্ত্বা।"

পুলিনের মুথথানি সাদা হইয়া গেল, বলিল- "ভা-বটে, কিছ-।"

আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"চাপিয়া বলিতেছ কেন— তোমার কি কোন অক্ত অভিপ্রায় আছে ?"

সে বলিল—"নাং, অন্ত অভিপ্রায় আর কি থাকিবে? তবে এরপ মন্ধার জনরব আমার সম্বন্ধে রাষ্ট্র হইলে আমি কি করিতাম —জান ?"

আমি বলিলাম—"প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রহস্টা। দেখিয়া লইতে— কেমন ?"

## (श्रम-ना-श्रवकना ।

পুলিন হা:—হা: শব্দে হাসিয়া উঠিল। আমি বলিলাম — "তা—ঘটনাটা কিক্সপ দাঁড়ায়, কয়েকটা দিন গা ঢাকা দিয়া দেখিলে মন্দ কি ?"

সে বলিল—"মন্দ কেন? বরং ধুবই মজা হবে, মৃত্যুর পর ভোমার সম্বন্ধে সকলে কিরপ সমালোচনা করিবে, বাঁচিয়া থাকিয়া সে রহস্ত উপভোগ করিবার স্থযোগ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? দেখিবে ভোমার মত বিখ্যাত গায়িকার সম্বন্ধে কত বড় বড় কাগজে কত রকম লেখা বাহির হইবে। তুমি ক্ষেক্টা দিন একটু চুপ করিয়া দেখ—কি হয়; ভারপর ব্যাপারটার একটা হেল্ডক্তন্ত হইলে, আমি এই বিষয়ে দস্তর মত একখানা নাটক লিখিয়া ফেলিব।"

আমি বলিলাম—"ঠাট্টা নয়, সত্যই আমি এখন প্রকাশ হইব না, দেখি—কি হয়।"

তথন আমরা প্রায় আমার বাড়ীর কাছে আদিয়াছিলাম,
তংক্ষণাং দেখান হইতে গাড়ী ফিরাইয়া চালককে আমার
বাগান-বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া তদভিমুখে গাড়ী চালাইতে
আদেশ করিলাম। পুলিন আশ্বন্ধ হইল।

কলিকাতার উপকঠে—গঙ্গার উপরে আমার অনতি-রুহৎ স্থসক্ষিত নির্জ্জন বাগানখানি পুলিনের বড়ই পছন্দ হইল। উদ্যান-রক্ষক একজন মাত্র ভৃত্যকে সতর্ক করিয়া ফটক প্রের্গ্র মত বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়া আমরা তথায় অবাধ আনন্দেদিন হাটাইতে লাগিলাম। মৃক্ত বাতাস, নদীর দৃষ্ঠ, ঢেউয়ের শব্দ, ফুলের সৌরত, নীরবে—নির্জ্জনে আমরা তুইজন—পরম্পরের মৃথের দিকে চাহিয়া—মৃত্ হাসিয়া—প্রাণে প্রাণ্ মিশাইয়া উপভোগ করিতাম; সাত দিন আমাদের সাত ঘণ্টার মত কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে উঠিতে আমার অনেক বেলা হইল।
পুলিন কথন উঠিয়া গিয়াছে জানি না, জানালা হইতে দেখিলাম
গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছে। বদিবার ঘরে গিয়া দেখি—
টেবিলের উপর সেদিনের একথানি সংবাদপত্র খোলা রহিয়াছে।
কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"হারা-বাইজীর হত্যাকারী
গ্রেফ্তার—সহরে মহা হৈ-চৈ!"

কাগজের আজ ভারি ধ্ম, এক প্রসার কাগজ আট প্রসার বিকাইতেছে। পুব আগ্রহের সহিত সমস্ত ঘটনাটা ভাড়াভাড়ি পড়িয়া ফেলিলাম।

আমাকে হত্যা করিবার অপরাধে পরেশবাবু গ্রেফ্তার হইয়াছেন, জামিন গ্রাহ্ হয় নাই, তাঁহাকে কারাগারে রাথিয় বিচারের অপেক্ষা করা হইতেছে। যে রেলের বাব্টী আমাকে পরেশবাব্র গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়াছিল, সে পরেশবাবৃকে চিনিয়াছে এবং মৃতদেহও আমার বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেঃ

কলিকাতার ষ্টেশনের টিকিট-কালেক্টর ও জনৈক ঝাড়ুদার পরেশবাবুকে রক্তাক্ত কলেবরে ষ্টেশনের বাহিরে যাইতে দেখিয়াছে;
গাড়ীর দরজার কাচ ভালা এবং গাড়ীতে রক্তের চিহ্ন ভাহারা
পুলিদকে দেখাইয়াছে। আমার বাড়ীর চাকর ছারবানেরা, আমার
দলীতের সঙ্গিগণও মৃতদেহ আমার বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে
এবং দেই রাত্রে আমার যে একাকী দেই ট্রেণে কলিকাভায়
কিরিবার সভাবনা ছিল ভাহাও প্রকাশ করিয়াছে।

আহা, বেচারী পরেশবাবৃ—তাঁহার এমন তুর্ভাগা! নিরপরাধ তিনি—কঠিন কারাগারে মৃত্যু-বিভীষিকায় ছট্ ফট্ করিতেছেন, আর প্রকৃত হত্যাকারা পুলিনবাবৃ—যাহাকে:হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া সহরময় সাড়া পাড়য়াছে—সেই হীরাবাইজীর সহিত প্রেমালাপ ও পান-ভোজনের আনন্দে মগ্ন থাকিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার জন্ত ক্লের তোড়া হাতে লইয়া গৃহ প্রবেশ করিতেছে! পুলিন কি পৌভাগাবান!!

থবরের কাগজের সংবাদ নিশ্চয়ই পুলিন আমার পূর্বের
পড়িয়াছিল, সে প্রসঙ্গে তাহার সহিত কোন কথাই হইল না;
কিন্তু অন্তরের আনন্দটা চাপিয়া রাখিতে পারিল না, আমায়
সমস্ত দিন অধিকতর আদর যত্ন করিতে লাগিল, স্পষ্ট বলিল—
দে আমায় ভালবাদে, আমায় চিরদিন না পাইলে তাহার
ভাবন ব্যর্থ হইবে, আমায় দে বিবাহ করিতে প্রস্তত।

যোগাযোগ মন্দ নয়—আমানের ছ'জনেরই কেহ নাই, ছ'জনেরই সমান অদৃষ্ট, এ মিলন বিধাতার অভিপ্রেত—একেবারে রাজ-যোটক!

সন্ধার পর গন্ধার বাঁধা ঘাটের উপর তুইজনে বসিয়া আছি,
শীতের প্রারম্ভ হইলেও আনন্দবশতঃ নদীসৈকতের শীতন বাতাস
আমাদের বসস্তের মলয় সমারণ বলিয়া মনে হইল। আমি সেতার
লইয়া বাজাইতেছিলাম, পুলিন ধারে ধারে উঠিয়া আমার সন্মুথে
নীরবে ইতস্তত বেড়াইতে বেড়াইতে শুনিতেছিল; তথনও
চক্রোদয় হয় নাই, কিন্তু নির্মাল আকাশের নক্ষরালোকে গন্ধাতীরে
অন্ধকার তেমন গাঢ় হইতে পারে নাই, নিকটের মান্ত্র্য
চিনিতে করু হয় না।

বান্ধনা থামাইয়া সেতারটী যেমন নিম্নে রাথিয়াছি, পুলিন অমান আমার নিকটে আসিয়া কর্কশ গন্তীর স্থরে বলিল—"হীরা! যদি তোমার কোন ইষ্টদেব থাকে—স্মরণ কর।"

আমি বিশ্বিত ভাবে;জিজ্ঞানা করিলাম—"কেন ?"

"হা, এই তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত"—বলিয়া কোটের পকেট হইতে দে পিন্তল বাহির করিয়া আমার বক্ষঃ লক্ষ্য করিল।

আমি বলিলাম — "আমায় কি তুমি খুন করিবে ?"

দে বলিল—"হাঁ, করিব; জগতের চক্ষে যে একবার মরিয়াছে, ভাহার আর বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ নাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"বেশ, আমি প্রস্তুত, এই বৃক্ত পাতিয়া আছি, তুমি গুলি করন"

পুলিন পিশুলের ঘোড়া টিপিল—শব্দ হইল না, গুলি ছুটিল না—ধোয়া বা আগুন কিছুই নাই!

আমি বলিলাম— <u>ক্রে প্রাণনাথ— কর</u> গুলি, ভোমার প্রাণ তুমি লইবে— ভাষাতে বিশুষ কি হেতু ?"

পুলিন আবার ঘোড়া টিপিল, কিন্তু এবারেও নিফল! আমি
হো: হো: শব্দে হাসিয়া উঠিলাম। পুলিন অত্যন্ত বিশিত
ইয়া পিন্তল পরীক্ষা করিল—পিন্তল বে-কল। কোধে ও
বিরক্তিতে অমনি হাতের পিন্তল আমার মন্তক লক্ষ্য করিয়া
নিক্ষেপ করিল, পিন্তল আমার কাণের পাশ দিয়া স্বেগে গঙ্গার
জলে গড়িল। পুলিনের তখন সেই হিংল্ল স্বরূপ-মৃত্তি— সোণাকে খুন
করিবার সময় যেরূপ দেখিয়াছিলাম! আমাকেও গলা টিপিয়া
মারিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করিতে আসিল।

এইবার আমি পিশুল বাহির করিয়া বলিলাম—"সাবধান পুলিনবাব, তোমার পিশুল বে-কল করিয়াছি—কিন্তু আমার পিশুল ঠিক আছে; আমাকে সত্য সত্যই সোণা ভাবিও না, আমি বজ্ঞের মত কঠিন হীরা—আমাতে জহর আছে।"

পুলিন যেন হঠাং দূর্প দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল, বলিল, "না-না, মারিও না।" আমি হাসিয়া বলিলাম—"হাহারা পরের প্রাণ লইতে চার,
নিজের প্রাণের জন্ত তাহাদের এত মমতা—ছি:! একটা
খুন করিয়া সাম্লান ধায় না তুমি তুই তুইটা খুন গুম্ করিবে—
স্বপ্রেও সে কথা মনে স্থান দিও না, আরও শত বিপদে তোমায়
জড়াইয়া ধরিবে।"

পুলিন তথন মিনতিম্বরে বলিল—"তুমি ঠিক বলিয়াত, আমি অতটা তলাইয়া বুঝিতে পারি নাই, আমায় মাফ কর— হীরা !"

আমি বলিলাম—"বেশ, মাড় করিব, কিছু এক সর্ত্তে—" "বল—"

"আগে তুমি বল—সে সঠে তুমি স্মত হ**ট**বে γ"

"সাধ্যের অতীত না হইলে—"

"নাধোর অতীত নয়।"

"তবে নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখিব, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি।"

শনা না, সে শপথ করিও না, ঈশ্বর তোমারও নাই, সামারও নাই; যদি শয়তানের শক্তিতে তোমার বিশ্বাস থাকে—তাহারই নামে প্রতিজ্ঞা কর; আর যদি কিছুই না মান—মাত্র বাক্য দান কর।

"বেশ, বল-কি তোমার প্রস্তাব।"

"চিরজীবন তুমি আমারই থাকিবে, কেমন,—প্রস্তুত ?"

পুলিন মাথা নত করিল; কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিল— "তুমিও জীবনে কথন হীরাবাঈ নামে প্রকাশ হইবে না ?"

আমি বলিলাম—"না।"

"বিশাস কি ?"

"আমার মুধের কথা; দে অভিপ্রায় থাকিলে বছকণ পূর্বে তোমায় হাত-কভি পরাইতে পারিতাম।"

"ভাবিয়াছ কি—তুমি অপ্রকাশ থাকিলে এই মোকদ্মার পর ভোমার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইতে পারে ''

ভাবিয়ছি; তথাপি আমার এত নগদ অর্থ লুকাইত থাকিবে—তুমি আমি আজীবন অজ্ঞ ব্যয় করিলেও ফুরাইতে পারিব না।"

"বেশ ভাবিহা দেখ হীরা —এমন স্বাধীন স্বচ্ছন্দত। ত্যাগ করিয়া ভূমি আমার অধীন হইয়া চিরজীবন থাকিতে পারিবে কি ?"

"তুমি ফলি আমার অধীন হও—আমি কেন হইব না? তোমাকে পাইলে আমার সে অধীন জীবন অমৃতময় হইয়া উঠিবে।"

"উত্তম, আৰু হইতে আমি ভোমারই।"

("আমিও তোমাকে গলার হার করিয়া ব্কের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব; হীরা আবার হিরণ হইয়া—গরলের পরিবর্ত্তে মধা দানে তোমায় তৃপ্ত রাধিবে।"

ভাবিলাম—এত দিনে বৃঝি দাপ বশীভূত হইল ! তথাপি সন্দেহ একেবারে ঘুচিল না—দর্পাঘাতেই না দাপুড়ের মৃত্যু হয় ?

>00

# ( 28 )

প্রদিন প্রভাতে পুলিন বিদায় চাহিল, কলিকাতায় যাইয়া আবার রাত্রির পূর্বেই এখানে ফিরিবে। তাহার আগ্রহাতিশয়ে আমি অসমত হইতে পারিলাম না। কিন্তু আমি যে এখানে নিতান্ত একা—এ কথা তাহাকে বিশেষক্রপে বুঝাইয়া বলিয়া যত সম্বর সম্ভব ফিরিবার জন্ত অন্থ্রোধ করিলাম। সে সহাস্ত্র সম্বত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বাগানের ফটক অবধি আমি তাহার অন্থ্রমন করিলাম, যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল— চাহিয়া দেখিলাম।

পুলিন হিংল্ল প্রকৃতির লোক—জানি। কিন্তু তথাপি তাহার রূপে, তাহার মিষ্ট কথায় এবং শিষ্ট ব্যবহারে আমি এমন একটা মাধুর্য আস্থাদন করিতাম, যাহাতে তাহাকে অনবরত দেখিবার জন্ম একটা লুক আকাজ্ঞা গুপুভাবে ক্রমশঃ আমার অস্তরে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল! হইতে পারে—ইহা আমার নারী হৃদয়ের ত্র্বলতা, কিন্তু বাহা সত্য, তাহা বলিতে কুন্তিত হইব কেন? অথবা ইহাই বৃত্তি ক্ষেত্র ও পাত্র ভেদে প্রণয় বাপ্রেম নামে অভিহিত হইত!

भूनिनरक गाईरा मिनाम मजा, किन्न गाठेत ल्या

নিশ্চিম্ব থাকিতে পারিলাম না। তথনও সোণার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারি নাই; পুলিন হয়ত কলিকাতায় সোণার বাসা উঠাইয়া দিয়া সমৃদ্য জিনিসপত্র স্থানাম্বর ও নষ্ট করিয়া সাবধান হইবে—তাহাকে সে স্থোগ দিব কেন? আমি চাই—তাংকি মৃষ্টিবন্ধ রাধিতে।

তাহার প্রস্থানের কিছু পরেই আমিও ট্যাক্সি করিয়া বৌবাজারের সেই বাসায় পৌছিলাম। গোকুল নামে একটা উড়িয়া চাকর এবং লছমী নামে একটা বুড়া ঝি সোণার পরিচর্য্যা করিত। কর্ত্রীর অন্তর্ধানে গৃহের ছই চারিটা ঘটা গেলাস সহ গোকুলচন্দ্রও কোন্ গোকুলে উধাও হইয়াছে! লছমীবুড়ী নীচের ঘরে লেপ মুড়ি দিয়া জরে পড়িয়া কাতরাইতেছিল, পিপাসায় এক ফোঁটা জল পাইতেছিল না। আমার কঠন্মর শুনিয়া বুড়া কাঁদিয়া ফেলিল, আমিও তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার শিয়রে বসিলাম।

# ( 30)

্পুলিনকে সেবাড়ী ছাড়িতে দিলাম না, বরং সোণার গদী অধিকার করিয়া দিনে দিনে সেধানে সোণা হইয়া জম্কাইয়া বিদিলাম। ব্যয়ভার পুলিনকে কিছুই বহন করিতে হইত না। ইহাতে তাহার বাটী থাকিয়াও প্রত্যহ আমার সহিত মিলনের স্বধা হইল, কাছারীর ছুটীর দিনে তাহাকে লইয়া বাগানে যাইতাম।

মোকর্দমার অবস্থা পরেশবাবুর পক্ষে ক্রমশঃ থারাপ হইয়া উঠিতেছিল। গত তারিধে দাক্ষীর মূপে মাজিট্রেট এমন প্রমাণ পাইয়াছেন, যাহাতে পরেশবাবুর প্রাণ রক্ষার আর কোন আশাই থাকিল না। এই দাক্ষা—একজন দেশীয় ধৃষ্টান ধর্মপ্রচারক।

সেই ব্যক্তিই প্রথমাবধি সমৃদয় প্রমাণ পুলিসকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; খুনের রাত্তে সেই টেনে পরেশবাব্র পার্শন্থ কন্দের তিনি যাত্রী ছিলেন, সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। বুঝিলাম
—ইহার অ্যাচিত অন্ত্রাহে শীক্ষই পরেশবাবুর ভব্যস্ত্রণার অবসান হইবে।

এদিকে পুলিন প্রায় প্রত্যংই আমায় দেখিতে আদিত;
আমায় যেন সে কত ভালবাদিত, যেন একাস্তই দে আমার প্রণয়ী

### হীরা-বাঈজীর কথা।

হইয়া উঠিয়াছিল, আমায়ানা দেখিয়া সে যেন থাকিতে পারিত না, আমিও তথন কল্পনার নেত্রে কতই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম ! প্লিন প্রকৃত আমার হইলে হথের অবধি থাকে না; অর্থের আমার অভাব নাই, যশ যথেষ্ঠ আছে, রূপের প্রশংসাও অনেকের মুখে শুনিয়াছি—প্লিনও সে হখ্যাতি কম করে না—তবে কিসে আমি তাহার অযোগ্যা ? জাতিতেদ সে মানে না, ধর্মের ত কোন অন্তিছই সে স্বাকার করে না; সম্রম—অর্থ থাকিলে সম্রম কিনিতে পাওয়া যায়।

সহসা মাথায় এক ধেয়াল চাপিল—পরেশবার ত কারাগারে, এই অবসরে একবার তাঁহার ফুলরী স্ত্রীকে দেখিয়া অসিলে হয় না ? একবার দেখিব—কোন্ অহঙ্কারে—কোন্ রূপবতীর প্রশান প্রোশবার আমায় অবহেলা করিয়াছেন— সে কেমন রূপসী!

মনে মনে ধারণা ছিল—পরেশবাব্র গৃহিণী বড় ঘরের কলা,—সর্বদা ম্লাবান বসন ভূষণে সজ্জিত থাকিয়া অহস্কারে মাটিতে পা কেলে না; হয়ত আমার সঙ্গে কথাই কহিবে না। কিন্তু তাহাকে চক্ষে দেখিয়া আমার সে ধারণা দূর হইল। সে ছিল আমার কল্পনার ঠিক বিপরীত। পাত্লা খাট রক্মের স্থন্দর তাহার চেহারা খানি, বয়সে আমার অপেক্ষঃ পাঁচ সাত বংসরের ছোট হইবে। অক্সে—হিন্দু সধ্বা ও কুলবধুর

অবশ্য ব্যবহাষ্য কয়েকথানি সামান্ত অলক্ষার । মুখধানি বেশ ফুলর—দেখিলে স্নেহ না করিয়া থাকা যায় না। সেই মুখ আজ বিষাদের ছায়ায় মলিন, ত্রাসে ও ছ্শিচস্তাম শরীর শুদ্ধ, কেশ রুক্ষ, চক্ষ্ সিক্ত —কালিতে কালিতে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

মতি নত্র এবং সমায়িক তাহার বাবহার । আমাকে দেপিয়া ক্রন্দনের ভাব গোপন করিয়া স্মাদরে বসাইল এবং কি প্রয়োজনে গিয়াছিলাম জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম—সামার একথানি নাড়া নিশাণ করাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে পরেশবাবুর সহিত প্রামর্শের প্রয়োজন।

পে মৃত্স্বরে উত্তর করিল—"তিনি বাড়ীতে নাই।" আমি ভিজ্ঞাসা করিলাম—"আছেন কোথায় '"

গার্শন্ত এক পরিচারিক। বলিল—"দে অনেক কথা বাছা, বাবুর জন্মে এই আমরা ধাবার লইফা চলিয়াছি, পোড়ারমূধ পুলিদেরা—না-না বাছা, বুড় মাহুষ, কি বলিতে কি বলিতেছি—"

পরেশবাব্র স্ত্রী আর চক্ষের জল চাপিয়া রাখিতে পারিল না। এই সময়ে অন্ত এক পরিচারিকা একটী ছোট মেয়েকে আনিয়া—ভাহার কোলে দিল, কন্তাকে বক্ষে চাপিয়া লইয়া চক্ষু মৃছিতে মৃছিতে দে নামিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া একটু মন্তা দেখিতে আমি

ছাড়িলাম না। তাহাদের শুনাইয়া—হেন আপনার মনে বলিতে লাগিলাম—"ও, তবে এই পরেশবাবুই রেলগাড়ীতে ধীরাবাইজীকে খুন করিয়াছেন!"

পরেশবাবুর স্ত্রা গাড়া হইতে বলিয়া উটিল—"না—না, তিনি কথনও এমন কান্ধ করেন নাই, সে কথা মিগান"

আমি বলিলাম—"হাা, মিথাা বই কি ? পাপ কথনও গোপন থাকে না, ধর্মের ঢাক আপনিই বাজে, এমন তুর্ক্তের শীঘ্রই ফাঁদি হওয়া উচিত।"

পরিচারিক। রাগিয়া বলিল—"কোথাকার রাক্ষণা ! দূর হ'।"
"চুপ কর, মন্দ বলিও না ; লোকের দোষ কি প দোষ
আমাদের অদৃষ্টের"—বলিয়া প্রভূ-পত্না পরিচারিকাকে নিরস্ত করিল। তাহারা গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমিও আমার গাড়ীতে উঠিয়া ফিরিয়া আদিলাম।

একদিন খবরের কাগজে এক ন্তন সংবাদ পড়িলাম : কাগজের একস্থানে "শুভ সংবাদ" নিমে লিখিত ছিল— "খ্যাতনামা প্রবীণ উকিল ধরণীধর সেন মহাশয়ের একমাত্র কভা রমার সহিত, বিলাভ প্রভাগত স্থাক্ষিত ন্তন ব্যারিষ্টার—মিষ্টার পলিন ডটের শুভ পরিণয় শীঘ্রই স্থাপন্ন হইবে।"

পড়িয়া আমি শুন্তিত হইলাম—দ্ম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্ষম হইল, ভাবিতে লাগিলাম—পাণী শিকল কাটিল না কি ?

ধরণীবাবুর কথা পুলিনের মুথে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু রমার নাম ত শুনি নাই! কাগজে লেখা রহিয়াছে—রমা ধরণীবাবুর একমাত্র কন্তা, পুলিন একথা কখনও আমায় বলে নাই!

পুলিনের উপর যত না হউক, রাগটা পড়িল সেই রমার উপরে; সে-ই ত আমার আশার ধন ছিনাইয়া লইতেছে। রমা কি ফুলরী ? আমার মত ?—ইস্! পিতার একমাত্র কক্যা—অশেষ ক্রম্বা ও সমুদের উত্তরাধিকারিণী—ইহাই হয়ত পুলিনকে প্রলুক করিয়াছে।

কিন্তুনা, এ বিবাহ আমি হইতে দিব না। হউক রমা যত সমরী, থাকুক তাহার যত সম্পদ সম্বম, আমি দেখিব—কেমন করিয়া আমার এই পাখী সে কাড়িয়া লয়; আমি ত ভাকিয়া আনি নাই, পাখী আপনিই উড়িয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে; হয়ত পাখী আমারই থাকিবে, নতুবা পায়ের সেই ছিন্ন শৃত্যলৈ পাখীর গলা চাপিয়া চিরদিনের মত তাহার প্রমের বুলি বন্ধ করিব; তথাপি অভ্যের হইতে দিব না।

কিন্তু প্লিনবাব লোকটা কি পাকা থেলোয়াড়! মনের ভাব মূথে বা চক্ষে একট্ও ধরা-ছোঁয়া যায় না! এতবড় একটা খুন স্বান্ধ্য গোপন করিয়া কেমন নিশ্চিস্ত—কেমন হাসি-পুসা! সাহসের তাহার প্রশংসানা করিয়া পারি না। কিন্তু—সে কি জানে না হে, নিরপরাধ পরেশবাব্র গলার ফাঁসির দড়িতে এখনি আমি তাহার কণ্ঠ-রুদ্ধ করাইতে পারি! আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা।

আবার ভাবিলাম—সত্যই কি সে রমাকে ভালবাসে ? আমার ত মনে হয় না, ভাহার মত চরিত্তের লোকের ভালবাসার উপযোগী হৃদয় থাকিতে পারে—এমন বিশ্বাস্তিয় না।

জানি—এমন লোককে প্রশ্রেষ দেওয়া, এমন বেইমানকে বাঁচাইবার জন্য একজন নিরপরাধ নির্মান চরিত্র ব্যক্তির জাবনাস্ত করা অতি অসঙ্গত; কিন্তু কি করিব—উপায় নাই। স্বীকার করি—ইহা আমার মুগ্ধ হৃদয়ের হীন স্বার্থপরতা,—দে বড় স্থলর —বড় স্থলর! তাহাকে আমি চাই-ই—আমায় বাঁচিতে হইলে তাহাকে লইয়া বাঁচিতে চাই।

দেখিব প্রবঞ্চক—তুমি কত বড় খেলোয়াড়। তোমার মত চতুরকে বশীভূত করিতে—অঙ্গুলি সঙ্কেতে পৃথিবীময় ঘ্রাইতে আমার বড় বেশী সময় লাগে না। হা:—হা:—এইত আমি চাই — এরপ ল্কোচুরি ধেলা আমি বড় ভালবাদি।

তবে—পরেশবাব্র ত্রদৃষ্ট, তা—আমি কি করিব ? আমি কেন তাঁহার জন্ম আত্মহথ বিসর্জন দিব ? তিনি আমার কে ? —আমায় ত তিনি ঘুণায় প্রত্যাধ্যান করিয়াছেন !

সন্ধ্যার পরেই নির্লজ্জ পুলিন উপস্থিত হইল। আমিও প্রস্তুত ছিলাম—আজ যাহা হয় একটা শেষ বৃঝাপড়া করিব। আর

চুপ করিয়া থাকিবার সময় নাই। কিন্তু এমন আমোদী লোক সে, আসিয়াই মধুর হাজে সমস্ত কক্ষ মুখরিত করিয়া একথানি আরাম কেদারা টানিয়া লইয়া আমার পাশে বসিল। খাছ ও পানীয় প্রস্ত ছিল, তাহার মিষ্ট গল্পের মধুর রসে সিক্ত করিয়া উভয়ে সেওলি উদরস্থ করিলাম; পুলিন সিগারেট ধরাইল, আমিও তখন কাছের কথা পাড়িবার ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাল কথা. প্রেশবাবুর মাম্পার খবর কি গ্"

বেশ সরলভাবে সে বলিল—"আহা, সে বেচারীর যদিও একটু জীবনের আশা ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, এবার ভাহাও গেল।"

আমি জিজাদা করিলাম—"কিরপ ?"

"সরকারী উকীল ধরণীবাবুর হাতে মোকর্দ্ধনা পড়িয়াছে, আসামীর আর নিস্তার নাই, ধরণীবাবুর হাত হইতে কোন দিন কোন আসামী নিস্তার পায় না।''

"মনে আছে—এই খুনের রাত্রেই—ঠিক পরের গাড়ীতে কলিকাভায় আদিতে আমাদের প্রথম দাকাং—"

"ভধু সাক্ষাৎ নয়—'ভভদৃষ্টি' বল।''

আমি মনে মনে বলিলাম—বটে, প্রকাশ্যে ক্রিজাসা করিলাম
—"সংবাদ পত্রে পড়িলাম—এই সরকারী উকীল ধরনীবাব্র ক্ঞা
রমার সহিত 'পলিন ডট্' নামে একটী ভদ্রলোকের শীঘ্রই
ভত্তবিবাহ হইবে, সে কি তুমি ?"

পুলিন একট্ও টলিল না, কোন বিশ্বয়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল—"হা, সম্ভবতঃ আমি।"

"এ স্থবরটা—কই,—একদিনও ত আমাকে বল নাই ? "
"প্রয়োজন হয় নাই।"

"প্রয়োজন হয় নাই ?''

"না; মি: সেন এমন প্রকৃতির লোক যে মনের কথা কথনই কার্য্যের পূর্বে প্রকাশ করেন না। আমি কিছুই জানিতাম না

সমস্তই তিনি স্বয়ং করিয়াছেন।"

"এই বিবাহ ব্যাপার—তোমার অগোচরে বা অসমতিতে—" "আমার সম্মতি অসমতির তিনি কোনও দিন মুখাপেকী নহেন, আমার উপর তাঁহার এরূপ অধিকার ও শাসন আছে।"

শুনিয়া আমার হাদি পাইল, বলিলাম—"কথাটা কিছু নৃতন রকমের নয় কি ? অভিভাবক অরপ ছনিয়ায় ভোমার কেহ আছেন না কি ?"

"আছেন, একমাত্র—তিনি।"

"তাঁহার ত্রদৃষ্ট!"

"কেন?"—বালয়া পুলিন যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি নরম ভাবেই বলিলাম—"হরদৃষ্ট নয় কি? ভদ্রলোক বৃদ্ধকালে এক অবিশাসীকে বিশাস করিয়া প্রভারিত হইতেছেন।"

### ८ थय-ना- अवक्षमा।

পুলিন তেমনি উচ্চ স্বরে বলিল—"কিলে ?''

°নির্মল-চরিত্র সাধু ভ্রমে একজন হত্যাকারীকে ক্যাদান করিতেছেন।"

অতিশন্ধ কুদ্ধ হইয়া পুলিন বলিয়া উঠিল—"হত্যাকারী !—কে হত্যাকারী ?"

স্বর আরও নরম করিয়া আরও স্পষ্ট ভাবে আমি বলিলাম— \*হত্যাকারী তুমি, রেলগাড়ীর খুনের মোকর্দমার তুমিই প্রকৃত আসামী।'

"মিথাা কথা।"

"না—সত্য কথা। পুলিনবাবৃ! একবার ভাবিয়া দেখ,—
নিজের পাপ অপ্রকাশ রাখিয়া একজন নিরপরাধ ব্যক্তির
প্রাণান্ত করিতেত।"

পুলিন আসন হইতে একলাফে উঠিয়া পাড়াইয়া বলিল—
"ধবরদার, আর যেন অমন কথা মুধে আনিও না, সাবধান
করিয়া দিতেছি।"

ভাহার মত লোকের মুখের উপর এমন কথা বলিতে হইলে তন্মুহুর্তে নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জ্বন্ধ যে পূর্ব্ব হুইতে প্রস্তুত হুইয়া লইতে হয়—ইহা আমার অরণ ছিল; মৃত্রাং বল্লাভ্যম্ভর হুইতে লুকাইত পিন্তল বাহির করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলাম—"ভয় দেখাইও না পুলিনবার,

### হীরা-বাঈজীর কথা

মামি তোমার নিরীহ সোণা নই, তুমি ত জান—সামি পিশ্বল ধরিতে জানি।"

পুলিনের মুথে আর কথা বাহির হইল না, গম্ভীর ভাবে আমার মুথের দিকে চাহিয়া রহিল, আমি বলিতে লাগিলাম—
"যে খুনের দায়ে নির্দোষ পরেশবার্ প্রাণ হারাইতে বদিয়াছে, দেখুন ভোমাকেই করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

রুক্ষ স্বরে পুলিন প্রশ্ন করিল—"আমাকে ?"
আমিও দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলাম—"হা—তোমাকে !"
তাহার স্থয় এবার নরমে নামিতে লাগিল—"তামাসা
করিতেছ হারা ?"

"না, আজ আর তামাসার কোন কথা বলিতেছি না।"

কিছুকাল উভয়েই নীরব হইয়া ভিন্ন দিকে মুথ ফিরাইয়া রহিলাম। পরে পুলিনের ভাব হঠাৎ একেবারে বদ্লাইয়া গেল, দিব্য হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"হীরা, তখন তুমি কি আসমানে ছিলে <sub>?"</sub>

"আস্মানে কেন ?—রেলরাস্তার নিমের সেই উলুবনে। আর একটু হইলেই ভোমার নিক্ষিপ্ত মৃতদেহটী আমার বাড়ের উপর পড়িত।"

"ठार नाकि? जामि य निर्क्ष कतियाছि—किक्राल छानित्व?"

"নিজের চক্ষে দেখিয়া:— পরিকার জ্যোৎসা, তুমি রেল রান্তার উপরে দাড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়াছিলে—মনে নাই ?"

পুলিন ঘেন প্রের ঘটনা স্মরণ করিয়া বলিল—"ও:, তুমিই ভাহা হইলে উলুবনের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়াছিলে ?''

"আমি তথন উঠিয়া দাড়াইতেছিলাম।"

হো: বো: শব্দে হাদিয়া পুলিন বলিল—"আমি কিন্তু ভোমাকে ভ্রম মাসুষ মনে করি নাই, দস্তর্মত ভূত মনে করিয়া ভয় পাইয়াছিলাম।"

"তাহাও জানি, ভয় পাইয়া তুমি দৌড়াইয়া পলাইয়াছিল।"
পুলিন মাথা দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে তাহা খীকার
কবিল। পরে বলিল—"আচ্চা, দেই উল্বনে—অমন সময়ে
—পুথিবীর কোন্ হিতে তুমি নিযুক্ত ছিলে?

"বিশ্বাস করিবে ?—জামি চলস্ত-রেল হইতুত পড়িয়া গিয়াছিলাম।"

"চলম্ভ-রেক হইতে প্জিয়া গিয়াছিলে!"

বিশ্বয়ে পুলিন আমার দিকে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল— "কি দৌভাগ্য—মরিলে না!"

"দৌভাগ্য নয়—বরং ঘ্রভাগ্য!"

কৈ চিন্তা করিয়া দে বলিল,—"এতকণে মোকর্দমার সমস্ত

## হীরা-বাঈজীর কথা।

ঘটনা বুঝিয়াছি—পরেশবাবু তোমাকেই গাড়া হইতে ফেলিয়া।
দিয়াছিলেন।"

"লোকের ধারণ। তাহাই বটে, কিন্তু আমি জানি—পরেশ-বাবু কিছুই করেন নাই।"

"পরেশবাবু বলিয়াছেন—মূতার নাম হিরণ।''

"সে আমারই সাবেক নাম। বোধ হয় পরেশবাবু লাস দেখেন নাই, নিজে যাহা সতা বলিয়া জানেন বিচারালয়ে তাহাই বলিয়াছেন, লাস দেখিবার সাহস বা প্রবৃত্তি তাঁহার হয় নাই! নতুবা সোণার লাস আমার বলিয়া প্রকাশ হইত না।"

পুলিন বলিল—"আর—দেখিলেও চিনিতে পারিতেন কি না সন্দেহ, সোণাকে দেখিতে যে অবিকল তোমারই মত ছিল।"

পুলিন যে এই ব্যাপারে আদৌ সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহার সপ্রতিভ ভাবে তাহা বুঝা যায় না। কিছুকাল পরে আবার হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"এতদিন পরে খুনের এই অতি মিষ্ট খোস্-ধবরটা আজ হঠাৎ আমায় শোনান হইল কেন—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

"ऋচ্ছনে ;—থেহেতু —তুমি তোমার বিবাহের এই অতি মিষ্ট থোদ্-ধ্বরট। আমার কাছে গোপন রাথিয়াছিলে।''

"এখন কি করিবে—ছির করিয়াছু?" "পরেশবাবুর প্রাণ রক্ষা করিব।"

"वर्था थिन ना वामि-, कि-मर्खी कि-वन ?"

ভাহার কথার ভদিতে আমিও না হাসিয়া পারিলাম না, বলিলাম—"সর্ত্ত একটা অবশুই আছে, আমার মূল্যবান নীরবভার অবশুই একটা কিছু বিনিময় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সর্ত্তের কথা আর তুলিও না—ইহারই মধ্যে প্রতিক্তা ভূলিয়া গিয়াছ? তুমি জান না—আমি কি চাই ?"

"বল-কি করিতে হইবে।"

"তুমি যদি আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তথন তোমার প্রাণ রক্ষা, পরেশবাব্র প্রাণাপেক্ষা, আমার গুরুতর কর্ত্তব্য হইয়া দাড়াইবে।"

কিছুকাল মাথা নীচু করিয়া পুলিন কি ভাবিতে লাগিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি কেন আমাকে চাহিতেছ—তোমার অভাব কিলের ১"

আমি বলিলাম—"আমি চাহিতেছি—না—তুমিই একদিন আমায় চাহিয়াভিলে ?

"ভোমার উদ্দেশ্য কি ?"

"ভোমার প্রাণ রকা।"

"বাজে কথা ছাড়, আমিও মাহুষ, বুদ্ধিহীন বা নিজ্জীব নহি।"

"যদি বৃদ্ধিমানই হও, তবে অবশ্রই বৃঝিবে,—ইহার

ৰিভীয় কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না—আমি যে তোমায় ভালবাসি। বলিবে—আমি তোমার অযোগ্যা? না— ভাহাও নই; রমার ঐশর্যোর অহন্বার থাকিতে পারে, কিন্তু আমারও তাহা কম নাই। অবিশাস হয়—চল দেখিবে।"

"দেখিতে হইবে না, হীরাবাঈকে কে না জানে ? তোমাতে যে রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্যের সমাবেশ রহিয়াছে, আমার অপেক। অনেক যোগ্য ব্যক্তি তোমাকে পাইয়া কুতার্থ হইবে।"

"সেই কুতার্থের দিকে চাহিতে গেলে ত আর তোমার প্রাণরক্ষা হয় না ?"

পুলিন হাসিয়া বলিল—"কিন্তু সকলেই জ্ঞানে—তুমি মরিয়াছ, এখন প্রকাশ হইলে সকলেই তোমায় 'নকল হীরা' বলিবে।"

আমিও হাসিয়া বলিলাম—"ও:, সেই ভরসাতেই বুঝি আমায় এমন প্রবঞ্চনা করিতে সাহসী হইয়াছ? এ বোধ হয় তোমার ব্যারিষ্টারী বৃদ্ধি! বেশ, তাহাই করিও, কিন্তু মনে রাখিও—প্রাণটী হাতে করিয়া এ খেলায় তোমায় নামিতে হইবে। কোন প্রকারে আমি 'আসল হীরা' প্রমাণ হইলে পরেশবাবুর পরিবর্ত্তে ভোমাকেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হইবে।"

ক্ষণিক মৌন থাকিয়া পুলিন বলিল—"আমার জক্ত তোমার এত আগ্রহ কেন ?"

"তুমি একদিন বলিয়াছিলে—আমরা ত্'জনেই সমান – সমান আদৃষ্ট, সংসারে ত্'জনেরই কেহ নাই, উভয়েই উভয়ের যোগ্য; সেই জন্ত—ভোমার সেই কথার যথার্থতা রক্ষার জন্ত। শোন পুলিনবার! আর ঠাট্টা করিতেছি না, এই আমার শেষ কথা,— যদি ভোমার বাঁচিয়া থাকিতে হয়—ভবে চিরদিন একান্ত আমারই হইয়া থাকিতে হইবে; নতুবা নিশ্চয় জানিও— সকল কথা প্রকাশ করিয়া নির্দোষী পরেশবাবুর প্রাণ রক্ষা করিব।"

এবার পুলিন মিনতির স্বরে বলিল—"কিন্তু রমাও যে আমায় বড় ভালবাদে, আমায় নিতাস্থ নির্ভর করে !"

"দে কথ। শুনিয়া আমার কি ? ব**ল—তুমি আমার হইবে** কিনাণ"

"আমি বিপন্ন হটব, আমার সর্কাশ্ব যাইবে, সমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না।"

"সেই সক্ষম্ব আমি পূরণ করিব, সমাজের সমুপে হারকের চশমা পরিয়া বাহির হইও—লজ্জা দ্রে পলাইবে। শোন পুলিনবার্! আর র্থা সময় নষ্ট করিব না। তুমি জান, কথায় যাহা বলিব—কার্যেও তাহা অবশ্য করিব। শীঘ্রই পরেশবাব্র বিচারের রায় বাহির হইবে। তোমার উত্তর না পাইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ রক্ষার আমি উপায় করিব। বেশ করিয়া ভাব—

প্রাণ দিবে—কি নিবে। তোমার উত্তর শুনিয়া আমি কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইব।"

আমার এত কথা শুনিয়া পুলিন উচ্চৈ:ম্বরে কেবল হাসিতে লাগিল, দে এমন হাদি যে আর থামিতে চাহে না। আমি বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক চেষ্টায় হাসি ধামাইয়া দে বলিল-"কিন্তু হীরা-এত কথা বলিলে, রুমাকে বিবাহ করা সম্বন্ধে আমার নিজের কি মত, কৈ—তাহা ত একটী-বারও জিজ্ঞাদা করিলে না ? ধরণীবাবু আমার মতের অপেক্ষা না করিয়াই বিবাহের আয়োজন করিতেছেন। কিন্ধ তুমি স্থির জানিও—আমি এ বিবাহ করিব না, তুমি ভিন্ন আর কেহই আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। রমা আমার উপর নির্ভর করে করুক, আমি তাহাকে চাহি না। এতক্ষণ আমি তোমায় পরীক্ষা করিতেছিলাম, এখন ব্রিলাম— তুমি আমায় প্রকৃতই ভালবাদ, পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই আমার তোমার আজ প্রতি কথায় অন্তরে আমি যে আনন্দ অফুভব করিয়াছি, শত রমাও আমায় সে আনন্দ দিতে পারে না। এই আনন্দ গোপন করিয়া রাখা এতক্ষণ আমার পক্ষে যে কত কষ্ট-সাধ্য হইতেছিল, আমার বুকে না আসিলে স্থদয়ের সেই জ্রুত স্পন্দন তুমি বুঝিতে পারিবে না—এস হীরা"**—** विनिया तम जामात्क वृत्क छानिया नहेन। जामि यन कि हहेशा

### (अय-ना-প्रवक्षना ।

গেলাম, কি যেন যাত্মক্তে সে আমায় জগত ভূলাইয়া দিল, কোন কথা বলিতে পারিলাম না ; কথা বলিবে কে ? আমি তথন আমাতে নাই—আরামের আবেশে অবশ হইয়া তাহার সেই স্পান্তি হৃদয়ে পড়িয়া রহিলাম।

## গোপীকিষণের কথা।

### ( 34 )

অভি
তিন্তা লৈকে আমায় নিন্দা করে কেন? বলে—
এতকাল আইবুড় থাকিয়া এই বুড়বয়সে একটা ছুঁড়ীর জন্ম পাগল
হইয়াছি; তা'—আর কি কেহ হয় না? আমি তাহাকে শৈশব
হইতে পালন করিয়াছি,—তাহাতে হইয়াছে কি? সেই যে রাস্তা
হইতে কুড়াইয়া আনিয়া এত কটে এত অর্থব্যয়ে লালন পালন
করিয়া—এতটুকু হইতে এতবড়টী করিয়া তুলিলাম—সে কি
পরের ভোগের জন্ম? হায়রে নেমকহারাম মেয়েমামুষ-জাত!
না হয়—নাই ভালবাস্তিস, একটা মুখের কথায় একটু রুতজ্ঞতা
জানাইয়া যাইতেও পারিলি না? কেন—বুড়োর প্রাণটা কি
প্রাণ নয়? সে প্রাণে কি প্রেম—ভালবাসা নাই? একবার
আদিয়া দেখিয়া যা—এই রন্ধ-প্রাণের শাস্ত হির প্রেম-সমুদ্রে
আজ কি তুমূল তুফান উঠিয়াছে! দেখিয়া যা—বুজের সেই
নীরস প্রাণ হইতে প্রেমের প্রস্তাব্য ক্রিয়া উঠিয়া তু'নমুন
বহিয়া অবিরল ঝরিতেছে! এ বুজের প্রবোধে ত বাধা মানে

#### (अम-ना-প্রবঞ্চনা।

না! ওরে, তোকে হারাইয়া আজ যে সতাই আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তুই যে ছিলি আমার যৌবন!

আমার এমন হইল কেন ? অহরহঃ চক্ষের উপর রূপের ডালি লইয়া কত বালিকা চলিতেছে, সে মুপগানি ত কেইই ভূলাইতে পারিতেছে না! এই যে দীঘির চারিধারে শত শত পুস্প স্থগন্ধ ছড়াইতেছে—কই, সোণার দেহের আশৈশবের আজাণটুকু ত ভূলিতে পারিতেছি না! কত পাথীর গান ভূনিয়াছি—তেমন কঠের কলরব ত আর কাণে আদে না!

এস সোণা—এস; তোমার কোমল কচি করপল্লব ছ'থানি দিয়া আমার এই অশ্রুবিগলিত চক্ষুত্ইটী চাপিয়া ধর, তোমার মধুমার কলহাতো আমার ওপ্তপ্রাণ শীতল কর।

কি নোষে তৃষি আমায় পরিত্যাগ করিলে—সোণা! আমি ত একদিনও তোমায় অযতন করি নাই, আমার অপেকা তোমায় অধিক ভালবাসিতে আর কি কেহ পারিবে? আমি যে তোমায় কোলে-পিঠে করিয়া মাতুষ করিয়াতি।

সতাই কি তুমি আমায় তুলিয়া রহিয়াছ ? তুমি ত এমন নিষ্ঠুর ছিলে না ? সম্ভবতঃ কেহ তোমায় তুলাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাধিয়াতে। যদি তাহাই হয়—আমি সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া তোমায় বাহির করিব।

এত যন্ত্রণা আমায় তুমি কেন দিতেছ দোণা! আমায় এই

দুঃধ দিয়া তুমি কি স্থাইও ? মনে কর, কোথায় বোদাই—
আর কোথায় এই কলিকাতা সহর—রোদ্র নাই—রৃষ্টি নাই—ইহার
প্রত্যেক স্থালি গলি তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইয়া নিরাশায় পাগল
হইয়াছি, আর তুমি হয়ত কোন বিলাসী প্রণায়ীর প্রমোদ তবন
উক্ষল করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া আছ ! হা'রে অক্তজ্জ
বালিকা! যদি স্থা হইয়া থাক—ভাল, আমি ইবা করিব না,
আমায়ও ভোমার কাছে টানিয়া লও, আমি শুরু ভোমায় প্রাণ
ভরিয়া দেখিব—ভৃত্যের মত ভোমার দেবা করিব।

নাং, আর চিন্তা করিতে পারি না; পাগল ত পূর্কেই হইয়াছি, এইবার বুক ফাটিয়া মরিতে হইবে। তাহাই বুকি অদৃষ্টে আছে— জীবিত থাকিতে আমি দোণার শ্বতি ভূলিতে পারিব না! যাই— ঐ জনস্রোতে মিশিয়া দেখি—যদি কিছুকালের জন্ম অন্তমনা হইতে পারি।

ধীরে ধারে অগ্রসর হইলাম। গোলদীঘির পশ্চিম দিকের ফটকের সম্মুথে একব্যক্তি পৃষ্ট-মাহাত্ম্য প্রচার কল্পে হাত পা নাড়িয়া দীর্ঘ বক্তৃতায় আসর জমাইয়া লইয়াছিলেন, ইতর ভদে বছলোক তাঁহাকে ঘিরিয়া ভনিতেছিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া সেই বক্তৃতা ভনিবার জন্ম ভিড় ঠেলিয়া সম্মুথে গেলাম। কিন্তু বক্তা মহাশয়কে চিনিতে পারিয়া রাগে আমার স্কাঙ্গ কঠিন ইইয়া উঠিল, অমনি ব্যাম্থ্যদে নিক্টবন্তী

হইয়া তাহার শুক্ষ গণ্ডের একদিকে সজোরে এক বিরাট চপেটাঘাত করিলাম। দে কাত্ হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আমি তংক্ষণাং তাহাকে ধরিয়া, অপর গণ্ডের সামগ্রস্ত রক্ষার্থ ছিতীয় করোজোলন করিলাম, অমনি পশ্চাং হইতে কে আমার প্রসারিত হন্ত ধারণ করিয়া বলিল—"আহা-হা কর কি, মরিয়া হাইবে ধে!"

আমি মৃথ না ফিরাইয়াই বলিলাম—"হাত ছাড়,— এ জুয়াচোর।"

শ্রোত্মওলমধ্যে ইতিপুর্বেই মহা ছলছুল পড়িয়া গিয়াছিল,ব্যাপার জানিবার জন্ম কলেই কলরব করিয়া সন্মুণে আসিতে ঠেলাঠেলি ক্লক করিয়া দিল; গোলঘোগে—পুলিদের আবিভাব হইল। ফলে—আমরা উভয়েই নিকটন্থ মুচিপাড়া গানায় নীত হইলাম।

লারোগালাহেবের দপ্তরে আমাদের এজাহার লেগা হইল।
প্রহত বক্তার চতুরতায় পুলিদ আগে তাহার এজাহারই
লিখিল। দে বলিতে লাগিল—তাহার নাম মিটার চিনিবাদ,
দে খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারক; আমি বিধর্মী—হিন্দু, তাহার প্রচার কার্য্যে
বাধা দিয়া এবং বিনা কারণে তাহাকে প্রহার করিয়া গুরুতর
অক্তায় করিয়াছি।

আমি বলিলাম—"এই ব্যক্তি মিধ্যা বলিতেছে, ইতিপূর্বে গোয়েন্দা পরিচয় দিয়া একটা নিক্লছি। বালিকাকে খুঁজিয়া

### গোপীকিষনের কথা।

বাহির করিবার জন্ত আমার নিকট হইতে তুই শত টাকা ঠকাইয়া লইয়াছে; তৎপরে আর একদিন—মেয়েটীকে পাওয়া গিয়াছে—এইরপ মিথাা বলিয়া তথনি তাহাকে আনিয়া দিবার থরচ বাবদ আরও তুই শত টাকা লইয়া গিয়াছিল। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে দেখিলে পাছে সেনা আসে—এইরপ ভোক বাক্যে আমায় নিরস্ত করিয়া যায়; তদবধি আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না। তুই একবার হঠাৎ যদিও রাস্তায় দেখিতে পাইয়াছিলাম, দূর হইতে আমায় দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছে, আজ বাছাধনকে হাতে পাইয়া রাগ সামলাইতে পারি নাই। টাকা ত পাইবই না,—রীতিমত শিক্ষা দিয়া হাতের স্বপটা করিয়া লইতে দোষ কি ?"

চিনিবাস আমার অভিযোগ সম্পূর্ণ অম্বীকার করিয়া পরিকার বলিল—সে আমাকে চিনে না, কোনদিন দেখেও নাই। এমন ভাহা মিথ্যা কথায় আমি আর কি বলিব, মুখে বাক্য সরিল না, কোন সাক্ষী প্রমাণ ত রাখি নাই, স্থতরাং দারোগার বিচারে চিনিবাসের মানহানির খেসারত স্বরূপ আকেল-সেলামা আরও একশত টাকা সমুখন্থ টেবিলের উপর রাখিয়া নিক্ষতিশাভ করিলাম। চিনিবাস আহলাদে হাত বাড়াইয়া যেমন টাকাটা লইতে যাইবে, অমনি দারোগাসাহেব তাহাকে এক ভীষণ ধমক দিয়া বলিলেন—"সবুর কর;

#### (अय-ना-अवकना।

তুমিই না হীরা-বাইজীর পুনের মামলার প্রধান সাকী ? সেদিন আসামী পরেশবাবুর বিরুদ্ধে কোটে সাক্ষ্য দিয়াছিলে না ?"

চিনিবাস অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিল—"আজ্ঞে—হাঁ।"
দারোগাসাহেব বলিলেন—"হঁহার কাছে বলিয়াছ—তুমি
বে-সরকারী গোয়েন্দা, কোটে বলিয়াছ—মিসনারী ধর্ম-প্রচারক,
ভোমার কোন্টা সত্য ?"

সে বলিল—"আজে তুইটীই সত্য।"

দারোগাদাহেব বলিলেন—"বটে! তবে আর কি—তুমি ত দেখিতেছি থুব রোজগারী, এই দামাল্য টাকা কয়টীতে আর লোভ কেন!"

চিনিবাসের তথন মুখ গুকাইয়া গিয়াছিল, বলিল—"বলেন কি! আমার মানহানি ও প্রহারের ফতিপুরণ জন্তই ত এই টাকা আলায় করা:হইল ?"

দারোগাদাহেব রাগিয়া বলিলেন—"তা বই কি! পীরের কাছে মাদ্দোবাজা। চিনিবাদ—আমি যে তোমায় পুব ভাল রকমই চিনি। দে দিনকার 'চিনে ডোম' তুমি, আজ পুষান হইয়:—'মিষ্টার চিনিবাদ' দাজিয়া—তোমার মান বাড়িয়াছে? কতবার জেল থাটিয়া আদিলে—ইহার মধ্যেই ভূলিয়া গিয়াছ? তোমরা অল্লেই ভূলিয়া যাও বটে, কিন্তু আমরা অত সহজে ভূলি না। ভাল চাও ত, আত্তে আত্তে সরিয়া পড়।"

### গোপীকিষণের কথা।

দারোগাসাহেবের উষ্ণ উপদেশ অমাক্ত করিতে চিনিবাসের সাহসে কুলাইল না, এমন আকস্মিক হস্তগতপ্রায় লভ্যে বঞ্চিত ও মন্মাহত হইয়া অতি বিষয় —বিরস বদনে ধীরে ধীরে সে বিদায় হইল।

দারোগাসাহেব টাকাগুলি যত্নের সহিত তুলিয়া দেখিয়া মৃত্ হাসিতে হাসিতে পকেটস্থ করিতেছিলেন, আমি বলিলাম—"আরও দিব দারোগাসাহেব, যদি আমার সোণাকে খুঁজিয়া দিতে পারেন।"

তিনি মুখ তুলিয়া প্রদান দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন।
আমি আবার বলিলাম—"অনেক টাকা দিব—যত টাকা আপনি
চাহেন—আমার সোণাকে খুঁজিয়া দিন।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সোণাটী কে—আপনার ক্যাকি?"

আমি বলিলাম—"না না ত।' হইবে কেন? সোণা আমার প্রাণ— আমার সর্বায় ।"

দারোগাসাহেবের বিশাল গুফ্রয়ের অস্তরালে ইয়ং হাসির রেখা প্রকাশ হইল। তিনি বলিলেন—"কলিকাতায় যদি থাকে, অবশুই পারিব, নতুবা আমার সাধ্য নাই।"

"কলিকাতাতেই আছে, কোনও বাঙ্গালী তাহাকে ভুলাইয়া আনিয়াছে।"

"মেয়েটীর কোন ছবি আমায় দেখাইতে পারেন?"

"ফটো! তা-পারি বৈ কি, তাহার ছবিধানি যে আমি বুকে বুকেই রাখিয়াছি! যখন মন নিতান্ত থারাপ হয়, বাহির করিয়া ধানিকক্ষণ দেখি।"

দারোগাদাহেব হাদিয়া আমার হাত হইতে ফটোটী লইয়া দেপিতে লাগিলেন। কিছুকাল ভালরূপ দেথিয়া ভ্রুক্ঞিত করিয়া আমায় জিজ্ঞাদা করিলেন—"এ ছবি আপনি কোথায় াইলেন—এ কাহার ছবি ?"

আমি বলিনাম—"এই ত আমার দোণার ছবি!"

কিছুক্ষণ চূপ করিয়া লারোগাদাহেব বলিলেন—"এ ছবি কত বংদর আগে—কোথায় তোলা হইয়াছিল ?"

"বেণীদিন নয়, বছরখানেক পুর্বের বন্ধেতে ভোলা ইইয়াছিল।" "অসম্ভব।"

"কেন ?"

"এ স্ত্রীলোক তথন কলিকাতায় ছিল।"

"না, আপনারই ভুল, দেড়বংসর বয়স হইতে এই বালিকাকে আমি পালন করিয়াছি। গত ছয় মাস পুর্বেও সে বম্বে ছাড়িয়া আর কোথাও যায় নাই।"

"আশ্র্যা—আমারই ভূল! কিন্তু এ মুখ ত একবার দেখিলে সহজে ভূলিবার নয়! আচ্ছা, ছবিধানি আজ আমার নিকট রহিল—আপনি কাল বৈকালে আদিবেন।" "না—না, দে হইবে না, এ ছবি ছাজিয়া একদণ্ডও আমি থাকিতে পারিব না, তাহা হইলে আমাকেও এইথানে থাকিতে হইবে—দে ব্যবস্থাও তবে কক্ষন।"

দারোগাসাহেব উচ্চ হাসিয়া উঠিয়া ছবিটি আমায় ফিরাইয়া দিয়া পরদিন পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন। আমি ও আশাস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্মাদ করিতে করিতে থানা হইতে বাহির হইলাম।

বড়রান্তা ধরিয়া ভাবিতে ভাবিতে সটান চলিয়াছি—হঠাং
প্রান্ত দপাং শব্দে সজোরে কশাঘাত পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম।
পশ্চাতে চাহিয়া দেখি এক প্রকাণ্ড প্রেলার ঘোড়ার মুখ — ঠিক
আমার মাথার উপরে! তাড়াতাড়ি লৌড়াইয়া ফুটপথে উঠিলাম।
অশ্বচালক গাড়ীর কোচবাক্স হইতে আমায় কশাঘাত করিয়াই
সম্ভুট হয় নাই, ইতর ভাষায় যথেচ্ছ গালি দিতে দিতে গাড়ী
হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। চাবুকের ইশারামাত্র শুনিয়া ঘোড়া যে
কেন ক্রত দৌড়ায়—দেদিন তাহা খুব ভালরূপ অন্তুত্ব করিলাম,
আমার পিঠ জ্বলিয়া যাইতেছিল!

হায় সোণা! তোর মনে এত ছিল! এই ত অপঘাতে মরিতে বসিয়াছিলাম!

তথন ফুটপথ ধরিয়া সাবধানে চলিতেছি ! পথের বাম দিকে একস্থানে ফুটপথ পৃথক করিয়া একটা ছোট গলি অন্নদূরে যাইয়া

একখানি সাদা দোতেলা বাড়ী মাথায় লইয়া বন্ধ হইয়াছে। সেই দোতেলার একটী জানালায় সহসা একখানি মুখ দেখিতে পাইয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম! একি—ধাদা নয়ত! দ্র হইতে যতদ্র সম্ভব দেখিলাম—না, ভ্রম নয়, ঠিক—ঠিক্ সেই মুখ—নিশ্চয় আমার সোণা!

পুষ্ঠের কশাঘাত-যন্ত্রণা আমি ভূলিয়া গেলাম। কিন্তু সে
আর জানালায় দাঁড়াইল না, ভিতর হইতে সার্দি বন্ধ করিয়া
চলিয়া গেল। আমি দৌড়াইয়া সেই বাড়ীর দরজায় গেলাম,
ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—দরজার বাহির দিকে
বড় একটা তালা লাগান ছিল। তালা ধরিয়া অনেক টানাটানি
করিলাম—খুলিল না, 'সোণা' 'সোণা' বলিয়া কত ডাকিলাম
—কেহ কোন উত্তর দিল না। তথন ভাবিলাম—নিশ্চয়ই
সোণাকে এখানে কেহ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—নতুবা সে
কি আমায় ভূলিয়া ধাকিতে পারে! কিন্তু কি করিব—আমি
একা, দরজা বাহির হইতে তালাবন্ধ। তদবন্ধায় চাঁংকার করিয়া
গগুগোল বাধাইলে, বাড়ীর ভিতরে যাহারা আছে—সাবধান
হইবে, হয়ত সোণাকে আর পাইব না। স্বতরাং দারোগাসাহেবের
শরণ লওয়াই তথন উচিত মনে করিলাম, তাঁহার উপদেশ মত
কার্য্য করিব ভাবিয়া উর্দ্ধানে আবার থানার দিকে দৌড়াইলাম।

# ( 39 )

দারোগাদাহেব দমস্ত শুনিয়া গন্তীর স্বরে বলিলেন—"ঠিক দেথিয়াছেন ?—পাগলামীর ঝোঁকে কিছু বলিভেছেন না ত ?"

আমি বড় ছুংখে বলিলাম—"আপনিও পাগল বুলিতে লাগিলেন—আমি কি সভাই পাগল ?"

"আহা—হা, চটেন কেন ?"

"5টি কি সাধে ? আমি খুব ভাল করিয়াই দেখিয়াছি, দেই—
"মামার সোণা।"

"यमि ना इय ?"

"যত টাকা বলেন—বাজী রাগিতে প্রস্তুত আছি।"

দারোগাসাহেব পশ্চিম-দেশীয় দৌখিন মুস্লমান ভদ্রলোক, আমায় তিনি বেশ উপভোগ করিতেছিলেন—তাহা বুঝিলাম। ছোটবাবু এবং জমাদারকে সঙ্গে লইয়া গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমার আর সব্র সহিল না, দারগাসাহেবের হাত ধরিয়া টানাটানি হুরু করিলাম। অবশেষে আশাহুরপ নগদ নজরানা এবং কার্যান্তে অবশিষ্ট দক্ষিণ। প্রদানের অঙ্গীকারে সকলের পরিতৃষ্টি ও উংসাহ বাড়াইয়া—দারোগা, জমাদার এবং আরও তৃই তিনজন কন্টেবল লইয়া আমি উৎফুল্ল

অন্তবে সেই বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম। তথন সন্ধ্যার আলো রাস্তায় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল।

গলির মোড়ে আহিয়া দারোগাসাহেব বলিলেন— বিগাল করিও না—সাবধান, নিঃশক্তে অতি সম্ভর্পণে একে একে বাটী প্রবেশ করিতে হইবে।" পরে আমাকেও ত্ই একটী প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন।

জমাদারটী গুণবান ব্যক্তি, সে-ই অগ্রে গিয়া— কি কৌশলে জানি না— তালাটি খুলিয়া কপাট ফাঁক করিয়া আমাদের ইশারা করিল। পরামর্শ মত সকলেই ধীরে ধীরে পা টিপিয়া সেই অন্ধকার পুরীতে প্রবেশ করিলাম। আমার তথন মৃত্যুভয়ও ছিল না, পুর্বেত অশ্বক্ষরাঘাতে মরিতেছিলাম— এবার না হয় সোণার জন্ত একটা যুদ্ধ করিয়া অস্ত্রাঘাতেই মরিব।

উপরের মাত্র একথানি ঘরের দরকা থোলা, দরজায় পরদা, উজ্জ্ব আলোকে ঘরটি আলোকিত ছিল। জমাদার গুপ্ত আলোকে নিমের সমৃদ্য স্থান ও উপরে উঠিবার সিঁড়ি আমাদের দেখাইল। দারোগাকে পশ্চাতে লইয়া অতি সম্ভর্পণে পা টিপিয়া উপরে উঠিলাম, জমাদার সিঁড়িতে, কন্ষেবলেরা নিম প্রাঙ্গনে, ফটকে ও রান্ধায় রহিল।

পর্দার অন্তরাল হইতে দেখিলাম—ঘরটি বেশ পরিষ্কার এবং সঞ্জিত; একদিকে শ্যা—অপর দিকে টেবিলের উপর বিতাৎ আলো জলিতেছে, পার্শ্বে চেয়ারে বদিয়া মাথা নত করিয়া—পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়াছিলাম দেই বালিকাটী—আমার দোণা —িক যেন পত্রাদি পড়িতেছে—আর ভাবিতেছে। ঘরে অপর কেহ নাই, দারোগাদাহেব বাহিরে প্রজন্ম রহিলেন, আমি তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলাম—"দোণা—আমার দোণা।"

ভাকিবামাত্র দে অতিশয় চমকিত হইয়া মৃথ উঠাইল, আমি আবার বলিয়া উঠিলাম—"এই যে—এই যে আমার দোণা!"

আমায় দেখিয়া সে অমনি তাহার পারসী ওড়্নাথানি টানিয়: ঘোমটা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে আপনি ?"

"সোণা। আমি যে তোমার গোপীকিষণ আসিয়াছি।"

"কে গোপীকিষণ—কোথায় আপনার নিবাস ?"

"কেন—বংঘ।"

**"**এখানে কেন আসিয়াছেন ?"

"সোণা! তুমি কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না ? তোমার গলার স্বরটীও যে ঠিক আমার মনে আছে!"

"বেশী চালাকী করিবেন না, আপনি কুলোৰ, কিরপে এবাড়ী চুকিয়াছেন—কে আপনাকে দরজা খুলিয়া দিল ?"

আমি দারোগার শিক্ষামত কলিলাম—"একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি আসিয়াছি। তিনি ফটকের তালা খুলিয়া দিয়া

#### (अय-ना-अवकना।

আমাকে ভিতরে বদিবার জন্ম বলিয়া চলিয়া গেলেন, এখনি আদিবেন।"

সে মনোযোগের সহিত আমার কথা শুনিতেছিল, আমি বলিলাম—"সোণা, আর কেন, ঘোষ্টা খোল, আমার সংক্রচল।"

"মহাশন্ন, আমি আপনার সোণা নই—" বলিয়া অবগুঠনবতী মুখ ফিরাইল।

আমি হাদিয়া বলিলাম—"তুমি আমায় ঠকাইবে সোণা ? তোমার পায়ের নথ হইতে মাথার চুলগাছটি পর্যন্ত আমি যে চিনি! পাত্লা ঘোম্টার মধ্যে তোমার উজ্জ্বল চক্ষ্তারা হু'টা ঐ যে চক্ চক্ করিতেছে! লক্ষি—ধন আমার! আমি যে তোমায় উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি। কে সে ছৃষ্ট— তোমায় এখানে বন্দিনা করিয়া রাখিয়াছে ?"

"আপনি কি বলিতেছেন—কে আপনার সোণা <u>?"</u>

"আর ছলনা করিও না—বোমটা থোল; আজও আমি এমন পাগল হই নাই যে ভোনায় চিনিব না। সোণা, এথানে তৃমি কি স্তথে আছ ? আমার সজে ঘাইতে অমত করিতেছ কেন ?"

"আপনি অল্পে অল্পে বিদায় হইবেন কি না ?"

তাহার মৃথের সেই নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া আমার অস্তর পুড়িয়া নাইতে লাগিল, প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—"বল কি নোণা! দশমাদের অদর্শনে আঠার বছরের মায়া মমতা ভ্লিয়া গেলে! তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? কেন, আমি কি অপরাধ করিয়াছি? তুমি আমায় এমন ফাঁকি দিবে বুঝিতে পারিলে – কখনও কি তোমায় ছাড়িয়া টাকার লোভে রেঙ্গুন ঘাইতাম? কিদের জন্ম টাকা—কাহার জন্ম রোজগার করিব? গাহা আছে—এইবার সমস্ত বিলাইয়া দিয়া ফকির হইব। হায়রে হুরদৃষ্ট আমার!"

সে কথা কহিল না। আমি বলিতে লাগিশাম—"সোণা, ঘোমটা তুলিয়া একবার আমার পানে চাও, দেখ—তোমার শাকে পাগল হইয়া গিয়াছি—দে গোপীকিষণ আমি আর নাই। কেন আমায় চিনিতে পারিতেছ না? তোমায় কি কেহ যাত্ত করিয়াছে? বল না—কি হইয়াছে তোমার?"

"আমি আপনার সোণা নই, আপনি ভূল বকিতেছেন কেন ?"
"তবুও প্রবঞ্চনা করিবে ? ঐ যে দেওয়ালে তোমার
ছবি রহিয়াছে ?"

"ও ছবি আমার নয়।"

"তবে কাহার ? আর আমায় যন্ত্রণা দিওনা, আর আমি সহা করিতে পারি না, পরীক্ষার কি এখনও বাকী আছে ?"

"অনেকবার বলিয়াছি—আমি আপনার সোণা নই, সে কথা কি কাণে ঢুকিতেছে না ?"

"বটে, এত অন্থনয় বিনয় করিলাম, তথাপি তুমি কথার বাধ্য হইলে না ? কত যত্ত্বে ধাওয়াইয়া পরাইয়া—লেগাপড়া গান বাজনা শিধাইয়া এত বড়টী করিলাম—শেষকালে এই প্রতিদান ! এতটুকু চকুলজ্জা তোমার নাই ?"

"আপনি এখনি প্রস্থান কঙ্গন, নতুবা আপনার বিপদ হইবে, আমি লোক ডাকিব!"

"তাহা না করিয়া আমার বুকে একথানা ছুরি বদাইয়া দাও না—সকল যম্বণার অবসান হউক।"

আমার কায়া পাইল, বলিতে লাগিলাম—"নোণা, আমার সঙ্গে যদি না যাও, তোমার পায়ের কাছে আমায় রাখিয়া দাও; শুধু ভোমায় দেখিয়াই তৃষ্টথাকিব, দাস হইয়া তোমার সেবা করিব, আর কোন অমুগ্রহ চাহিব না; এ বয়সে আর আমায় কালাইও না।"

"দেখিতেছি আপনি বৃদ্ধ, আপনার কি মাথা খারাপ ?"

"তুমিও বলিতে হুরু করিলে—আমি পাগল ? এইমাত্র ভোষার মুধ দেখিয়াছি—তবুও ভোষায় চিনিব না ?"

"আপনি ভূল দেখিয়াছেন।"

"কথন না। দিবানিশি যাহার ছবিট ধ্যান করিতেছি, সমস্ত পৃথিবী যাহাকে বুঁদ্ধিয়া বেড়াইতেছি,—তাহাকে ম্পষ্ট দেখিয়াও কি ভুল হইতে পারে? বেশ, তুমি ঘোমটাটি থোল, ভাল করিয়া আর একবার ভোমায় দেখি, তারপর—" "আমি স্ত্রীলোক—ভন্তমহিলা; আপনি অপরিচিত পুরুষ,
আমার কি লজ্জাধর্ম নাই যে ঘোমটা থুলিব—বলেন কি ?"

"হা: —হা: —হা: শহা: ! সোণা ! তোমার বয়স আঠার, আর আমার বয়স তিন কুড়ি, — তুমি আমায় ভুলাইবে ? আমি যাইব না, তোমার পায়ের গোলাম হইয়া—তোমার লাথি থাইয়া এইথানে থাকিয়াই মরিব।"

"আচ্ছা, যদি আপনি বু'ঝতে পারেন—সত্যই আমি আপনার সোণা নই—আগায় অব্যাহতি দিবেন ত গ"

"তাহা হইলে এইদণ্ডেই চলিয়া যাইব, তুমি ঘোমটা থোল।"

"বেশ, তবে এই দেখুন—বলিয়া সে মুখের আবরণ খুলিল: আমি আনন্দে ভাড়াভাড়ি বলিয়া উঠিলাম—"এই ভ—এইত! এই ত আমার সোণা—তুমিই ত সোণা!"

"ভাল করিয়া দেখুন, তারপর আনন্দ করিবেন।"

আমি দেখিতে লাগিলাম—কিন্তু—কিন্তু—একি! কে—এ, এত সে সোণা নয়! অথচ ঠিক তাহারই মত—অবিকল যেন সে, সেই নাক, সেই চোক, সেইরপই ছ্থানি পাতলা ঠোঁট, ঈষং ধ্যা ত্রু ছুইটী সেইরপই ধ্যুকের মত বাঁকা, সেইরপই অলক্তকরাগ রঞ্জিত স্থলর গৌর বর্ণ! কিন্তু একি—এই দশমাসে তাহাতে বিশ বৎসরের পরিবর্ত্তন ছুটাইয়া দিয়াছে—সোণার আমার এত বয়স ত ছিল না!

এই সময়ে দরজার পর্দার দিকে চাহিয়া রমণী চকিতে আবার অবগুঠন টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাহিরে আপনার কেহ দলী আছেন নাকি ?"

আমি বলিলাম—"না।"

"আমায় দেখিলেন ত ? তাহা হইলে দয়া করিয়া এখন আপনি বিদ্যায় হউন।"

আমি যেন কেমন ইইয়! গেলাম, ব্যাপার কি—কোন ইক্সলল কি না—কিছু বুঝিতে পারিলাম না, বলিলাম—"ই্যা—য়ই—য়ইতেছি; আমায় মাফ্ককন, কিন্তু দেওয়ালে ঐ চেহারাধানি কাহার ?"

"আমারই অল্প বরুসের।"

"কিন্তু এমন দাদৃশ্য ত আর দেখি নাই !"

আমি ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিব, সে অমনি বলিল—"মহাশয়! জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—এই সোণাটী আপনার কে হয়!"

"কে—হয়, কেমন করিয়া বলিব—দে আমার কে হয়! সোণা আমার প্রাণ, তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়া দেড়বংসর বয়স হইতে লালন পালন করিয়াভি, তাহাকে ভালবাসিয়াভি; ভাবিয়াভিলাম —তাহাকে বিবাহ করিয়া—সংসারী হইয়া স্থী হইব, আমার আশার মাধায় বিধাতা বাজ হানিয়াভেন।"

আমার গণ্ড বহিয়া অঞ্ধারা ঝরিতে লাগিল। সহাত্ত্তি

দেখাইয়া দে জিজ্ঞানা করিল—"এই সোণাকে আপনি কোথায় পাইয়াছিলেন <sup>দু</sup>"

"বোম্বাই সহরের ধোবীত্রাও গলিতে।"

''সোণা কাহার কন্তা—আপনি জানেন ?"

"জানি, কিন্তু সে কথায় আপনার প্রয়োজন কি ?

"না বলিলে—দোণার সংবাদও আপনার অজানা রহিবে।"

''য়াঁ—ভাই নাকি—কোথায় সে ?"

"আগে বলুন—দে কাহার ক্লা?"

''বোষাই নিবাদী কিশোরীলাল শ্রেষ্টার।"

"মঁটা! কিশোরীলালের ?"—বলিয়া দে ঘেন কাঁদিয়া ও কাঁপিয়া উঠিল, ক্ষণ পরে আবার জিজাসা করিল—"মাপনি কি মুল্লাবাই-এর নিকট এই বালিকাকে পাইয়াছিলেন ?"

"হাঁ—হাঁ—ভাহাই বটে, মুলা ভাহার মৃত্যুর পূর্বে এই দেড়-বছরের সোণাকে আর পাঁচ হাজার টাকার একখানি ব্যাঙ্কের বই আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুলাকে তুমি কিরপে জানিলে?"

সে নির্বাক হইয়া বিক্তারিত নয়নে আমার দিকে চাহিয়াছিল; বোমটা খুলিয়া পড়িয়াছে, তুই চক্ষ্ জলে ভরা, বুকের মধ্য হইতে যেন একটা অব্যক্ত বেদনা ও ক্রন্দনের ভাব জাগিয়া উঠিয়া ভাহাকে অস্থির করিয়া ভূলিয়াছিল। আমি বলিলাম—''ও কি

#### (প্রম-না-প্রবঞ্চনা।

— ও কি ! তুমি অমন করিতেছ কেন ? আমার সোণাকে কি তুমি চিনিতে ? কে তুমি ?''

কম্পিত কঠে সে উত্তর করিল—"আমি—আমি ? আমি সেই অভাগিনীর মা,—এই রাক্ষ্মীর গর্ভেই তোমার সোণার জন্ম হইয়াছিল।"

"দে কি! তুমিই কি তবে—দেই বাহালী বিবি—হিরণ কুমারী ?"

\*হা, আমিই সেই হতভাগিনা। একটা ভূল—একটা ভূল
—কিন্তু আজু আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না—বৃক ফাটিয়া
যাইতেছে—তাই আপনার পাপ আপনি ব্যক্ত করিতেছি;
যৌবনের গর্কে—স্থের নেশায়—স্থার্থের অক্ষকার কুহকে নিজের
সন্তানকে নিজের ভোগপথের অন্তরায় ভাবিয়া প্রসবের পরেই
পাঁচহাজার টাকাসহ মুন্নার হাতে বিদায় করিয়াছিলাম। মা
হইয়া রাক্ষনীর কার্য্য করিয়াছি!

"সতাই বৃঝি তৃমি রাক্ষণী, নহিলে এমন সোণার পুতৃলকে—আপন গর্ভের সভোজাত শিশুক্সাকে কোন্ প্রাণে প্রিত্যাগ করিয়াছিলে ? ছিঃ—ছিঃ!"

"আৰু শতগুণে দেই বেদনা—দেই মাতৃত্ব আমার প্রাণে কাগিয়া উঠিয়া আমায় অধীর করিয়া তুলিয়াছে। পুলিনকে দে ভালবাদিত, প্রাণ দিয়া ভালবাদিত। ছি: ছি:—মা হইয়া যাহা

# ধরণীবাবুর কথা।

### ( 36 )

ওকালতি করিয়া মাথার চুল পাকাইলাম, লোকে আমায় বিচক্ষণ বলিত, লোক চিনিতে নাকি আমার মত দ্বিতীয়টী কেহ ছিল না। আর বলিতে কি—আমিও তাহাতে বেশ একটু পর্ব্ব অহতব করিতাম, তথন ব্বিতাম না—লোকচরিত্র অপেক্ষা হজের বিষয় পৃথিবীতে আর কিছুই নাই।

সেদিন রমার বিবাহ। আমার বড় আনন্দের দিন। বছদিন হইতে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম।

গৃহিণীর বড় সাধ ছিল—রমার সঙ্গে পুলিনের বিবাহ দিরা পুলিনকে গৃহে রাখিয়া পুত্রের অভাব দুর করিবেন। পুলিনকে দেখিয়া অবধি এই কামনা আমাদের অস্তবে জাগিয়াছিল। এখন আমার আসনে তাহাকে বসাইতে পারিলেই এই বৃদ্ধ বয়সে আমি নিশিস্ত মনে পরলোকের পথের জন্ত প্রস্তুত হইবার অবসর পাই।

#### (প্रम-ना-প্রবঞ্চনা।

আনন্দ আমোজনের সাধামত ক্রটি করি নাই। আলোক ও পুস্পমালায় আমার অট্টালিকা অমরাবতীর মত হাসিয়া উঠিয়াছে, তোরণদারের উভয় পার্যে মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হইয়াছে, উপরে মিষ্ট স্থরে নহবত বাজিতেছে। সমস্ত তবন নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্থানের কলরবে মুখরিত।

আত্মীয়াগণ রমাকে—যে অকে যাহা মানায়—নানাবিধ
মূল্যবান বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া আমার সম্মুখে লইয়া
আসিলেন। মা আমার লজ্জায় অবনতম্থী। সম্মেহে তাহার
মুখপানি তুলিয়া দেখিতে দেখিতে মনে পড়িয়া গেল—আর
একথানি মুখ! একদিন সে-মুখখানিও ঠিক এই রকমই
দেখিয়াছিলাম! চক্ষের জল আর রাখিতে পারিলাম না, বাধা
না মানিয়া তু'ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল।

রমাও কাঁদিয়া ফেলিল, আস্মায়াগণ তাহাকে লইয়া পেলেন।
আমি একাকী বসিয়া তল্ময় হইয়া রমার স্বর্গগতা জননীকে
ভাবিতে লাগিলাম; হায়—দে আক কোথায়!

পুরোহিত মহাশয় আগিয়া লগ্ন সমুপদ্বিত জানাইয়া আমায় সম্প্রদান-গৃহে লইয়া গেলেন। মঙ্গল-শঙ্ম ও নানাবিধ বাছ বাজিয়া উঠিল, পুষ্প ও স্থগন্ধ বরিষণে চতুর্দ্ধিক আমোদিত হইল, এক অনির্বাচনায় ভাবের তরঙ্গে আমার অন্তর উদ্বেভিত করিয়া তুলিল। নারায়ণশিলার সম্মুধে তুই করে বরক্তার দক্ষিণ কর

### ধরণীবাবুর কথা 🕽

তইখানি মিলিত করিবার মানদে ষেমন তুলিয়া ধরিয়াছি—অমনি
গৃহের দারদেশে মন্ মন্ শব্দে স্বয়ং পুলিদ্যাহেব আসিয়া
উপস্থিত!

বারাঙা হইতে অভিবাদন করিয়া তিনি বলিলেন—"মিটার সেন, অসময়ে এই শুভ কার্যো বাধা দিতে বাধা হইয়াছি—মার্জন করিবেন, আমি কি গৃহমধ্যে যাইতে পারি ?"

আমি অতিমাত্র বিশ্বিত হইয়া বলিলাম—"মাফ্ করিবেন, এখানে আমাদের দেবতা নারায়ণশিলা আছেন। আপনার প্রয়োজন কি ?"

পুলিনকে দেখাইয়া তিনি বলিলেন—"আপনি কি এই ব্যক্তির সঙ্গে ক্যার বিবাহ দিতেছেন ?"

"হা,--কেন ?"

"লোকটা কে—আপনি জানেন ?"

"থ্য জানি।"

"না, জানেন না, জানিলে একজন খুনী-আসামীর হাতে ক্যাদান করিতেন না।"

সমস্ত আকাশটা যেন আমার মাথায়;ভালিয়া পড়িল, অতিশয় ভীত হইয়া বলিলাম—"এঁন! খুনী আসামী! না—না, আপনার ভূস হইয়াছে, কে বলিল আপনাকে—পুলিন খুনী-আসামী?"

এই সময় একজন স্ত্রীলোক ভিড় ঠেলিয়া পুলিস-সাহেবের

### প্রেম-না-প্রবঞ্চনা।

পার্শে অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমিই বলিয়াছি; এই পুলিনবারু সোণানামে একটা অসহায়া বালিকাকে হত্যা করিয়াছেন।" ুসহসা পুলিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"মিথ্যা কথা—তুমিই ত সেই সোণা।"

ন্ত্রীলোকটা বলিল—"মিষ্টার পলিন ডট্! সোণার সক্ষেত্র প্রবঞ্চনা করিয়া তাহাকে খুন করিতে পারিয়াছ বটে, কিন্তু-সোণাকে যে গর্ভে ধরিয়াছিল—আমি সেই হীয়াবাঈ, আমাকে প্রতারিত করা তোমার মত শত পুলিনেরও সাধ্য নয়।"

পুলিন আর বাকাব্যয় না করিয়া চকিতের স্থায় চঞ্চলপদে পার্শবর্তী ঘরে চলিয়া গেল। পুলিসসাহেব বলিয়া উঠিলেন— "আসামী পলাইতেছে—মিষ্টার সেন, আমি গৃহপ্রবেশ করিব।"

"একটু অপেকা করুন, একটু অপেকা করুন"—বলিতে বলিতে আমি পুরোহিত মহাশয়কে শালগ্রাম লইয়া স্থানান্তর যাইতে ইকিত করিলাম।

"ব্যন্ত হইবেন না প্লিস-সাহেব, আমি পলাইব না—ধরা দিব"—বলিতে বলিতে প্লিন তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া— "হীরাবাই ! মনে করিয়াছ—তুমিই জিভিবে?"—বলিয়া ক্ষিপ্রহল্তে আপনার বস্ত্রমধ্য হইতে স্কাইত পিতল বাহির করিয়া ভীবণ শব্দে সেই ত্রীলোকটীর বক্ষঃস্থলে গুলি করিল! ভয়ে ও বিশ্বরে আমরা সকলে ভাজত হইয়া পড়িলাম। হীরার প্রাণহীন দেহ রক্ত ছড়াইয়া গৃহবারে পড়িয়া গেল। পুলিন অগ্রসর হইয়া হাতের পিশুল পুলিদ-সাহেবকে দিয়া বলিল— কার্যা শেষ, এইবার আমায় গ্রেফ্তার করুন।"

তৎক্ষণাৎ চারি পাঁচজন কন্টেবল আদিয়া পুলিনকে হাতকড়ি পরাইতে লাগিল। আমিও মস্তিক ঠিক রাথিতে না পারিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

কতকণ পরে জানি না—যথন সংজ্ঞা লাভ করিলাম, চক্ষ্ মেলিয়া দেখিলাম—আমি শয়ন গৃহে শুইয়া আছি, কয়েকজন আত্মীয় ও অন্তর আমায় বিবরা আছে, রমা শিমরে বসিয়া বাভাস করিতেছিল। ক্রমণ: সমস্ত ঘটনা আমার মনে শড়ল। রমার তথনও বিবাহের বেশ। আমি "মা—মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। জনৈক প্রবান আত্মীয় বলিলেন— "ধরণীবাবু! আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, শোকে মৃহ্যান হইবেন না, এখনি অন্তপাত্র হির করিয়া রমার বিবাহ সম্পন্ন করিতে হইবে।"

আমি যন্ত্র চালিতের মত বলিতে লাগিলাম — "ঠিক ক্য। বিবাহ সম্পন্ন করিতে হইবে; রমা, চলুমা, লগ্ন বহিয়া যায়।"

রমা তাহার বুকভরা ক্রন্দন বুকে চাপিয়া রাথিয়া ধারে ধারে মাথা তুলিয়া অতি গম্ভার ও দৃঢ় বরে বলিল —"না—বাবা, আমি আরু বিবাহ করিব না।"

### রমার কথা।

### ( 55 )

তথন আমরা বৈজনাথে। কাষ্টেয়ার্স-টাউনের একথানি ঝক্ঝকে একতলা বাড়ীতে বাবাকে লইয়া আছি। সেই ভীষণ ভূষ্টনার পর হইতে বাবার শরীর ও মন এত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে ডাক্ডারগণ আর তাঁহার কলিকাতায় থাকা সঙ্গত ভাবিলেন না। বাবাও আর তিলার্শ্বকাল কলিকাতায় থাকিতে চাহেন নাই।

সেধানকার জলবায়র গুণে ও প্রাক্তিক দৃশ্যে বাবা দিন দিন ভাল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। প্রভাহ সকাল সন্ধায় উনুক্ত প্রান্তরের ক্ষুত্র ক্ষুত্র জাকা বাঁকা প্রোত্তিনী-তীরে, কোন দিন বা দ্রস্থ অস্কুচ পাহাড়ে তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে যাইতাম। বেশ বুঝিতে পারিভায—বাবা তাঁহার নিজের মনঃকট্ট গোপন করিয়া নানারপ অস্কুত ও চিত্তাকর্ষক গল্লাদির অবভারণার সর্বাদা আমায় ভুলাইয়া অন্তমনন্ধ রাথিবার চেটা করিতেন। তাঁহার প্রের্বর সে গান্তীর্য্য আর ছিল না, আমার সঙ্গে বালকের মত ধেলা করিতেন।

আমাদের পার্শের বাড়ীতে একটা বড় হুখী পরিবার বায়

পরিবর্ত্তনের জন্ম আদিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া প্রত্যেহ বেড়াইতে বাহির হইতেন, আর 'মীনা' নামে তাঁহালের চারি বছরের স্থন্দর কচি মেয়েটী আগে আগে দৌড়াইয়া— মায়ের মানা না মানিয়া—ছোট ছোট প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইত।

তথন ফান্তন মাস। একদিন বৈকালে প্রায় চারিটার সমর
বাবা বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন, আমি তাঁহাকে চা প্রস্তুত করিয়
দিতেছি, এমন সময়ে মানা একটা পলায়িত প্রজাপতির অন্তুসরন
করিয়া আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বারাণ্ডার গায়ে
লবকলতার ঘন পল্লব মধ্যে প্রজাপতিটা আ্রায় লইয়াছিল.
তাহাকে গ্রেফ্তার করা সাধ্যাতীত ব্রিয়া মানা সপ্রতিভ ভাবে
নিকটে আসিয়া আমার বস্তাঞ্চল ধরিয়া বলিল—"আমার
ঐ প্রজাপতিটা ধরিয়া দতে না ?"

বাবা অমনি সম্রেহে হাসিয়া বলিলেন—"আমি ধরিয়া দিব দিদি. আমার কাছে এদ।"

मौना विनन-"श्रजापि (य पनादेश यादेत ।"

বাবা বলিলেন—"তোমায় এমন একটা স্থলর প্রজাপতি আনিয়া দিব—যে কথনও পলাইতে পারিবে না; তুমি আমার কাছে বদ, চা খাও, অনে হ দিন চায়ের সঞ্চা জুটেনাই!"

### (প্রম-না-প্রবঞ্চনা।

মীনা বাবার সঙ্গে বসিয়া চা বিশ্বুট ধাইতেছে, সেই সময়ে তাহার মাতাপিতাও তাহার অসুসন্ধানে বিশেষ ব্যক্তভাবে আমাদের বাড়াতে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে একটু ইতন্ততঃ করিয়া নিকটবর্ত্তী হইলেন। মীনা অমনি "বাবা আসিতেছেন" বলিয়া তাড়াতাড়ি পার্যন্থ স্তন্তের অস্তরাশে গিয়া লুকাইল। মীনার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এথানে আমাদের মেয়েটি আসিয়াছে ""

মীনা আড়াল হইতে হাত নাড়িয়া অস্বীকার করিবার জন্ম আমাদের ইশারা করিতে লাগিল।

বাবা আদন ইইতে ঈ্ষং উথিত হইয়া হাদিতে হাদিছে বলিলেন—"আহুন, আহুন—বহুন, অত বান্ত কেন ?"

বাবার কথার মর্ম তাঁহারা বৃঝিতে পারিয়া আশস্তভাবে টেবিলের নিকটে আসিয়া বসিতেছেন—মীনার তথন আর লুকাইয়া থাকা সম্ভব হইল না, ছোট একটা কু দিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া গিয়া তাহার পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পভিন: সকলে হাসিয়া উঠিলাম।

মীনার মাকে আমি হাত ধরিয়া আনিয়া বসাইলাম। তাঁহার কজা দেখিয়া বাবা বলিলেন—"আমায় কজা করিও না মা, আমি যে মীনার ভাই।"

বাবা আবার বলিতে লাগিলেন—"এমন প্রতিবেশী থাকিতে

—এমন দিদিটি কাছে থাকিতে এতদিন আমায় এক**লা** দিন কাটাইতে হইয়াছে !"

মীনার পিতা তথন বলিলেন—"আপনার দিদি যে এতদিন প্রিচয় করিয়া দেয় নাই, সেই জন্মই ত আসিতে পারি নাই।"

আমরা আবার হাসিয়া উঠিলাম, বাবাও হাসিয়া বলিলেন— "তা বটে, তা বটে।"

তদবধি প্রত্যাহ একত্রে বেড়াইয়া ও গল্পাদি করিয়া দিনে দিনে আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, মীনার মা ইন্দুমতীর সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।

আহা—কেমন স্থী ইহারা! কিন্তু কোন্ পাপে—কাহার অভিশাপে আমার প্রতি নিয়তির এমন নিষ্ঠুর উপহাস!

কিছুদিন পরে ইন্দুরা কলিকাতায় চলিয়া গেল। সঙ্গীহীন হইয়া আমাদেরও আর বৈহ্যনাথ ভাল লাগিল না। আমার ইচ্ছা ছিল—এইবার বাবাকে লইয়া ভারতের পুরাণ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পন্ন স্থানগুলি দেখিয়া আসিব; বাবাও আমার সেই প্রস্থাবে খ্ব সম্ভষ্ট হইয়া সম্মত হইয়াছিলেন; কিছু বৈষ্থিক তুই একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের জক্ত আবার আমাদের কলিকাতায় ফিরিতে হইল।

# ( २ )

বহুদিন হইতে ইচ্ছা করিয়াই সংবাদপত্র পড়িতাম না, বাবাও কাগজ লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। হীরাবাঈজীর খুনের বিচারে আসামীর কি পরিণাম হইল—জানিবার জন্ম যদিও একটা প্রবল আগ্রহ মনে মনে জাগ্রত ছিল, কিন্তু কাগজে সেই সংবাদ পড়িবার কিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস আমার হইত না। তখন কি দারুণ উদ্বেগে—কি অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমার দিন কাটিতেছিল—তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। বোধ হয় কারাগারে আবদ্ধ, প্রাণদণ্ড-ভয়-ভীত অপরাধীও এত উদ্বেগ, এত যন্ত্রণা ভোগ করে নাই।

এক একবার ভাবিতাম—এত ত্শিস্তা কেন? এত উদ্বেগ কাহার জ্বন্ত ? আমার হইয়াছে কি ? সে আমার কে ? কিন্তু এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইতাম না, বরং আরও অধিক ষম্বণায় বুক ভরিয়া উঠিত। যতই ভাবিতাম—সে আমার কেহ নয়, ততই দেখিতাম—সে ভিন্ন আমি কিছু নই!

একদিন সন্ধ্যার পূর্বে বাবার সক্ষে মোটরে উঠিয়া বেড়াইতে যাইতেছি—ধর্মতলার মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রেড: ইাকিল—

# "হীরার খুনের বিচার হ'ল— প্রশন্ ডট্ ফাঁসি গেল।"

সংবাদটি শুনিবার জন্ম যদিও পূর্বে হইতে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু শুনিবামাত্ত বুকে বড় বাজিল, তীক্ষ্ণ অক্সফলকে অস্তুর যেন বিদ্ধ হইল; মনে পড়িল—শৈশবে যাহার সঙ্গে একত্তে খেলা করিয়াছি, কৈশোরে যাহাকে দাদার মত ভালবাসিয়াছি, যৌবনে যাহাকে স্বামী জ্ঞানে প্রেমপুপ্রেমনে মনে পূজা করিয়াছি—এ আমার সেই পূলিন-দা'। আমি সহ্য করিতে পারিলাম না—বাবার কোলে মুধ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আর বেড়ান হইল না, তথনই গাড়া ফিরাইয় বাড়া আদিলাম। গাড়ীতে বিদিয়া বাবা একটা কথাও কহেন নাই, বাড়ীতে আদিয়া আমাকে আমার ঘরে পৌছাইয়া দিলেন, আমি কোচের উপর বিদয়া পড়িলাম। বাবা তথন গন্তীরম্বরে বলিলেন—"রমা! যে ব্যক্তি খুনী—তাহার জন্ম কোন মমতা রাথা উচিত নয়; সে মায়্র নয়—শয়তান, তাহার শ্বতি মন হইতে মছিয়া কেল।"

ধীরে ধীরে তিনি দে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম—হায়! বিচারালয়ে শত শত অপরাধীকে যিনি মরণের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন—নারীর অন্তরের বাথা তিনি

### প্রেম-না-প্রবঞ্চনা।

কি ব্ঝিবেন ! এ শ্বতি ত ভূলিবার নয় —জীবন থাকিতে ভূলিতে পারিব না।

তন্ময় হইয়া কত কি ভাবিতেছি, হঠাৎ কাণে আদিল—
"দিদিমণি!"

চাহিয়া দেখিলাম--পরিচারিক। একথানি পত্র হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। পত্রথানি হাতে লইয়া খুলিয়া পড়িলাম--

আছে—দে এখনও আছে—তবে ত শেষ দেখা দেখিতে পাইব! সে-ও আমায় শেষ দেখা দেখিতে চাহিয়াছে। কিছ—উ:—শেষ দেখা! এ দেখা—না দেখাই ভাল। না—না, যাব; তাহার এই শেষ চাওয়া—না দিয়া ত থাকিতে পারিব না।

পরিচারিকাকে বলিলাম—"রাত্রি শেষে আমার গাড়ীর প্রয়োজন গইবে, একজন দারবান এবং তুমিও আমার সঙ্গে বাইতে প্রস্তুত থাকিবে; কিন্তু দেখিও—বাবা যেন জানিতে না পারেন।"

সমস্ত রাত্রি নিজা আসিল না; সময় যেন কাটতেছিল না, 
যড়ীটাও যেন চলিতেছিল না, বাহিরে অন্ধকার রন্ধনীও যেন 
বলিতেছিল না—দে আর প্রভাত হইবে। আহা—ভাহাই 
যদি হইত। সমস্ত জগতের ঘড়ী যদি চিরদিনের মত অচল 
হইত—কালিকার প্রাতঃস্ব্য আর না ফুটিয়া একেবারে চির 
হিমান্ধকারে নিভিয়া যাইত!

কিন্তু, তাহা ত হইল না ! দরজা খুলিবার শব্দ কাণে আসিল, মনে হইল—বুঝি কারাগারের দার উন্মুক্ত করিয়া প্রহরী জানাইল 'সময় হইয়াছে।' চমকিয়া দেখিলাম—প্রহরী নয়, সে আমার পরিচারিকা।

সময় হইয়াছে ?—হাঁ, তাহাই বটে! ঐ যে গাঢ় অন্ধকার পূর্ববগণনে অচ্ছ হইয়া যাইভেছে—শীব্রই স্বর্ধ্যাদয় হইবে—সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীরও জীবনপ্রদীপ চির-নির্বাপিত হইবে!

আর বিলম্ব করিলাম না, সম্ভর্পণে নামিয়া গিয়া মোটরে বসিলাম; মোটর গস্কবাস্থানে পৌছিল।

জেলধানার ফটক হইতে কারাধ্যক্ষ আমায় একস্থানে লইয়া গেলেন; দেধানে এক ব্যক্তি নতমস্তকে বদিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল—আমি চিনিলাম।

বড় শাস্ত দৃষ্টিতে—বড় কোমণ স্বরে দে আমায় বলিল—
"তুমি আসিয়াছ!—আমি আশা করি নাই!"

আমি কোন মতে জিজাসা করিলাম—"কেন ?"

"চিরদিন যাহাকে ঘুণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছ, আজ সে নারীহত্যা করিয়া ফাঁসি যাইতে চলিয়াছে, তাহার প্রতি তোমার দয়া হইবে কেন?"

"তোমার কার্য্যে আমি প্রশ্রম দিই নাই সভ্য, কিন্তু তোমায় আমি চিরদিন—"

#### (अय-ना-প्रवर्णना।

"वल, वल त्रमां, हित्रांतन कि-"

"চিরদিন ভালবাসি।"

"ভালবাদ ? সত্যই ভালবাদ ?"—বলিয়া কি এক উদাদ দৃষ্টিতে অন্তরীক্ষে চাহিয়া দে আবার বলিল—"ঐ যে, দে বলিভেছে—না, না, পৃথিবীতে ভালবাদা, প্রণয়, প্রেম—কিছুই নাই, প্রবঞ্চনা—সমন্তই প্রবঞ্চনা !"

তথনই কারাধ্যক্ষ আসিয়া শেষ সময় উপস্থিত জানাইলেন, সে-ও নিঃশব্দে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে সে ফিরিয়া এমন ভাবে আমার দিকে চাহিল—আমার মাথা ঘূরিল, পা টলিল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম।

বধন জ্ঞান হইল, চারিদিকে চাহিয়া তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম; কিন্তু কই—সে ত নাই! তবে আর কাহাকে ব্রাইব—আমার এ প্রেম—না—প্রবঞ্চনা!!

# সমাপ্ত ।

